পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 207 Saturday, 28 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২০৭ সংখ্যা ❋ ১৩ আষাঢ় ১৪৩২, শনিবার, ২৮ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দিঘায় ইতিহাস! জগন্নাথের রথ গড়াল কীর্তনের তালে ভক্তদের বাঁধভাঙা উল্লাসে মিশল বৃষ্টির ছন্দ

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৭ জুনঃ সমুদ্রের জোয়ারের গর্জন, রঙিন আলোকসজ্জা, কীর্তনের ছন্দ আর চন্দনের সুগন্ধ মিলে শুক্রবার এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল দিঘা। সমুদ্রের পাড়ে এই প্রথম আয়োজিত হল জগন্নাথদেবের মহারথযাত্রা। বছরের পর বছর ধরে পুরীতে যে রথযাত্রা দেখতে ছুটে যান ভক্তরা, এবার সেই অভিজ্ঞতা মিলল পশ্চিমবঙ্গের এই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে। উৎসবের জোয়ারে নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হল দিঘা, যার প্রতিটি অলিগলি এখন কীর্তনের ছন্দে মুখর। সমুদ্র শহরের বুকে এই প্রথমবার গড়াল দেবত্রয়ীর রথ। কাঠের তৈরি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ যথাক্রমে 'নন্দীঘোষ', 'তালধ্বজ' ও 'দর্পদলন' রথে চড়ে 'পাহান্ডি বিজয়'-এর মধ্য দিয়ে রওনা দিলেন মাসির বাড়ির উদ্দেশে। উৎসব দেখতে ভিড় উপচে পড়েছে দিঘার রাস্তায়। সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড়ে জমজমাট সৈকত। ছোট থেকে বড়, দেশ থেকে বিদেশ-সবাই মেতে উঠেছেন একসঙ্গে রথযাত্রার আনন্দে। দিঘার বুকে প্রথম এই রথযাত্রায় সামিল হয়েছেন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হাজার হাজার মানুষ। ইসকন সদস্যরাও এসেছেন। আরও নানা দেশের মানুষের সমাগমের মুহূর্তের সাক্ষী দিঘা। মুছে গেছে দেশ সীমানার গণ্ডি। খোল-করতাল হাতে, শহরের রাস্তায় পা পা মিলিয়ে নাচের মাধ্যমে আরাধনায় সামিল সকলে। রঙিন সাজে বিশ্বের নানা প্রান্তের নারীপুরুষের ঝলমলে উপস্থিতিতে মেতে উঠেছে দিঘা শহর নিজেও। এই বছরের শুরুতেই দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর এটাই প্রথম রথ উৎসব। তাই স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক, সবাই অপেক্ষায় ছিলেন এক বিশেষ দিনের। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় পুজো। তিনটি রথ পরপর সাজানো ছিল মন্দির চত্বরে। প্রথমে বলরামকে বসানো হয় রথে, এরপর সুভদ্রা এবং সবশেষে প্রভু জগন্নাথ। প্রতিটি দেবতাকে নির্দিষ্ট রীতি মেনে পুজো করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত ছিলেন এই মহোৎসবে। পুজোর পর প্রথা মেনে পুরোহিতরা জগন্নাথদেবকে কাঁধে করে নাচতে নাচতে মন্দির থেকে বের করে রথে বসান। সেসময় তাঁর রথটি ঢাকা ছিল শাড়ি দিয়ে, যা আরতির পর খুলে দেওয়া হয়। দুপুর ২টোর সময় মুখ্যমন্ত্রী নিজ হাতে জগন্নাথের আরতি করেন। আর ঠিক আড়াইটে নাগাদ রথ রওনা দেয় মন্দির থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে 'মাসির বাড়ি'-র উদ্দেশে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে অংশ নেন রথের সামনে আয়োজিত বিশেষ আরতিতে। এরপর তিনি হাতে তুলে নেন সোনার ঝাড়ু, দেবতার যাত্রাপথ নিজে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেন তিনি। ভক্তদের যাতে টান দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হতে হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন। দুই পাশে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। যাঁরা রথের রশিতে টান দিতে চান, তাঁদের জন্য নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পথ রাখা হয়। বহু জেলা থেকে আসা পুলিশ ফোর্স নিয়োজিত করা হয় ভিড় সামলাতে। তিন স্তরের নিরাপত্তায় মোড়া হয়েছে দিঘা। বৃষ্টি উপেক্ষা করেও বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। উৎসবের আবহে থেমে নেই কেউ। কীর্তন, ঢাকের আওয়াজ, রঙিন পতাকায় সেজে উঠে পুরো শহর। দিঘা যেন নিজেই এক নতুন ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠছে, যেখানে সমুদ্রের ঢেউ আর ভক্তির স্রোত একসঙ্গে মিলেছে। এই প্রথম দিঘা এমন এক মহোৎসবের স্বাদ পেল, যা শুধু ইতিহাসে নয়, মানুষের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

'অভিষেকের নামেই 'বাঁচতে চান' শুভেন্দু!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজনীতির মঞ্চে আবারও তীব্র বাকযুদ্ধের সাক্ষী রইল বাংলা। এইবার বিতর্কের কেন্দ্রে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে বসে একটানা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জপ করতে দেখা গেল শুভেন্দুকে। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হল রাজনৈতিক টানাপোড়েন, যার জেরে উত্তাল হল সোশাল মিডিয়া। ভিডিওটি প্রথম শেয়ার করেন অভিষেক নিজেই। এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে ভিডিওটি পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ লেখেন, কলিযুগে ভগবানের নামজপ করা হয়। কিন্তু বিজেপি নেতা বিশ্বাস করেন আমার নামজপ হয়তো তাঁকে পরিত্রাণের সুযোগ দেবে কিংবা কয়েকটি আসন বাড়ানো যাবে। তবে এটা কখনই বাংলায় হবে না। ভিডিওতে দেখা যায়, সংবাদমাধ্যমের সামনে মাইক্রোফোন হাতে শুভেন্দু একাধিকবার উচ্চারণ করছেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়...''। কিছু সময়ের জন্য তিনি এই নামজপ অব্যাহত রাখেন এবং দাবি করেন, রাজ্যে সমস্ত দুর্নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু অভিষেকই। অভিষেকের পোস্টের পর, তৃণমূলের অন্য নেতারাও যোগ দেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য ভিডিওটি শেয়ার করে লেখেন, 'তার যদি কেটে যায়, নেমে আসে চাপ, গুরু নাম জপ করো, কমে যদি পাপ!' এই ব্যঙ্গাত্মক ছন্দ ঘিরে হাসির রোল

পড়ে যায় নেটমাধ্যমে। দেবাংশুর কথায় রাজনৈতিক কটাক্ষ স্পষ্ট- একদিকে শুভেন্দুর 'নামজপ'কে পাপমোচনের প্রয়াস হিসেবে দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে এটি তুলে ধরা হয়েছে ভণ্ডামি ও রাজনৈতিক নাটক হিসেবে। এই ভিডিও এবং তার প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতাদের একাংশ বলছেন, বিজেপির রাজনীতি এখন অভিষেক-বিমুখ না হয়ে অভিষেক-নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিরোধী দলনেতার কাজ রাজ্যের মানুষের কথা বলা, সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া। সেখানে শুধু ব্যক্তিবিশেষকে টার্গেট করে নাম জপ করে গেলে, সেটিকে রাজনীতির দেউলিয়া ভাবনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে পাল্টা প্রতিক্রিয়া এসেছে। বিজেপি নেতারা বলছেন, শুভেন্দু অধিকারী কেবল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন, রাজ্যের দুর্নীতির কেন্দ্র কে। একজন জননেতা হিসেবে তার দায়িত্ব জনগণের সামনে সত্য তুলে ধরা, এবং সেই কাজটিই করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার রাজনীতি এখন ক্রমশই ব্যক্তি আক্রমণ ও প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ করে চর্চিত হয়ে উঠছে। তাতে রাজনৈতিক শালীনতা যেমন প্রশ্নের মুখে পড়ছে, তেমনই জনগণও বিরক্ত হচ্ছেন নেতাদের এমন 'নাটকীয়' কার্যকলাপে। এই ঘটনা কেবলমাত্র একটিমাত্র ভিডিও ঘিরে হালকা হাস্যরস নয়, বরং এটি প্রতিফলন করছে বর্তমান বাংলা রাজনীতির সংকীর্ণ মানসিকতার। যেখানে নীতি ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ হারিয়ে গিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নাটকীয় উপস্থাপন। শেষ কথা, একজন বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে সাধারণ মানুষ যেমন কঠিন প্রশ্ন ও বিকল্প দিশার আশা রাখে, তেমনই একজন শাসক দলের নেতার কাছেও প্রত্যাশা থাকে পরিপক্কতার। কিন্তু রাজনীতির এই 'নামজপ সংস্কৃতি' কোথাও যেন গণতান্ত্রিক চর্চার মান ক্ষুণ্ণ করছে। সোশাল মিডিয়ার ট্রেন্ড যতই মজাদার হোক না কেন, রাজনীতি যদি শুধুই ট্রেন্ডে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে জনগণের ভরসা হারানোর আশঙ্কাও প্রবল।

খিদিরপুর মেট্রো স্টেশন তৈরিতে অনুমতি দিল রাজ্য, দেওয়া হল শর্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ শেষ পর্যন্ত খিদিরপুর মেট্রো স্টেশন তৈরির ব্যাপারে অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। তবে সঙ্গে চাপানো হয়েছে একাধিক শর্ত। সম্প্রতি জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরে মধ্যে প্রস্তাবিত খিদিরপুর স্টেশন তৈরির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার জমি দিতে পারবে না বলে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়। তাতেই দেখা গিয়েছিল সিঁদুরে মেঘ। কিন্তু মাসখানেক কাটতে না কাটতে এল অনুমতি। কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার ধবল জৈন জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্প রূপায়নকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চিঠি দেন। খিদিরপুর মেট্রো স্টেশন তৈরির সময় আলিপুর বডিগার্ড লাইনের কোনও কাঠামো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সূত্রের খবর, চিঠিতে জোর দিয়ে সে কথা বলা হয়েছে রাজ্যের তরফে। বডিগার্ড লাইনের ভিতরে যে ধোবি লাইন রয়েছে সেটা যেন কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সে কথাও বলা হয়েছে রাজ্যের চিঠিতে। কাজ করার জন্য ওই ধোবি লাইনকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে। কাজ হয়ে গেলে পুনরায় আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে ধোবি লাইনকে। মেট্রো রেলের কাজের জন্য আলিপুর বডিগার্ড লাইনের ভিতরে অস্থায়ী ভাবে ১৭০২ বর্গ মিটার জায়গা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই জায়গা আবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কোন রকম খোঁড়াখড়ি করা হয় তাহলে তা মেরামত করে মসৃণ করে দিতে হবে। দেওয়া হয়েছে এই শর্তও। তবে খিদিরপুর মেট্রো স্টেশন তৈরির জন্য ৮৩৭ বর্গমিটার জায়গা স্থায়ীভাবে দেওয়া হচ্ছে সেখানে প্রশাসন সেখানে কোনও সমস্যা করবে না। ডায়মন্ড হারবার রোডের উপরে এই স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। তাই ওই রাস্তা আরও চওড়া করে দিতে হবে মেট্রোকেই। পাশাপাশি মেট্রোর এই কাজের জন্য নিকাশি পরিকাঠামো অনেক জায়গাতেই সরানো হয়েছে। কাজ শেষ হলে সেগুলিকে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে। চিঠিতে এও বলা হচ্ছে, মেট্রো স্টেশনের পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন স্যাফট এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় যাত্রীদের বেরোনোর এবং দমকলে ঢোকার মতো ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বকেয়া ডিএ দিতে আরও ৬ মাস সময় চাইল রাজ্য!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য আরও ছয় মাস সময়ের আবেদন জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট গত ১৬ মে, ২০২৫-এ রাজ্য সরকারকে তিন মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিল। এই নির্দেশের মেয়াদ আজ, ২৭ জুন, শেষ হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই সময়সীমার মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ও পাল্টা আদালত অবমাননার নোটিশ দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে। তার বদলে সুপ্রিম কোর্টে নতুন আবেদন জানিয়ে মহার্ঘ ভাতা বাস্তবায়নের জন্য আরও অতিরিক্ত ছয় মাস সময় চেয়েছে। এই ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ডিএ মামলাটি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের ফল। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বর্তমানে ৫৫ শতাংশ ডিএ পেলেও, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা মাত্র ১৮ শতাংশ ডিএ পাচ্ছেন, যা ২০২৫ সালের এপ্রিলে ৪ শতাংশ বৃদ্ধির পর প্রযোজ্য হয়েছে। এই ৩৭ শতাংশের বিশাল ব্যবধান রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পরিশোধের নির্দেশ দিলে রাজ্য সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে ২০২২ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারল এবং সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ গত মে মাসে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করে রাজ্য সরকারকে তিন মাসের মধ্যে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ পরিশোধের নির্দেশ দেয়। এই আদেশ ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জমা হওয়া বকেয়া ডিএ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট অভিষেক মনু সিংভি আদালতে জানান, সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে গেলে রাজ্যের আর্থিক বোঝা ৪১,০০০ কোটি টাকা হবে, এমনকি ২৫ শতাংশ পরিশোধের জন্যও ১০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। রাজ্য সরকার তাদের সাম্প্রতিক আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানিয়েছে যে, আর্থিক সংকটের কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ২৫

শতাংশ ডিএ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তারা আরও ছয় মাস সময় চেয়েছে, যাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায়। রাজ্যের আইনজীবী আদালতে দাবি করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ বন্ধ করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের বাজেটের উপর চাপ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর আগে এই সংকটের জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানতে চাইছে না। এটি কর্মচারীদের প্রতি তাদের উদাসীনতার প্রমাণ। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, রাজ্য সরকার ডিএ পরিশোধের পরিবর্তে বিভিন্ন উৎসব ও অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় করছে। বিজেপি নেতা অমিত মালবিয়াও এক্স-এ পোস্ট করে এই রায়কে কর্মচারীদের জন্য ঐতিহাসিক জয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং রাজ্য সরকারের বিলম্বের জন্য সমালোচনা করেছেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'-এর নেতা ভাস্কর ঘোষ সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ''এটি আমাদের অধিকারের স্বীকৃতি। আমরা প্রায় ৯১৮ দিন ধরে এই দাবিতে আন্দোলন করে আসছি।'' তবে, তিনি রাজ্যের নতুন আবেদনের সমালোচনা করে বলেন, ''এটি সময় কেনার কৌশল। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী আইনি নির্দেশ মেনে দ্রুত বকেয়া পরিশোধ করুন। কর্মচারীদের একাংশ ঘোষণা করেছে, যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিএ পরিশোধ না হয়, তবে তারা নবান্নের দিকে মিছিল করবে।'' সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী, ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ পরিশোধ করতে রাজ্যের প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই অর্থ সংগ্রহ করা রাজ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, ''রাজ্যের যুক্তি যে ডিএ পরিশোধে আর্থিক সংকট হবে, তা আইনি ভিত্তিতে টেকে না। রাজ্যের কাছে অবৈধ কাজে অর্থ থাকলেও কর্মচারীদের জন্য নেই।'' তিনি আরও বলেন, ''আদালত প্রথমে ৫০ শতাংশ পরিশোধের কথা বলেছিল, কিন্তু রাজ্যের আবেদনের পর ২৫ শতাংশে নেমে আসে।'' এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেছেন, ''আমরা আদালতের নির্দেশ পালন করব, তবে বিরোধীরা এটিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।'' অন্যদিকে, বিজেপি ও সিপিআই(এম) দাবি করেছে যে, রাজ্য সরকার কর্মচারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ডিএ মামলায় রাজ্য সরকারের ছয় মাস সময় চাওয়ার আবেদন কর্মচারীদের মধ্যে নতুন করে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানি আগস্টে নির্ধারিত, যেখানে ডিএ-এর পূর্ণাঙ্গ সমতা এবং এটি মৌলিক অধিকার কিনা তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার কীভাবে এই আর্থিক ও আইনি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে, তা রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কমিশনের কঠোর সিদ্ধান্তে বাতিল ৩৪৫টি রাজনৈতিক দলের অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুনঃ নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে এক ধাক্কায় বাতিল করা হয়েছে ৩৪৫টি রাজনৈতিক দলের অনুমোদন। এই সিদ্ধান্তটি তোলপাড় ফেলেছে রাজনৈতিক মহলে এবং দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে আলোচনার ঝড় তুলেছে। দেশজুড়ে ভুয়ো ভোটার এবং তালিকায় নাম তোলার নতুন প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের আবহে নির্বাচন কমিশন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ৩৪৫টি দল প্রথম সারির বা প্রধান রাজনৈতিক দল নয়, বরং এসব সবই ছিল অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল, যারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারেনি। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে প্রায় ২৮০০টি অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল রয়েছে, যেগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৩৪৫টি দলের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে, যেগুলি গত ছয় বছরে, অর্থাৎ ২০১৯ সাল থেকে, কোনো নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এসব দলগুলি নির্বাচনী তালিকা, প্রার্থী মনোনয়ন, এবং অন্যান্য আইনগত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং তাদের দপ্তরও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে যে, এই ৩৪৫টি দল নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত শর্ত পূরণ না করায় তাদের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এই ৩৪৫টি দলের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে, তবে তারা কোনো প্রকার সাড়া পায়নি। দলগুলির দপ্তরও খুঁজে পাওয়া যায়নি, এবং তাদের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এই কারণে এই দলগুলির অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, যারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শর্তাবলী পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাদের জন্য আর কোনো ছাড় থাকবে না। এই সিদ্ধান্তের পরে, কমিশন জানিয়েছে যে, আগামীতে যারা নির্বাচনী শর্তাবলি পূরণ করতে পারেনি, তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ৩৪৫টি দলের অনুমোদন বাতিল করার পরেও বাকি অস্বীকৃত রাজনৈতিক

দলগুলির কাছেও কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হবে। কমিশন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে তারা দলগুলির বক্তব্য শোনেন এবং পরে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো দল যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই নির্বাচন কমিশন তাদের যথাযথ পদ্ধতিতে সব দলগুলির বক্তব্য শোনার পরই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করার দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। ৩৪৫টি রাজনৈতিক দলের অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভবিষ্যত নিয়ে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। একদিকে, কিছু দলের জন্য এটি একটি বড় ধাক্কা হতে পারে, তবে অন্যদিকে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিষ্কার এবং সঠিকভাবে চলতে পারে। এতে যেমন রাজনৈতিক দলগুলির ওপর একটি চাপ তৈরি হবে যে তারা তাদের শর্তাবলী পূরণ করবে, তেমনি জনগণের জন্যও এটি একটি ইতিবাচক বার্তা যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছ এবং অনিয়ম মুক্ত রাখা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরবর্তী পর্বে, নির্বাচন কমিশন অন্যান্য দলগুলির বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, তা দেখার বিষয় হবে। নির্বাচনী বিধি এবং শর্তাবলি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কেবল রাজনৈতিক দলগুলির অনুমোদন বাতিল হবে না, বরং তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এতে দেশজুড়ে আরও সুষ্ঠু এবং সমতার ভিত্তিতে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হবে, যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে। নির্বাচন কমিশনের এই কঠোর পদক্ষেপকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ এটি নির্বাচনী শৃঙ্খলাকে আরো শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও সুষ্ঠু হবে। তবে কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হতে পারে, যেহেতু তারা নিজেদের অবস্থান এবং ভাবনা তুলে ধরার সুযোগ হারাতে পারে। সব মিলিয়ে, নির্বাচন কমিশনের এই বড় সিদ্ধান্ত দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে এক নতুন দৃষ্টিতে স্থাপন করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর শর্তপূরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর চাপ সৃষ্টি করায় ভবিষ্যতে আরও সুনির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আদালত অবমাননার নোটিস দেওয়া হয়েছে, ডিএ দিতেই হবে শামিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ সংক্রান্ত রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিতে বলেছিল। আজ, শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হলেও রাজ্য সরকারি কর্মীদের ওই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হল না। তবে এই আবেদনের বিরোধিতা করতে তৈরি সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চ। এই মামলায় সরকারি কর্মীদের তরফে মামলায় সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। এদিন রাজ্যের পুনর্বিবেচনার আবেদনের পর শামিম বলেন, ''পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেই যে তা গৃহীত হবে এমন কোনও কথা নেই। যেহেতু সময়কাল পেরিয়ে গিয়েছে, তাই আদালত অবমাননার মামলার নোটিস পাঠিয়েছি অর্থসচিব ও মুখ্যসচিবকে। ডিএ দিতেই হবে।'' আইনজীবী এদিন স্পষ্ট বলেন, ''ডিএ হল বেতনের অংশ। বাজেট করার সময় সেই হিসেব করতে হয়।'' তাঁর দাবি, ''রাজ্য সবদিকে খরচ করছে, আর সরকারি কর্মীদের ডিএ-র কথা বলা হলেই বলছে, কোমর ভেঙে যাচ্ছে।''

রথযাত্রায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ শুক্রবার রথযাত্রা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সকলের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।তিনি জানান, ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রার পবিত্র উৎসব উপলক্ষে সকল দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা। আমি কামনা করি বিশ্বাস ও ভক্তির এই পবিত্র উৎসব সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য এবং সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক। জয় জগন্নাথ!

ভোপালে বন্যাত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের মহড়া

ভোপাল, ২৭ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে শুক্রবার বন্যা ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান সম্পর্কিত একটি মহড়ার আয়োজন করা হয়। ভোপালের খানগাঁওয়ে এলাকায় অবস্থিত তিনটি প্রশিক্ষণ হয়েছে।জনসংযোগ আধিকারিক আশীষ শর্মা জানান, এই মহড়ায় জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফ মধ্যপ্রদেশের রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী বা এসডিআরএফ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে একসঙ্গে এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত ও সমন্বিতভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় মজবুত করা হয় বলেন।

বাড়ছে যমুনার জলস্তর, সতর্কতা জারি প্রশাসনের

জালৌন, ২৭ জুন ঃ রাজস্থানে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার জেরে যমুনা নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর প্রদেশের জালৌন জেলার কালপি অঞ্চলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে শুক্রবার সকালে ৯৯.৩০ মিটার ছুঁয়েছে।কেন্দ্রীয় জল কমিশনের কালপি কেন্দ্রের প্রধান রূপেশ কুমার জানান, ২৫ জুন থেকে যমুনার জলস্তর বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে প্রতি ঘণ্টায় ১২-১৫ সেমি হারে জল বাড়ছে। কালপিতে বিপদসীমা নির্ধারিত রয়েছে ১০৮ মিটার।বৃহস্পতিবার থেকেই স্থানীয় ও জেলা প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

কোকেনসহ চেন্নাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক নাইজেরিয়ান মহিলা

চেন্নাই ,২৭ জুন ঃ চেন্নাই সিটি পুলিশের নার্কোটিক্স বিভাগের অভিযানে শুক্রবার ৯৮০ গ্রাম কোকেন সহ গ্রেফতার হয় বছর ২৮ এর এক নাইজেরিয়ান মহিলা , বাজারমূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ,অভিযুক্ত ব্যক্তি কিছুদিন ধরে কোকেন ব্যবসায় জড়িত ছিল এবং অবৈধ মাদক ব্যবসায় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সনাক্ত এবং গ্রেফতারের জন্য অনুসন্ধান চলছে। পুলিশ কোকেনের উৎস এবং কীভাবে এটি দেশে পাচার করা হয়েছিল তা খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। পুলিশ সক্রিয়. মাদক পাচারকারীদের নেটওয়ার্কগুলিকে সনাক্ত করার উপর জোর দিচ্ছে।

একটি পরিবারকে দেশের উর্ধ্বে রাখলেই জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয় - নাম না করে কংগ্রেসকে আক্রমণ জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুনঃজরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে নাম না করে কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবারকে সরাসরি নিশানা করলেন। শুক্রবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাসে যেসব অন্ধকার অধ্যায় রয়েছে, তার অন্যতম হল ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা, যা একটি পরিবারের ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল গোটা দেশের উপর। জয়শঙ্করের বক্তব্য অনুযায়ী, যখন কোনও একটি পরিবারকে দেশের থেকে বড় ভাবা হয়, তখনই গণতন্ত্র হুমকির মুখে পা।ে এবং এমন অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতির জন্ম হয়।এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি স্পষ্টতই ইঃদিরা গান্ধী এবং তাঁর সরকারের সেই সময়কার সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও তিনি

কোনও দলের নাম বা কোনও নেত্রীর নাম মুখে আনেননি, তাঁর বক্তব্যের ধারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর নিশানায় রয়েছে কংগ্রেস এবং বিশেষ করে গান্ধী পরিবার।জয়শঙ্কর বলেন, এমন কিছু ঘটেছিল যা একটি পরিবারের কারণে হয়েছিল। দেশের স্বার্থ নয়, বরং পরিবারের স্বার্থকেই তখন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। একটি পরিবারকে দেশের থেকে বড় ভাবা হয়েছিল। আর সেই কারণেই জরুরি অবস্থার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এটা ইতিহাস, এটা বাস্তবতা। আমাদের সেটা স্বীকার করতেই হবে।বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর উল্লেখ করেন ১৯৭৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিতর্কিত হিন্দি চলচ্চিত্র ‘ কুর্সি কা’-এর, যেটি জরুরি অবস্থার সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং পরে এর প্রিন্ট পর্যন্ত নষ্ট করে দেওয়া হয়। সেই ছবির নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই তিনটি শব্দ, কিসা কুর্সি কা, জরুরি অবস্থার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করে দেয়। যখন ক্ষমতার লোভ এক পরিবারকে দেশের উপরে স্থান দেয়, তখনই এমন ঘটনা ঘটে। এটি ছিল দেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত।তিনি আরও বলেন, জরুরি অবস্থার সময় গণমাধ্যম স্তব্ধ ছিল, নাগরিক অধিকার খর্ব হয়েছিল, বিরোধী নেতাদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে সংকুচিত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ভবিষ্যতেও তেমন পরিস্থিতি ফের আসতে পারে।এদিন জয়শঙ্করের বক্তব্যে সংবিধানের প্রতি নিষ্ঠা ও তার সঠিক ব্যাখ্যার দিকেও বিশেষ জোর ছিল। তিনি বলেন, শুধু সংবিধান হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করলেই হবে না। সংবিধান হৃদয়ে থাকতে হবে, মস্তিষ্কে থাকতে হবে। সংবিধানকে সম্মান করতে হবে আচরণে, নীতিতে এবং সিদ্ধান্তে।এই মন্তব্য যে আবারও কংগ্রেসের প্রতি একটি কটাক্ষ তা স্পষ্ট, কারণ বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস নেতারা প্রায়শই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান-বিরোধী নীতির অভিযোগ তুলে সংবিধান হাতে মিছিল করতে দেখা যায়।বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে নানা

সাংহাই সহযোগিতা সম্মেলনে চিনকে কড়া বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করল না ভারত

নয়াদিল্লি,২৭জুনঃআন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে ফের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ভারত। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO)-র সাম্প্রতিক সম্মেলনে নজরকাড়া ভূমিকা নিল নয়া দিল্লি। একদিকে যেমন চিনের আঞ্চলিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করল ভারত, অন্যদিকে, সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌথ নথিতে সই না করে একরকম কড়া বার্তাই দিল বেজিংকে।এই ঘটনা ঘিরে উত্তাল আন্তর্জাতিক মহল। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের এই সিদ্ধান্ত নিছক কাগজে সই না করার প্রশ্ন নয়-এটি আসলে ভূরাজনৈতিক বার্তা, যা একদিকে চিনকে সতর্ক করছে, অন্যদিকে ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির দৃঢ় অবস্থানকে তুলে ধরছে।সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মঞ্চ, যার সদস্যপদে রয়েছে চিন, ভারত, রাশিয়া, পাকিস্তান-সহ একাধিক মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ। এই মঞ্চে সাধারণত যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়। তবে এবারের সম্মেলনে স্পষ্ট ভাবে ভারত তার অবস্থান থেকে সরেনি-বিশেষত যেখানে চিনের ভূরাজনৈতিক আগ্রাসন এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে একাধিক সদস্য দেশের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।যে নথিটিতে ভারত সই করেনি, সেটি মূলত আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সংক্রান্ত একটি দিক নির্দেশমূলক দলিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই নথির ভাষা এবং কাঠামো এমন ভাবে রচিত ছিল, যা পরোক্ষভাবে চিনের অবস্থানকে সুবিধাজনক করে তুলতে পারত। ফলে ভারত সেখানে সই করলে নিজেদের কৌশলগত স্বার্থে আপস করতে হতো। তাই স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার জন্যই দিল্লির এই অবস্থান।ভারতীয় প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, আঞ্চলিক সংহতির নামে কোনও একটি দেশের আগ্রাসী নীতি বা একতরফা প্রভাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ভারতের বক্তব্য, সমস্ত সদস্য দেশের সার্বভৌমতা, অখণ্ডতা এবং সমতা রক্ষা করতে হবে। তাতে কোনওরকম পক্ষপাত বা গোপন এজেন্ডা থাকতে পারে না।এই প্রসঙ্গে ভারতের এক ঊর্ধ্বতন কূটনীতিক বলেন, SCO একটি সমবায়মূলক মঞ্চ, কোনও একক দেশের আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। আমরা সেই সমস্ত সিদ্ধান্তে অংশ নিই যেগুলি সদস্য দেশগুলির স্বার্থ রক্ষা করে, কিন্তু যদি কোনও নথি একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, তাহলে ভারত তার সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে বাধ্য নয়।চিনের তরফে এখনও পর্যন্ত সরাসরি প্রতিক্রিয়া না এলেও, আন্তর্জাতিক কূটনীতিক মহল মনে করছে, ভারতের এমন অবস্থান চিনের জন্য অস্বস্তিকর। বিশেষ করে যখন চিন দক্ষিণ এশিয়ার ও মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে।

এসএসসি নিয়োগে ওবিসি শ্রেণি বাদ যাওয়া নিয়ে বিতর্ক, প্রশ্নের মুখে নিয়োগের স্বচ্ছতা

নয়াদিল্লিঃসম্প্রতি কেন্দ্রীয় কর্মচারি বাছাই কমিশনের এক নিযোগে প্রক্রিয়া ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ায়.ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগ হঠাৎ করেই বাদ পড়েছে বা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, যার ফলে বহু আবেদনকারী বিপাকে পড়েছেন। সামাজিক ন্যায় এবং সংরক্ষণের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই ঘটনা।ঘটনাটি সামনে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য চাকরি প্রার্থী দাবি করেছেন, এসএসসি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনলাইনে ফর্ম পূরণের সময় ‘ অপশনে ওবিসি বিভাগটি দেখা যায়নি বা নির্বাচন করা যায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই জেনারেল ক্যাটেগরিতে আবেদন করতে বাধ্য হন। এর ফলে একদিকে যেমন সংরক্ষণের সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হলেন, অন্যদিকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, একদিকে সরকার ওবিসি শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের নীতি নিয়ে গর্ব করে, অন্যদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরীক্ষায় প্রযুক্তিগত অজুহাতে বা অসতর্কতায় এই শ্রেণির প্রার্থীদের বাইরে রাখা হল। এটি কেবল অবহেলার প্রশ্ন নয়, বরং একে সংবিধানস্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘন বলেই মনে করছেন অনেকে।এসএসসি-র তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে কমিশনের কিছু অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এটি হযতো প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল, যেটি সংশোধনের জন্য কাজ চলছে। যদিও এই যুক্তি প্রার্থীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে পারেনি। তাঁদের বক্তব্য, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিযোগে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এমন টেকনিক্যাল গ্লিচ অগ্রহণযোগ্য। বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ বলছেন, এটি নিছক কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি না-ও হতে পারে। কারণ গত কযেক বছরে একাধিক সরকারি নিযোগে ওবিসি প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ও বঞ্চনার অভিযোগ সামনে এসেছে। কখনও নিযোগের বিজ্ঞপ্তিতে ওবিসি কোটা ঘোষণা না করে, কখনও বা ডকুমেন্ট যাচাইয়ের সময় নানান অজুহাতে ওবিসি প্রার্থীদের বাতিল করা হয়েছে। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তবে তা দেশের সংবিধান ও সামাজিক ন্যায়বোধের পরিপন্থী। বিশেষত গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের বহু ওবিসি প্রার্থী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে থাকেন। তাঁদের অনেকেই আর্থিক ভাবে দুর্বল, এবং সরকারি চাকরি তাঁদের জীবনে স্থিতিশীলতার একমাত্র আশ্রয়। সেই প্রার্থীদের সংরক্ষণের আওতা থেকে বাইরে রাখা মানে, তাঁদের বিরুদ্ধে এক প্রকার কাঠামোগত বৈষম্য চাপিয়ে দেওয়া।এদিকে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। দিল্লি, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, ভোপাল ও কলকাতার বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও ছাত্র সংগঠনের তরফে এসএসসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হযেছে। অনেকে সরাসরি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সামাজিক মাধ্যমেও নামে ট্রেন্ড শুরু হযেছে।বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংরক্ষণ নীতির সমর্থকরা বলছেন, এই ঘটনা শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত একটি ত্রুটি নয়, বরং এর পেছনে রাজনৈতিক উদাসীনতাও কাজ করছে। যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে তার দ্রুত সংশোধন ও ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া জরুরি। না হলে এটি ভবিষ্যতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।তথ্য জানাচ্ছে, বর্তমানে কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় ওবিসি শ্রেণির জন্য ২৭ সংরক্ষণ প্রযোজ্য। এই প্রেক্ষিতে, এসএসসি-র মতো বৃহ নিয়োগকারী সংস্থার ওয়েবসাইটে ওবিসি বিভাগ বাদ পড়ে যাওয়া নিছক অসতর্কতা হিসাবে দেখলে তা সমস্যার গভীরতাকে অস্বীকার করা হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় সংবিধানের ১৫(৪) ও ১৬(৪) অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে, সামাজিক ও শিক্ষাগত ভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য রাষ্ট্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। সেই আইনি অধিকারের ভিত্তিতেই ওবিসি শ্রেণির মানুষ সরকারি চাকরি, শিক্ষা এবং সুযোগ-সুবিধায় একটি সুনির্দিষ্ট স্থান পেয়ে থাকেন। এই অধিকারকে প্রযুক্তিগত ত্রুটির নামে ক্ষুণ্ণ করা হলে তা আদালতের চোখে ‘ ও সংবেদনশীল শ্রেণির প্রতি অবিচার’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।এই প্রেক্ষিতে বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ত্রুটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়ে চুপ করে থাকলে চলবে না। এসএসসি-র উচিত অবিলম্বে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে সমস্ত আবেদনকারীদের উদ্দেশে জানানো যে, ওবিসি শ্রেণির প্রতি কোনো অবিচার হবে না এবং যাঁরা ইতিমধ্যেই ভুল ক্যাটেগরিতে আবেদন করেছেন তাঁদের জন্য সংশোধনের সুযোগ রাখা হবে।এছাড়াও এই ধরনের ভুল ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে, তার জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং আবেদন পদ্ধতির উপর বিশেষ পর্যালোচনা জরুরি। সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সমান সুযোগ নিশ্চিত করাই যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য।এই ঘটনার ফলে প্রশাসনকে বুঝতে হবে-সংরক্ষণ কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি বহু মানুষের ন্যায্য অধিকার। এবং সেই অধিকারের প্রতি সামান্য অবহেলা গণরোষ ও সাংবিধানিক জবাবদিহির মুখে পড়তে পারে।পরিস্থিতি এখনো নিযন্ত্রণে আনা সম্ভব, যদি দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ওবিসি প্রার্থীদের সঙ্গে বিচার না হলে শুধু সরকার নয়, গোটা নিয়োগ ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা তলানিতে এসে ঠেকবে। সংরক্ষণ শুধু সামাজিক পুনর্বাসনের নীতি নয়, এটি ভারতের ঐতিহাসিক সামাজিক বৈষম্যের প্রতিকার। এবং সেই নীতিকে অবজ্ঞা করে কোনো নিয়োগই গণতান্ত্রিক আদর্শের অংশ হতে পারে না।

২০২৯ সালে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে আর কোনও বড় দাযিত্ব না আসে তাহলে তিনি আজীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। মন্তব্য ব্রাত্যের

নিজস্বপ্রতিদেন,২৭জুনঃ২০২৯ সালে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে আর কোনও বড় দাযিত্ব না আসে তাহলে তিনি আজীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। মন্তব্য ব্রাত্যের।স্থগিতাদেশের ফলে ভর্তির পোর্টাল চালু আছে, স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে।’ মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর। সংরক্ষণ নিয়ে ওবিসি মামলায় কোর্টে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে তা বিচারাধীন রয়েছে। স্থগিতাদেশের ফলে ভর্তির পোর্টাল চালু আছে। স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। মন্তব্য রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু’র। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য বসু আরও বলেন, মামলা মামলার জায়গায় আছে। স্থগিতাদেশের ফলে ভর্তির পোর্টাল চালু আছে। স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াও চলছে। মামলার শুনানিতে যা হবে তা সরকার দেখবে। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কলকাতায় রথের দড়িতে টান প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে রথযাত্রা উৎসবে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সামিল হয়েছেন। অন্যরা কে কি করল তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের কোনও গ্রহণযোগ্যতাই নেই। ২০২৬ এর নির্বাচন মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ই জিতবেন। উনি শুধুমাত্র বাংলার মুখ নন, উনি ভারতেরও মুখ। প্রতিটি রাজ্য বাংলাকে অনুসরণ করে একটাই কারণে তা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা কেউই কিছু নই। রাজ্যের উন্নয়ন এবং ভোট সবই নির্ভর করছে মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের উপর। ২০২৬এর নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চান, কি চান না তাই নিয়েই ভোট হবে। বামফ্রন্টের রেকর্ড অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেঙে দেবেন। তিনি এখনও ফিট। ২০২৯ সালে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে আর কোনও বড় দাযিত্ব না আসে তাহলে তিনি আজীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। ৩২ হাজার প্রাইমারি শিক্ষকের ব্যাপারে ব্রাত্য বসু জানান, আমি আশাব্যঞ্জক। সরকার, বোর্ড সর্বতোভাবে সঙ্গে আছে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের পোর্টাল চালু আছে। আশা করা যায় এর মধ্যে মামলা সম্পর্কিত একটা সুষ্ঠ নির্দেশ বা বার্তা আদালত থেকে পেয়ে যাব। ব্রাত্য বসু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল ধর্মকে সম্মান করেন। আমার বিশ্বাস এই রাজ্যে এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধর্মের মানুষকে, মহিলা, শিশুদের সম্মান করেন। তামান্নার পরিবার সিবিআই চাওয়া প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু বলেন, ওরা চাইতেই পারেন। পরিবারে এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। এই ঘটনার ধিক্কার এবং নিন্দা জানানো ছাড়া আর কিছু বলার নেই। এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর রাজীব ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এদিন হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নিজস্ব প্রতীক-এর প্রকাশনা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

দিঘার সৈকতে অন্য মেজাজে মুখ্যমন্ত্রীঃবাঁদরদের হাতে নিজে বিস্কুট খাইয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দিঘাঃরাজনীতির কড়া ব্যস্ততা, প্রশাসনিক বৈঠকের চাপে প্রতিদিনের রুটিনে বাঁধা একজন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই পরিচিত গাম্ভীর্যের বাইরে মাঝে মাঝে দেখা যায় একেবারে ভিন্ন রূপ। সাধারণ মানুষের মতোই প্রাণ খুলে হাসেন, কথা বলেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে আত্মভোলা হয়ে যান। ঠিক তেমন এক দৃশ্য দেখা গেল পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্রতট দিঘায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মুহূর্তেই ধরা পড়ল এক অন্যরকম দৃশ্য-বাঁদরদের হাতে নিজে বিস্কুট খাইয়ে দিচ্ছেন তিনি।দিঘায় প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বৈঠকের বাইরে সামান্য অবসরে তিনি হাঁটতে বেরোন সৈকতের ধারে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ছন্দ আর লবণাক্ত বাতাসে হারিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের শীর্ষ নেত্রী। হঠাই তাঁর নজরে পড়ে যায় সৈকতের ধারে গাছপালার আড়ালে থাকা কিছু বাঁদরের দল। অনেকে বিস্কুটের জন্য এগিয়ে আসে। সেই দেখে চটজলদি নিজের সঙ্গীদের থেকে বিস্কুট নিয়ে নিজেই হাতে করে খাওয়াতে শুরু করেন তিনি।কোনও রকম ভয় বা সংকোচ না রেখে মুখ্যমন্ত্রী একে একে এগিয়ে যান বাঁদরদের দিকে। বিস্কুট হাতে নিয়ে দাঁড়ান। অবাক করার মতো বিষয়, ওই প্রাণীরাও যেন চিনে ফেলেছিল সেই মমতাময়ী মুখটিকে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই তারা এগিয়ে এসে মমতার হাত থেকে খাবার গ্রহণ করে। কোনও কোনও বাঁদর বিস্কুট নিয়ে চুপচাপ একপাশে গিয়ে বসে পড়ে খেতে, আবার কেউ কেউ হাত জোড় করে যেন ধন্যবাদ জানাচ্ছিল।এই দৃশ্য দেখে আশপাশে উপস্থিত পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথমে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের শান্ত করেন এবং বলেন, ‘ আমার সন্তানদের মতো। ভয় পেও না, ওরা কিছু করবে না।'' এরপর তিনি আরও কয়েকটি বিস্কুট বের করে একে একে খাওয়ান বাঁদরদের।এই মনোরম ও মানবিক মুহূর্ত ধরা পড়ে সাংবাদিকদের ক্যামেরাতেও। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। নেটিজেনদের মধ্যে অনেকেই বলেন, ‘ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি একজন মানুষের মানুষ।'' আবার কেউ লেখেন, ‘ যখন একজন শাসকের সহজাত গুণ হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক তৈরি হয়।''প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রেম ও পশুপাখির প্রতি স্নেহ আগে থেকেই পরিচিত। নিজের বাড়িতে তিনি পাখিদের জন্য জল ও খাদ্যের ব্যবস্থা রাখেন, কুকুরদের খাওয়ান, অসুস্থ কুকুর বা বেড়াল দেখে নিজের হাতে ওষুধ দেন। এমনকী একাধিকবার তাঁর সরকারি বাসভবনে গৃহপালিত প্রাণীদের রাখার ঘটনাও সংবাদ শিরোনামে এসেছে।দিঘায় এই ঘটনাও যেন সেই ধারাবাহিকতার এক স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে বাঁদরদের সঙ্গে এমন নির্ভেজাল মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুধু নিজেকে আরও মানবিক করে তুললেন না, বরং এক শাসকের রূঢ়তাকে ছাপিয়ে যেন জননেত্রীর মমতা আরও একবার স্পষ্ট করে তুললেন।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দিঘা ও সংলগ্ন এলাকায় বহু বছর ধরেই বাঁদরের বসবাস। বিভিন্ন সময়ে তারা জঙ্গলে কিংবা লোকালয়ে চলে আসে খাবারের খোঁজে। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক সময় তাদের নিয়ে ভয় ও আতঙ্ক কাজ করে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের ব্যবহার তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আনবে বলে মনে করছেন তাঁরা।জেলার এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানান, ‘ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দাযিত্বের প্রতি যেমন কঠোর, তেমনই তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। তাঁর এই মানবিক মুহূর্ত আমাদের অনেক কিছু শেখায়-প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান এবং প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতির গুরুত্ব।''দিঘার এই সফর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, হয়ে উঠল প্রকৃতির সঙ্গে এক আবেগঘন সংযোগের গল্প। একদিকে সৈকতের হাওয়া, ঢেউয়ের ছন্দ অন্যদিকে বাঁদরের দলের মুখে বিস্কুট তুলে দেওয়ার মতো নিখাদ মানবিক অভিব্যক্তি-এই দুইয়ের সমন্বয়েই রচিত হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিঘা সফরের এক অনন্য অধ্যায়।এই ধরনের ঘটনাগুলিই রাজনীতির কোলাহলের বাইরে গিয়ে জনতার মনের গভীরে জায়গা করে নেয়। হয়তো এক মুহূর্তের দৃশ্য, কিন্তু তা থেকে তৈরি হয় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি, আর রাজনীতির কাঠিন্যের মধ্যে ফুটে ওঠে এক অনুভবী নেত্রীর মমতা।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের স্বাভাবিক যান চলাচল, মুঘল রোডও খুলে দেওয়া হল

জম্মু, ২৭ জুনঃজম্মু-শ্রীনগর জাতীয়.সড়কে সাময়িক বাধার পর ফের স্বাভাবিক হয়েছে যান চলাচল। শুক্রবার সকাল থেকে ওই রাস্তায় ছোট থেকে বড় সমস্ত যানবাহনের চলাচল নিয়মমাফিক শুরু হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইওয়ে কেবল উপত্যকার মানুষের জীবনযাপনেই নয়, দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের এই পথে যান চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পণ্যবাহী গাড়ির চালকরা।ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, বর্তমানে ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া. হয়েছে। অর্থা জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু- দুই দিকেই ছোট যানবাহন চলতে পারবে। তবে বড় ও ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন এখনও বহাল রয়েছে। আপাতত বড় গাড়িগুলিকে কেবলমাত্র শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ মূলত যানজট এবং দুর্ঘটনা রোধ করতেই নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।তিনি আরও বলেন, জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক চলছে। ছোট গাড়িগুলিকে নির্দিষ্ট লেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি গাড়ির গতি সীমিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ওভারটেক না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে রাস্তার উপর কোনও জটের সৃষ্টি না হয় এবং গাড়িগুলি নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে।এই নির্দেশিকাগুলি বিশেষ করে বাণিজ্যিক গাড়ির চালকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পাহাড়ি পথে গতি নিয়ন্ত্রণ এবং লেন ডিসিপ্লিন বজায় রাখা না হলে গুরুতর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। চলতি বর্ষা মরশুমে অতিবৃষ্টির কারণে একাধিকবার এই জাতীয় সড়কে ধস নেমেছিল, যার ফলে দিনের পর দিন যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় পণ্য পৌঁছাতে দেরি হচ্ছিল, সাধারণ মানুষ পড়ছিলেন দুর্ভোগে।ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকদের মতে, আবহাওয়া বর্তমানে অনুকূলে থাকায় এবং রাস্তায় কোনও বড় ধসের ঘটনা না থাকায় আবারও ধীরে ধীরে পুরোপুরি সচল করে তোলা হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি। তবে, পরিস্থিতি যাতে আবার হাতের বাইরে না যায়, সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছে মোবাইল প্যাট্রোলিং ইউনিট।অন্যদিকে, আজ রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সঙ্গে সংযুক্ত করা মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তাটি শ্রীনগর ও জম্মুর বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য অনেক। এই পথ বন্ধ থাকলে রাজৌরি, পুঞ্চ ও শোপিয়ানের মধ্যে যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। ফলে এই রাস্তায় পুনরায় যান চলাচল শুরু হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দারা অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছেন।পর্যটকদের জন্যও এই খবর স্বস্তির, কারণ বর্তমানে কাশ্মীরে গ্রীষ্মকালীন পর্যটনের মরসুম চলছে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এবং মুঘল রোড- দুই পথই উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের রুট। রাস্তা খুলে যাওয়ায়. তাদের যাত্রাও এবার সহজতর হবে।সড়ক পরিবহন দপ্তরের এক সূত্র জানায়, সরকার সড়ক মেরামতির কাজে জোর দিয়েছে। বর্ষার আগে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যাতে ধসের পরিমাণ কমে এবং রাস্তাগুলি অধিক সুরক্ষিত থাকে। বর্তমানে ডাম্পিং জোন তৈরি, রাস্তার পাশে ঢালু বাঁধ নির্মাণ এবং প্রবল বৃষ্টির সময় জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে।সবমিলিয়ে, জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে এবং মুঘল রোড আবারও

রাশিফল

মেষঃ অসীম শক্তি এবং উসাহ আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং আপনি যে কোনও সুযোগকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করবেন। আপনার হাত থেকে সহজেই অর্থ বেরিয়ে যাবে। তবে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। পরিবারে অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বন্ধুত্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকায় সতর্ক থাকুন।।

বৃষঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখুন। যাঁরা বিভিন্ন সুবিধা নিতে আপনার কাছে আসে, আজ তাঁদের উপেক্ষা করুন। অবসর সময়. শিশুদের সঙ্গে উপভোগ করুন। আজ, আপনি বাড়িতে কোনও পুরোনো জিনিস খুঁজে পেয়ে আনন্দ অনুভব করতে পারেন।।

মিথুনঃআধ্যাত্মিক ও শারীরিক লাভের জন্য ধ্যান এবং যোগব্যায়াম করা উচিত। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক বিষয়. এবং মুলতুবি থাকা গৃহস্থালির কাজ শেষ করতে পারেন।

কর্কটঃ আজ আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সন্তানদের থেকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের খবর পাবেন। রোমান্টিক স্মৃতি আপনার দিনজুড়ে থাকবে। আজ মদ বা সিগারেট না খাওয়াই ভালো। কারণ, তাতে মাত্রাটা বেড়ে যেতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাবে।

সিংহঃআপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন।

কন্যাঃ আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত হবে। আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে।

তুলাঃআপনার ও আপনার প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।।

বৃশ্চিকঃ সমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চি। ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বেন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান।

ধনুঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।

মকরঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় আপনি মগ্ন থাকবেন। যাই হোক, বেশি চিন্তা করে আজকে কোনওই সাহায্য হবে না। পেশার দিক থেকে এটি মুনাফা অর্জনের দিন।

মীনঃআপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে।

আবহাওয়া

বৃষ্টির দাপট কিছুটা বাড়তে পারে। এদিন হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমেও। বৃহস্পতিবার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই দু'দিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সে সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও বৃষ্টি সেভাবে ঝোড়ো ব্যাটিং করেনি এখনও। জেলায় জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে গত কয়েকদিনে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১১টা ৫৪মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হবেই।

ঐতিহ্যশালী চন্দননগরের প্রাচীন রথের ওজন ৬০ টন ও ৪০ ফুট উচ্চতা

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ২৭ জুন ঃ চন্দননগরের রথ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যথেষ্ট মনোগ্রাহী ও উৎসাহ ব্যঞ্জক। আনুমানিক ১৭৭৬ খ্রীঃ চন্দননগরের সুপ্রাচীন রথ প্রতিষ্ঠা করেন মহাত্মা যাদবেন্দু ঘোষ মহাশয়। আনুমানিক ইং ১৭৭৬ খ্রীঃ (বাং ১৭৮৩ সাল) মহাত্মা যাদবেন্দু ঘোষ মহাশয় নিজের বাড়ি সংলগ্ন বাগানের সুপ্রাচীন নিম গাছের কাঠ দিয়ে একটি অতি মনোরম কারুকার্যমন্ডিত রথ নির্মাণ করেন। প্রাচীনত্তের দিক দিয়ে শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ ও গুপ্তিপাড়ার রথ এগিয়ে থাকলেও চন্দননগরের রথের নির্মাণ শৈলীতে এমন অভিনবত্ব আছে যাহা হুগলী জেলা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার রথ থেকে চন্দননগরের রথকে পৃথক করেছে কারণ এই রথটি সম্পূর্ণ লৌহ দ্বারা নির্মিত। পূর্বের কাঠের রত্তি জীর্ণ হ পড়লে ইং ১৯৬২ সালে (বাং ১৩৬৯) চন্দননগর লক্ষীগঞ্জ রথ পরিচালন সমিতি ও গোন্দলপাড়া জুট মিলের প্রচেষ্টা .এবং আপামর জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে এবং মেসার্স ব্রেথওয়েট এন্ড কোং লিমিটেডের আন্তরিক সহযোগিতায় পূর্বের কাঠ দ্বারা নির্মিত রথের অনুরূপ এই লৌহ রথ নির্মিত হ যার ওজন আনুমানিক ৬০ টন। নটি পিতলের চুরা বিশিষ্ট এই রথের উচ্চতা ৪০ ফুট। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২২ ফুট। চতুর্থ তল বিশিষ্ট রতের মোট ১৪ টি চাকা আছে, প্রত্যেকটির ওজন এক টন করে। রথের একতলায় .চারটি গুনে চারটি নারী মূর্তি আছে। রথের দ্বিতীয় তলায় দুটি তেজী সাদা ঘোড়া, প্রভুর রথ টানছে সঙ্গে সারতি অক্রূর । রথের তৃতীয় .তলায় দারপাল রয়েছেন চারজন। পূর্বে ইন্দ্র, পশ্চিমে বরুণ, তোরে কুবের, দক্ষিণে যমরাজ। রথের শেষ অর্থাৎ চার তলায় .মধ্যস্থলে থাকেন মহাপ্রভু শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব, দক্ষিণে ভগিনী সুভদ্রা, বামে বলরাম। চন্দননগরের রথের ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের উদ্দীপনায় ও অংশগ্রহণে আজও অমলিন হয়ে আছে।

৬২৯ বছরের রীতি মেনে, মাহেশের নবযৌবন উৎসব পালন হল

দুরন্ত বার্তা, মাহেশ হুগলি, ২৭ জন ঃ ৬২৯ বছরের রীতি মেনে, মাহেশের নবযৌবন উসবের তোড়জোড় শুরু হয়ে. গিয়েছিল একদম সকাল থেকেই। ঘড়ির কাঁটা সাতটা বাজতে না বাজতেই মন্দিরের মূল ফটক-সহ গর্ভগৃহের দরজা খুলে দেওয়া হয় ভক্তদের জন্য। বছরে মাত্র একদিন। এ দিনই ভক্তরা দেখতে পান জগন্নাথ দেবের হাত। মাহেশের মন্দিরে নবযৌবন উসবের জন্য বিখ্যাত। রথযাত্রা উৎসব, তার আগে মাহেশে পালিত হলো নবযৌবন উৎসব। একমাত্র এই দিনেই মাহেশের জগন্নাথদেবকে পড়ানো হয় রুপোর হাত। কথিত রয়েছে, স্নানযাত্রা উৎসবের পরে জগন্নাথদেবের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। তাই তাঁকে মন্দিরের গর্ভগৃহে ১৫ দিনের জন্য নিভৃত বাসে রাখা হয়। এই ১৫ দিন মন্দিরের সব দরজা বন্ধ থাকে, বন্ধ থাকে ভক্তদের নামকীর্তনও। ১৫ দিন পরে মহাপ্রভু সুস্থ হয়ে উঠলে সেই দিনটিকে পালন করা হয় নবযৌবন উৎসব রূপে। এ দিন জগন্নাথদেবের জন্য ৫৬ রকম ভোগ নিবেদন করা হয়। নতুন বেশে সাজিয়ে তোলা হয় জগন্নাথদেবকে। পরানো হয় রুপোর হাত। তাঁর সঙ্গেই বলরাম এবং সুভদ্রাকেও রাজবেশে সাজানো হয়। নবযৌবন উৎসবের দিনই প্রথম মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হয়। এই উৎসবের দিন জগন্নাথ দেবের বিগ্রহে হাত লাগানো হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দিনটি জগন্নাথদেব সব ভক্তদের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেন। মাহেশের জগন্নাথ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, ' মহাপ্রভুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান হয়, অভিষেক হয় হোম যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে। আমাদের প্রতিবছর নবযৌবন উৎসব হয়।' ৬২৯ বছরের ঐতিহ্য মেনে সব রীতি-নীতি পালন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শতাব্দী প্রাচীন রোলস-রয়েসে চেপে বাঙুরে মাসির বাড়ি গেলেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ রথের পাশাপাশি শতাব্দী প্রাচীন রোলস-রয়েসে চেপে বাঙুরের মাসির বাড়ি গেলেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা।হিংদু ধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল রথযাত্রা। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে মূলত এই উৎসব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। মহা ধুমধাম করে রথযাত্রার উৎসব পালিত হয় ওড়িশার পুরী, শ্রীরামপুরের মাহেশ, কলকাতা ও মায়াপুরের ইস্কন মন্দির-সহ নানা জায়গায়। কলকাতার কিছু বনেদি বাড়িতেও জগন্নাথদেবের এই উসব পালন করা হয়। তেমনি রজত কুমার সারাফ্ ও মহুয়া সারাফ্রে উদ্যোগে ৭বছর ধরে মহাধুমধামে পালিত হয়ে আসছে রথের উৎসব। বাগুইআটি থেকে শুরু করে লেকটাউন বাঙুর পর্যন্ত রথেচেপে আসেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। বাঙুরের মাসির বাড়িতে ৯দিন ধরে চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভোজন সঙ্গীত।রথের পাশাপাশি এবারের বিশেষ আকর্ষণ শতাব্দী প্রাচীন রোলস-রয়েস ভিনটেজ গাড়িতে চেপে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রারা যান মাসির বাড়ি। এছাডাও, ছৌঁনাচ, মতুয়া সংঘ থেকে শুরু করে আদিবাসী নৃত্যের মধ্যে দিয়ে হয় এক সুন্দর শোভাযাত্রা।

প্রাচীন রীতি মেনে হাসনাবাদের জমিদার বাড়িতে কাঠাম পুজো

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ২৭ জন ঃ হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরের ঘোষ জমিদার বা।রি ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো এবছর তিনশত দুই বছরে পদার্পণ করল । জমিদার আমলের যৌলুস না থাকলেও প্রাচীন রীতি মেনেই দুর্গা পুজো হয় এই জমিদার বাড়িতে। প্রথা মেনে রথের দিন সকালে এক মায়ের হাতে কাটা কাঠামে পুজোর মধ্যদিয়ে দেবীপ্রতিমা তৈরির কাজের সূচনা হলো ঘোষ জমিদার বাড়িতে। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরের জমিদার বাড়ি,এক সময় প্রভাব প্রতিপত্তি তে যার জুড়ি ছিলোনা বললেই চলে।সেই জমিদার বাড়ি আজ ভগ্ন চিহ্নাবশেষ নিয়েই ঐতিহ্যের বাহক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টাকী থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিনে হাসনাবাদ রামেশ্বরপুরে ঘোষেদের এই জমিদার বাড়ির ছাদে উঠলেই চোখে পরে বাংলাদেশের অপরুপ সৌন্দর্য।প্রাচীন কারুকার্যে ভরা জমিদার বাড়ি আজও জানান দেয় তাদের আভিজাত্যের কথা। তবে জমিদারি আমলের ন্যায় জমিদার বাড়ির জৌলুস ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বর্তমান প্রজন্মের । কিন্তু ঐতিহ্যের দুর্গা পুজোকে প্রাচীন রীতি মেনে সম্মিলিত ভাবে সম্পন্ন করে চলেছেন জমিদারের বংশধরেরা। কথিত আছে ৩০২ বছর আগে জমিদার গদাধর ঘোষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেন। সেই সময় এই পুজো ঘিরে জমিদার বাড়িতে মেলা বসতো, যাত্রা হতো , দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন এই পুজো শামিল হতেন । জমিদারি আমলের প্রতিমা শিল্পীদের বংশধররাই এখনও প্রতিমা তৈরি করেন এই জমিদার বাড়িতে। ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ির পাশেই রয়েছে রাধাকৃষ্ণ মঃন্দির ও তুলসী মঃন্দির।রথের দিন কোনো মায়ের হাতে কাটা কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দেবী মুর্তি গড়ার কাছ শুরু হয়। প্রতিপদ থেকে চলে পুজা অর্চনা। আষাঢ় শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে পিতলের গামলায় বর্ষার জল ভরে রাখা হয়, ওই জলে গঙ্গাজল মিশিয়ে পুজার কয়েকদিন মা দুর্গাকে স্নান করানো হয়। ষষ্ঠীর দিন সোনার গহনায় সাজানো হয় মার্তৃ মুর্তিকে। রীতি মেনে দশমীর দিন এই বাড়ির দুর্গা প্রতিমাকে স্নান না করিয়েই ইছামতীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই নিয়ম মেনে ঘোষ বাড়ির মেয়েরা এখনো শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দিন স্নান না করেই রওনা দেন। পরিবারের সদস্যরা জানান ঐতিহ্যবাহী এই বনেদী বাড়ির পুজোতে অঞ্জলী দিয়েছেন অনুপ কুমার,সন্ধ্যা রায়ের মতো ব্যাক্তিত্বও। তরুন মজুমদার পরিচালিত নিমন্ত্রণ ছায়ছবির শুটিংও হয়েছিলো এই বাড়িতেই। এই পরিবারেই জন্মগ্রহন করেন প্রতাপ ঘোষ,পরবর্তী কালে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে,তিনি এই গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন এক চিকিৎসা কেন্দ্র। বসিরহাট ইটিন্ডাতেও চিকিৎসা কেন্দ্র ও শিব মন্দির স্থাপন করেছিলেন তিনি। রামেশ্বরপুর, বসিরহাটে শিক্ষার প্রসারে বিদ্যালয় নির্মানে এই জমিদার বাড়ির অবদান ছিলো বলে জানান সদস্যরা। তৎকালীন সময়ে শিক্ষা দানের জন্য আনা গুরু দের থাকতে দেওয়া হয়েছিলো জমিদার বাড়িতেই। তাদের বংশধরের এখনও বসবাস করেন এই জমিদার বাড়িতেই।পরিবারের এক প্রবীন সদস্য জানান একসময় বাঁশের উপর গোলপাতার ছাউনি দিয়ে শুরু হয়েছিলো দুর্গাপুজা। বাড়ির মন্দির টিও ছিলো গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। পরবর্তীতে তা অন্যরুপ নেয়। জমিদারদের পুজো উপলক্ষে থকতো ভোগের আয়োজন, ছিলো বলি প্রথা, বসত মেলাও। বর্তমানে মেলা বা পুজোর জাকজমক প্রায় না থাকলেও, ঐতিহ্যবহী প্রাচীন ওই পুজায় এখনো মার্তৃমুর্তি দর্শন করতে ভিঁড় জমান প্রচুর মানুষ। জমিদারি প্রথার অবসান হওয়ার পর বহরে কমলেও পুজোর আভিজাত্যে ছেদ পরেনি। উপরন্ত গত কয়েকবছরে ঘোষ জমিদার বাড়ির নতুন প্রজন্মের হাত ধরে পুজো ঘিরে অভিনব ভাবনার আগমন ঘটেছে, জমিদারি আঙিনায়। এবছরও গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে, অভিনবত্বকে সঙ্গী করেই জমিদার বংশের প্রাচিন রীতিনীতি মেনে সাবেকি পুজোয় মেতে উঠবেন তারা, জানান পরিবারের সদস্যরা।

হাওড়ার যোগ উৎসব রুভাঙ্গির চোখে আঁকলো যোগ স্বপ্ন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুন ঃ সাত বছরের রুভাঙ্গী দাসের ঝকঝকে চোখে জ্বলে উঠল এক নতুন স্বপ্ন! হাওড়ার বেলেপোলের বেতড় ব্যায়াম সমিতির ইনডোর কমপ্লেক্সে বিশ্ব যোগ দিবস ২০২৫ উপলক্ষে জীবন চেতনা সংগঠন আয়োজিত এক ঝলমলে উৎসবে এই ক্ষুদে মেয়ের যোগ শেখার উৎসাহ সকলের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিল প্রেরণার আলো। যোগের মায়াজাল, সমাজসেবার উষ্ণতা আর মানবতার রঙে রাঙানো এই অনুষ্ঠান যেন এক নতুন যুগের সূচনা করল। রুভাঙ্গী সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী তার মা সুস্মিতা সাউ দাসের হাত ধরে এদিনের উৎসবে এসেছিল। ছোট্ট শিশুদের যোগের কসরত দেখে রুভাঙ্গীর মনে জাগল এক চমকপ্রদ স্বপ্ন-যোগ শিখে নিজেকে গড়ার! সুস্মিতা, একজন সাইকোলজিস্ট ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী, হাসিমুখে বলেন, রুভাঙ্গী সাঁতারে যায়, কিন্তু যোগের এই জাদু দেখে ওর উৎসাহ আমাদের মুগ্ধ করেছে। পরের সেশন থেকে ও যোগ শিখবে-এটা আমাদের সিদ্ধান্ত! রুভাঙ্গীর বাবা, একজন স্কুল শিক্ষক, মেয়ের ছোটখাটো চঞ্চলতা বা মেন্টাল ম্যাথে ভুল থাকলেও তার এই উদ্দীপনাকে দু'হাত ভরে সমর্থন করছেন। সুস্মিতার কথায়, আজকের ব্যস্ত জীবনে শিশুদের জন্য যোগ হলো মন ও শরীরের সঙ্গী। এই সমন্বয় রুভাঙ্গীর মতো শিশুদের জন্য এক জাদুকরী উপহার! তিনি জীবন চেতনার এই হৃদয়ছোঁয়া উদ্যোগের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানান। জীবন চেতনা সামাজিক সংগঠনের সুভাষিস বোধক বলেন -রুভাঙ্গীর এই ক্ষুদে পদক্ষেপ যোগের জাদুতে অনেক শিশুকে অনুপ্রেরনা যোগাবে এবং হাওড়ার এই উৎসব থেকে যাবে চিরস্মরনীয় গল্প হয়ে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আন্দুল মৌড়ীর জীবন চেতনা সংগঠনের উদ্যোগে এবং বেতড় ব্যায়াম সমিতির সহযোগিতায় এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় আদ্যাপীঠ ট্রাস্টের শুভ মহারাজের প্রদীপ প্রজ্বলন ও আদ্য স্তব পাঠের মধ্য দিয়ে। এরপর ৪ থেকে ৭০ বছরের ১২৫ জন অংশগ্রহণকারী তাদের যোগ কৌশলে মঞ্চ মাতিয়ে দেন, প্রত্যেকেই পেলেন ঝকঝকে মেডেল ও সার্টিফিকেট। এর পাশাপাশি, সমাজসেবী, শিক্ষক, যোগবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, রক্তদাতা ও শিশু শিল্পীসহ ২৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মানিত হলেন উতরীয়, মেমেন্টো আর রঙ্গন গাছের চারা দিয়ে। মৌড়ীগ্রাম মহিলা যোগ সেন্টারের ঝুমা দাস ও তার দলের প্রাণবন্ত প্রদর্শনী এদিনের অনুষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করে।অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল চোখ ধাঁধানো- আদ্যাপীঠ ট্রাস্টের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক শুভ মহারাজ, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত হুগলির সোনালী রায়, বিশেষ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের সারথি হাওড়ার সুস্মিতা দাস, ৬৮ বার রক্তদাতা আন্দুল-মৌড়ীর মনোজ কোলে,বাগনানের শিশু চিত্রশিল্পী দিব্যাঙ্কা কান্দারী, আইনজীবী সুমিত কুমার মণ্ডল,পরিবেশ সুরক্ষা ও মাধবপুর পরিবেশ বান্ধব হাটের উদ্যোক্তা কুলগাছিয়ার জয়ীতা কুণ্ডু, বন্যপ্রাণী উদ্ধারকারি দেশ-বিদেশে সুপরিচিত বাগনানের চিত্রক প্রামাণিক, সালকিয়ার যোগ প্রশিক্ষিকা মোহুয়া দত্ত, শিশুদের যোগশিক্ষায় নিবেদিত বাউরিয়ার সঙ্গীতা রাও,সাঁকরাইলের যোগ প্রশিক্ষক অসিত দেবনাথ, রাজ্যস্তরে যোগে কৃতি ছাত্র নলপুরের তাংসু পাত্র, সাংবাদিক অর্ণব সাউ, শিক্ষা ও সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাক্তন শিক্ষিকা প্রীতিকণা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, টিভি সাংবাদিক রাকেশ মাইতি,শিক্ষা ও সাহিত্যে নিবেদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশিস সরকার,২৫ বছরের সমাজসেবা দেবাশিস দাস (ইউনিসেফ ইউ-রিপোর্টার, খাল বাঁচাও কমিটি ও জরি শিল্প সমিতির পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক উলুবেড়িয়া গাববেড়িয়ার মুজিবর রহমান, কাসুন্দিয়ার আবৃত্তিকার শ্রীজিতা ঘোষ, কদমতলার আইনজীবী ও আবৃত্তিকার সুদীপ্তা দাস চৌধুরী, ২০০ জনের অন্নদাতা টিকিয়াপাড়ার হাট হারালেই ঐক্যর রীতা নাথ ও শ্রীমন্ত নাথ, বাগবাজারের ফুটবল কোচ গঙ্গা সুরক্ষা ও সমাজসেবায় নিবেদিত আশিস কুমার গাঙ্গুলি, উদীয়মান ফুটবল তারকা বিরাজ খাঁড়া, হাওড়া গ্রামীণ শ্রমজীবী স্বাস্থ্য সমিতির যোগেশ দেঁড়ে,মৌড়ীগ্রাম মহিলা যোগ সেন্‌্রের যোগশিক্ষিকা ঝুমা দাস। এছাড়াও বেতর ব্যায়াম সমিতি ও জীবন চেতনা সামাজিক সংগঠনের সকল সদস্যা সদস্যবৃন্দ।

ইন্টার্নশিপে রেডিও প্রোডাকশন

বেবী সরদার ঃ ১৬ জুন ২০২৫ থেকে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টারের উদ্যোগে শুরু হয়ে গেলো ১৫ দিনের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম । এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চলবে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। ইউজিসির নিয়ম অনুসারে স্নাতক স্তরে সিসিএফ সিস্টেমে যারা পড়ছেন তাদের এই ইন্টার্নশিপ করাটা বাধ্যতামূলক। এই ইন্টার্নশিপে অংশগ্রহণ করছেন বিদ্যাসাগর কলেজ, কে .কে দাস কলেজ ও বারুইপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্র ছাত্রীরা ইন্টার্নশিপে হাতে কলমে কাজ করবে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের নিজস্ব ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন রেডিও কলকাতায়। রেডিও কলকাতা ভারতবর্ষের আন্ডার গ্রাজুয়েট কলেজের প্রথম ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন সপ্তাহের সাত দিন বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠানের ডালি সাজিয়ে তা শ্রোতাদের পরিবেশন করে থাকে। গানে গল্পে আড্ডা নিয়ে 'কিছু কথা কিছু গান' অনুষ্ঠান আছে। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রা তাদের জীবিকা ও বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের চাষ, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কোন ঋতুতে কেমন ভাবে পরিচর্যা ,আবার হাঁস, মুরগি ,গরু ,ছাগলের মতো বিভিন্ন গৃহপালিত পোষ্যদের পরিচর্যা অর্থাৎ প্রাণী পালন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ পরামর্শ ,এই সব কিছু নিয়ে রেডিও কলকাতার কৃষি বিষয়ে অনুষ্ঠান 'রেডিও চাষবাস'। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান 'জিজ্ঞাসা'। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান 'স্বাস্থ্যের সাথী'। বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান 'কাজের সন্ধানে' , পড়াশোনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান 'ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ' ও 'স্টুডেন্ট কর্নার'। ছোটদের কথা, গল্প,গান আবৃত্তি নিয়ে রামধনু , ছুটির আড্ডা, প্রকৃতির পাঠশালার মতো অনুষ্ঠান । এছাড়া ও ঐতিহ্য, গল্পে গল্পে ,ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, কথায় কথায় ,কলকাতার ক্যানভাস, টক ও টকশো , উৎসব স্পেশাল, মিউজিক্যাল ইওরস ,নতুন দোয়াত , সংগীত সমারোহ, সাহিত্য শ্রুতি, অঙ্গনা, সাংবাদিকের ডাইরি, রকমারি, এমনই ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান হয়ে থেকে রেডিও কলকাতায়। রেডিও কলকাতা কে সঙ্গী করে রেডিও প্রোডাকশন এর নানান দিক হাতে কলমে শেখার সুযোগ এনে দিলো বিজয় গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্‌্রার।

নিখোঁজ ব্যক্তির নদী থেকে মিললো মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ২৭ জুন ঃ পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকার পর নদী থেকে উদ্ধার হলো দেহ। পরিবার সূত্রে খবর কুলতলির বিধানসভার পূর্ব মধ্য গুরগুরিয়া এলাকায় ডাক্তার দেখানোর নাম করে আর ঘরে ফেরেনি । পাঁচদিন পর নদী থেকে মিললতার দেহ। নাম অচল মোল্লা,এই ব্যক্তি পাঁচ দিন আগে বাড়ি থেকে ডাক্তার দেখানোর নাম করে বেরিয়ে যায়। রাতে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোক মৈপীঠ কোস্টাল থানায় একটি নিখোঁজের ডায়েরি করে। পাঁচ দিন পর বৃহস্পতিবার মৈপীঠ কোস্টাল থানার ভাষার বাজার এলাকার একটি নদীতে ভাসতে দেখা যায় ওই নিখোঁজ ব্যাক্তিকে। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে গিয়ে দেখতে পায় দেহ ভাসছে,খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে 'দান প্রকল্প'কে হাতিয়ার করছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ রাজ্যে ফের শক্ত ভিত গড়ে তুলতে বঙ্গপরিকর ভারতীয় জনতা পার্টি। লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল না পেলেও বঙ্গ রাজনীতির মাটি যে এখনও যথেষ্ট উর্বর, তা বুঝেই ফের জনমনে জায়গা করে নিতে কৌশল বদলাচ্ছে পদ্ম শিবির। আর সেই কৌশলের কেন্দ্রে উঠে আসছে এক নতুন কৌশল-'দান প্রকল্প'। দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার পরিচালিত 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' প্রকল্পের মতোই একাধিক জনমুখী, সরাসরি আর্থিক অনুদান নির্ভর প্রকল্পকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের রূপরেখা সাজাচ্ছে বিজেপি। রাজ্য রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সাফল্য বলতে যে প্রকল্পগুলির নাম উঠে আসে, তার মধ্যে অন্যতম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। গৃহিনীদের মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী এই প্রকল্প সমাজের নানা স্তরে বিশেষত গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের মধ্যে বিপুল জনপিয়তা অর্জন করেছে। এমনকি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখার পিছনে এই প্রকল্পের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ঠিক এই ক্ষেত্রেই পাল্টা পরিকল্পনা করছে বিজেপি। সূত্র অনুযায়ী, দল এখন পশ্চিমবঙ্গে মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য 'চ্যারিটেবল পলিটিক্স'-এর পথে হাঁটতে চলেছে। ইতিমধ্যেই দলীয় স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে এমন কিছু প্রকল্প নিয়ে, যার মাধ্যমে সরাসরি আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে রাজ্যের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের কাছে।এই প্রকল্পগুলির মধ্যে থাকতে পারে- গৃহহীনদের জন্য আবাসন প্রকল্প কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য মাসিক অনুদান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা ও পেনশন সুরক্ষা, এই ধরনের প্রকল্প রাজ্যে যে জনপ্রিয় হতে পারে, তা বুঝেই দল বিষয়টি নিয়ে এখন আর দেরি করতে চাইছে না। কারণ বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণেও উঠে এসেছে, শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ বা কেন্দ্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে না। বরং স্থানীয় স্তরের সমস্যার বাস্তব সমাধান এবং সরাসরি জন-সংযোগই এখন মানুষের ভোট নির্ধারণে প্রধান ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে।এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় নেতার মন্তব্য, 'রাজনীতির বাস্তবতা বুঝতে হবে। উন্নয়নের গল্প বললে মানুষ শুনছে ঠিকই, কিন্তু যেখানে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, সেখানে গল্পের চেয়ে সরাসরি সহায়তা বেশি প্রভাব ফেলে।'' তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা বুঝেছেন এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তারই ফসল। আমরাও এখন সেই পথেই ভাবছি, তবে আরও বড় আকারে।''এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই বিজেপি ঘনিষ্ঠ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ট্রাস্টকে নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো অঞ্চলে কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য রাজ্যে একটি বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা, যা বিজেপি-সমর্থিত হলেও প্রশাসনের বাইরেও কার্যকরভাবে চালানো সম্ভব।তবে বিরোধী শিবিরের মতে, বিজেপির এই উদ্যোগ নিছক ভোট টানার ছল মাত্র। তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা কটাক্ষ করে বলেন, 'ওরা এক সময় দান-ভিক্ষার রাজনীতি বলে এই প্রকল্পগুলিকে কটাক্ষ করত, আজ তারা নিজেরাই সেই পথ অনুসরণ করছে। এতে মানুষ বুঝবে, আসল রাজনীতি কীভাবে বদলাচ্ছে।' তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিবর্তন আদতে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৌশল বদলের চেষ্টা। কেন্দ্রে শাসক হলেও রাজ্যে ২০২১ সালের পর বিজেপি একাধিক নির্বাচনে ভরাডুবির সম্মুখীন হয়েছে। লোকসভা ভোটেও প্রত্যাশিত আসন জোটেনি। এই প্রেক্ষিতে আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ফের গড়ে তুলতে চাইছে।রাজনীতিতে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, জনধন প্রকল্পের মতো একাধিক জনমুখী প্রকল্প চালু করেন। কিন্তু রাজ্য রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে আলাদা, যেখানে স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রভাব এবং নারীকেন্দ্রিক নীতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।বিজেপি বুঝতে পারছে।

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

১৯০৮ সালের সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ । রুল ৮(২) এর অধীনে

বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের বিচার বিভাগ সাধারণ মূল সিভিল এখতিয়ার এর বাণিজ্যিক বিভাগে ২০২৫ সালের অন্তর্বর্তী আবেদন নং (এল) ১১৭৩৩-র ২০২৫ সালের ৪৫ সালের বাণিজ্যিক মামলায় ওয়ার্ল্ডলাইন ইপেমেন্টস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

...বাদী

বনাম

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

...বিবাদীরা

১৯০৮ সালের **সিভিল প্রসিডিউর কোডের (সিপিসি) আদেশ ১ বিধি ৮ এর অধীনে** এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উপরে উল্লেখিত বাদী বিবাদী (দের) বিরুদ্ধে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারিক আদালতে একটি বাণিজ্যিক মামলা দায়ের করেছেন, যা **২০২৫ সালের ৪৫ নম্বর বাণিজ্যিক মামলা,** বিশেষ করে যে মামলায় বিশেষভাবে আবেদন করা হয়েছে, তার জন্য প্রতিকার চেয়েছেন।

মাননীয় বম্বে হাইকোর্ট ১৩ই জুন ২০২৫ তারিখের আদেশ (**উল্লিখিত আদেশ**) এর মাধ্যমে, বাদীকে সিপিসির আদেশ । বিধি ৮ এর অধীনে একটি পাবলিক নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছে। তদনুসারে, এই নোটিশটি **ক্যাপিটাল প্রোটেকশন ফোর্স প্রাইভেট লিমিটেডের** (এরপরে ফ্যালকন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সকল গ্রাহকদের (যার মধ্যে থাকবে সকল ব্যক্তিব্যক্তি, সত্তাব্যক্তি, সত্তার প্রতিনিধি) তথ্যের জন্য জারি করা হচ্ছে, যারা ফ্যালকনের প্ল্যাটফর্ম অনলাইনে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইনভয়েস এবং অথবা বিল ডিসকাউন্টিং লেনদেনে নিবন্ধিত এবং অথবা অংশগ্রহণ করেছেন।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, **মাননীয় বোম্বে হাইকোর্ট** উক্ত আদেশের মাধ্যমে ফ্যালকনের গ্রাহকদের দ্বারা **ফ্যালকনের** প্ল্যাটফর্ম অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে পরিচালিত **পেমেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে** উত্থাপিত এবং অথবা উত্থাপিত হতে পারে এমন সমস্ত চার্জব্যাক অনুরোধের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা জারি করতে পেরে আনন্দিত, যতক্ষণ না মাননীয় বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক পরবর্তী আদেশ পাস করা হয়। ফ্যালকনের সমস্ত গ্রাহক যারা উক্ত কার্যক্রমের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন, তাদেরকে ক্যাপশনযুক্ত মামলার বিচারাধীনতার বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

তারিখঃ আজ ২৮শে জুন, ২০২৫।

ইস্যু করেছেনঃ
সুজিত লাহোটি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেট, বোম্বে হাইকোর্ট।

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Registered Office: Shyam Tower,03-319, DH 6/11, Street No.-319, Action Area-ID, New Town, North 24 Parganas, Kolkata - 700 156
CIN: L20291WB1985PLC038657
Tel: +91 33 4007 4007
Email ID: compliance@swastikplywood.net

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the **40th Annual General Meeting (AGM)** of **M/S SWASTIK PLYWOOD LIMITED** will be held on **Saturday, 19th Day of July, 2025 at 12:30 P.M.** at its Registered Office at Shyam Tower, 03-319, DH 6/11, Street No.-319, Action Area-ID, New Town, North 24 Parganas, Kolkata- 700 156, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Notice of the AGM has been sent in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Maheshwari Datamatics Private Limited (RTA) / Depository Participants (DP), and the Members at their postal address, registered with the Company/ Depository Participant (DP), as the case may be, on 27th June, 2025. The Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.swastikplywood.net and on CDSL website viz. www.evotingindia.com.

In case the Members have not registered their email address with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your email ID for obtaining login details for e-voting.

a) For Members holding shares in Physical mode: Please provide necessary details with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company. Relevant forms prescribed by the SEBI in this regard are available on the website of the RTA.
b) For Members holding shares in Demat mode: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder and Regulation 44 of (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice of AGM, through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 thereof are as under :-

1. The remote e-voting period commences on Wednesday 16th July, 2025 (9:00 A.M. IST) and ends on Friday, 18th July, 2025 (5:00 P.M. IST).
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting at the AGM is 12th July, 2025.
3. Any person who acquire share and became the member after dispatch of Notice and hold shares as of the cut-off date may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at mdpldc@yahoo.com.
4. a. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Friday, 18th July, 2025.
   b. Members who have not casted their votes through remote e-voting may cast their votes at the AGM through ballot papers.
   c. Members who have cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their votes again thereat.
   d. Members whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date i.e., 12th July, 2025 shall only be entitled to vote through remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot.

In case of any query or grievance in relation to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website www.evotingindia.com under the help section or you email to helpdesk.evoting@cdslindia.comor send a request to Maheshwari Datamatics Private Limited (RTA) at 033-22482248 or write them at mdpldc@yahoo.com.

By the Order of the Board of Directors
Sd/-
(Priyanka Jha)
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 27.06.2025

আলিপুর চিড়িয়াখানার জিরাফদের উচ্চতা কমছে! উদ্বেগে কর্তৃপক্ষ, বিশেষজ্ঞরা বলছেন জেনেটিক সমস্যার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ আলিপুর চিড়িয়াখানার জিরাফদের উচ্চতা দিনে দিনে কমছে-এই খবর যেন রীতিমতো চমকে দিয়েছে পশুপ্রেমী ও প্রাণী বিশেষজ্ঞদের। কারণ, সাধারণত জিরাফ মানেই দীর্ঘ গলা ও বিশাল উচ্চতার এক শান্ত স্বভাবের জন্তু। কিন্তু বর্তমানে আলিপুর চিড়িয়াখানায় থাকা জিরাফদের উচ্চতা সেই প্রত্যাশার ধারে কাছেও নেই।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাপ্তবয়স্ক জিরাফ সাধারণত ১৬ থেকে ২০ ফুট অবধি লম্বা হয়। কিন্তু আলিপুর চিড়িয়াখানার পুরুষ জিরাফের উচ্চতা বর্তমানে প্রায় ১২ ফুট, আর স্ত্রী জিরাফের উচ্চতা তো তার চেয়েও কম। প্রশ্ন উঠছে-কেন এমন হচ্ছে? কেন জেনেটিক দিক থেকে উচ্চতায় পিছিয়ে পড়ছে এই জিরাফরা? চিড়িয়াখানার আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, বিষয়টি তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছেন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল এটি হয়তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, অথবা খাওয়াদাওয়ার কোনও প্রভাব। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিষয়টি গভীর।সম্প্রতি জিরাফদের শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য ও উচ্চতা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি করা হয়। USG, এক্স-রে-সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয় জিরাফদের ওপর। সেই পরীক্ষাতেই স্পষ্ট হয়েছে, জিরাফদের হাড়ের গঠনে রয়েছে কিছুটা অস্বাভাবিকতা, বিশেষ করে ঘাড় ও পায়ের হাড়ে স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পেছনে বড় কারণ হতে পারে 'ইনব্রিডিং' অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে প্রজনন। দীর্ঘদিন ধরেই আলিপুর চিড়িয়াখানার জিরাফদের মধ্যে বাহ্যিক কোনও সংযোগ তৈরি না হওয়ায়, একই জিন-পুলের মধ্যে প্রজনন ঘটেছে। এর ফলে নতুন প্রজন্মে জিনগত বৈচিত্র্য কমেছে এবং ধীরে ধীরে উচ্চতা ও শারীরিক ক্ষমতা দুটোই কমে আসছে।চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই সমস্যা চিহ্নিত করার পর আমরা এখন সচেষ্ট হয়েছি অন্য কোনও রাজ্য বা দেশের চিড়িয়াখানা থেকে নতুন জিরাফ এনে প্রজননে বৈচিত্র্য আনার জন্য। ইতিমধ্যেই সাউথ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর এবং ভারতের অন্যান্য বড় চিড়িয়াখানার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়েছে। যদি নতুন জিরাফ আনা যায়, তাহলে এই জেনেটিক দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।তবে শুধু উচ্চতা কমার সমস্যাই নয়, এই জেনেটিক সংকোচনের ফলে ভবিষ্যতে জিরাফদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, জিনগত বৈচিত্র্য না থাকলে শরীরের অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায় এবং একাধিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।জিরাফদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষার কাজে যুক্ত এক পশু চিকিৎসক বলেন, আমরা নিয়মিত তাদের খাদ্যতালিকা, ওজন, দাঁতের অবস্থা, হাড়ের গঠন সবকিছুর উপর নজর রাখছি। খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও ভিটামিন নিশ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও উচ্চতা বাড়ছে না-এটা স্পষ্টভাবে জেনেটিক সমস্যা।এদিকে, আলিপুর চিড়িয়াখানার এই খবরে কলকাতার সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এক ধরনের কৌতূহল ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। চিড়িয়াখানার দর্শনার্থীদের অনেকেই বলছেন, আগে যেসব জিরাফ দেখা যেত, তারা অনেকটা লম্বা ছিল। এখনকার জিরাফদের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম-এই পার্থক্য চোখে পড়ার মতো।বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি শুধুই আলিপুর চিড়িয়াখানার সমস্যা নয়। অনেক রাজ্যের চিড়িয়াখানায় একই কারণে প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অবক্ষয় ঘটছে। তাই প্রজনন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা জরুরি। না হলে আগামী দিনে জিরাফ তো বটেই, আরও অনেক প্রজাতির প্রাণীর ভবিষ্য সংকটে পড়বে।এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শুধুমাত্র নতুন জিরাফ আনাই যথেষ্ট নয়-বলে মনে করছেন পশু সংরক্ষণবিদরা। তাঁদের পরামর্শ, প্রতিটি চিড়িয়াখানার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় জেনেটিক রেজিস্ট্রি থাকা উচিত, যেখানে প্রতিটি প্রাণীর প্রজনন ইতিহাস, স্বাস্থ্য ও বংশের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেই ভবিষ্যতের প্রজননের পরিকল্পনা করা উচিত।আপাতত আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই সমস্যার সমাধান খুঁজছে। তাঁদের আশা, অন্য রাজ্য বা দেশের সহযোগিতায় নতুন জিরাফ আনা সম্ভব হবে এবং আগামী প্রজন্মের মধ্যে ফের জিনগত বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা যাবে।

অলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৬ সংখ্যা, শনিবার ১৩ আষাঢ় ১৪৩২

বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ি, ঘনীভূত হচ্ছে দূষণ সংকটঃশহর কি পথে হারাচ্ছে তার শ্বাসপ্রশ্বাস?

শহরের রাস্তায় যদি আজ দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শোনা যায়, তাহলে কানে ভেসে আসবে একটানা হর্নের শব্দ, ক্লান্ত ইঞ্জিনের গর্জন আর শ্বাসরুদ্ধ ধোঁয়ায় ভরা বাতাসের চাপ। আর এই শব্দ ও ধোঁয়ার উৎস যে নির্দিষ্ট একটি জায়গা নয়, তা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরগুলো এক নিঃশব্দ বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান যানবাহন সংখ্যার চাপ কেবল রাস্তাকে জ্যামে ভরিয়ে তুলছে না, বরং ক্রমেই দূষণের চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে শহরবাসীর জীবন।বিশেষ করে মেট্রো শহরগুলিতে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার এখন শুধুমাত্র আরাম বা গতির প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নেই-এটি সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই ' মূল্য এখন সমগ্র সমাজকে শ্বাসকষ্ট দিয়ে শোধ দিতে হচ্ছে।বায়ু দূষণের সূত্রপাত অবশ্যই একদিনে হয়নি, কিন্তু যে গতিতে এখন দূষণের মাত্রা বাড়ছে, তার একটি বড় কারণ ব্যক্তিগত গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। যান্ত্রিক যাতায়াতের এই আগ্রাসী বিস্তার কেবলমাত্র ধোঁয়া নয়, বরং পরিবেশগত ভারসাম্য, আর্থিক সংস্থান এবং নাগরিক জীবনযাত্রার মানকেও বিপন্ন করে তুলছে।অধিকাংশ গাড়ি এখনও ডিজেল বা পেট্রোলচালিত। এই জ্বালানিগুলি যখন পোড়ে, তখন বাতাসে নিঃসৃত হয় কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং পিএম ২.৫-এর মতো ক্ষতিকর কণা। এই সূক্ষ্ম কণা শরীরের গভীরে প্রবেশ করে শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এই দূষণ প্রায় প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর ভারতে লক্ষাধিক মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে বায়ু দূষণের প্রত্যক্ষ কারণে।তবে শারীরিক ক্ষতির বাইরেও আছে আরেকটি বড় প্রশ্ন-শহরের স্বস্তির এবং বাসযোগ্যতা। প্রতিটি ব্যক্তিগত গাড়ি শুধু বায়ু নয়, শব্দ দূষণও বাড়ায়। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সারি কর্মঘণ্টা নষ্ট করে, মানসিক চাপ বাড়ায়, এবং শহরের আর্থিক উৎপাদনশীলতাকেও কমিয়ে দেয়।বিশেষ করে উন্নয়নশীল শহরগুলিতে যে হারে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে, তার চেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। ফলে একরকম ' প্যারাডক্স' তৈরি হচ্ছে-নতুন উড়ালপুল বা বাইপাস তৈরির আগেই তা ভরে যাচ্ছে যানজটে। এটি স্পষ্টই দেখায়, সমস্যার সমাধান রাস্তা বাড়িয়ে নয়, বরং যানবাহনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে করতে হবে।প্রশ্ন উঠতে পারে-মানুষ কেন এত বেশি করে ব্যক্তিগত গাড়ির দিকে ঝুঁকছে? এর উত্তরে উঠে আসে এক করুণ বাস্তবতা-সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার ভয়াবহ দুরবস্থা। বাসের সংখ্যা অপর্যাপ্ত, ট্রেন বা মেট্রোর পরিষেবা সীমিত, এবং নিয়মিত কিংবা নিরাপত্তাহীনতা অনেককেই বাধ্য করছে নিজের গাড়ির দিকে ঝুঁকতে। তবে ব্যক্তিগত গাড়ির অভ্যাস একবার গেঁথে গেলে তা শুধুমাত্র প্রয়োজন নয়, পরিণত হয় অভ্যাসে এবং ভোগবাদের প্রতীকে। ফলে আর ফেরার পথ থাকে না।অথচ বিশ্বের বহু উন্নত শহর দেখিয়ে দিয়েছে-সুশৃঙ্খল, দ্রুতগামী এবং নিরাপদ গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুললে ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমানো যায়। উদাহরণ হিসেবে কোপেনহেগেন, সিঙ্গাপুর, টোকিও বা বার্লিনের নাম নেওয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিগত গাড়ির চেয়ে ট্রেন, ট্রাম, বাইসাইকেল কিংবা হাঁটা-এই বিকল্পগুলি অনেক বেশি জনপ্রিয়, এবং পরিবেশবান্ধবও।ভারতের মতো দেশ, যেখানে জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য চরমে, সেখানে শহর পরিকল্পনার সঙ্গে পরিবেশ ভাবনা যুক্ত না হলে ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার-তা বলাই বাহুল্য। অথচ এখনও আমরা ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াকে একপ্রকার ' চিহ্ন' বলে দেখে চলেছি। যান্ত্রিকতার মোহে পড়ে ভুলে যাচ্ছি যে, নগরায়ন মানে শুধু কংক্রিট নয়-তার সঙ্গে থাকতে হবে নির্মল বাতাস, খোলা আকাশ আর সজীব শ্বাস।সরকারি স্তরে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তা এখনো ছিদ্রপথে পানি দেওয়ার মতোই। কিছু শহরে ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে, কিছু জায়গায় ' নম্বর প্লেট চালু হয়েছে, আবার কোথাও-কোথাও ' ডে' পালন করা হয়েছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপগুলি যদি একটি বৃহত্তর নীতি কাঠামোর অংশ না হয়, তাহলে এগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আজকের দিনে প্রয়োজন একটি সমন্বিত, দীর্ঘমেয়াদি এবং বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা। প্রথমত, গণপরিবহণে বড় আকারে বিনিয়োগ করা আবশ্যিক-সেই সঙ্গে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা এবং যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন জরুরি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স আরোপ, গাড়ি পার্কিংয়ের খরচ বাড়ানো কিংবা নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকে ' কার জোন' ঘোষণা করে গাড়ির ব্যবহার সীমিত করতে হবে। তৃতীয়ত, সচেতনতা বাড়াতে হবে জনগণের মধ্যেই-পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।পরিবেশের ক্ষতি শুধুমাত্র দূষণ বা গাছ কাটার মাধ্যমে হয় না-মানসিকভাবে মানুষকে ' কার তোলাও এক ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয়। তাই ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার হ্রাস শুধু একটি পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, এটি নাগরিক চেতনার অঙ্গও। যারা মনে করেন, গাড়ি ছাড়া জীবন অসম্ভব, তাদের সামনে এখন এক নতুন বাস্তবতা-শুধু গাড়ি বাড়ালেই জীবন গতিশীল হয় না, বরং শ্বাসরুদ্ধ ও ক্লান্তিও আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে ওঠে।আজ যদি শহর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চায়, তাহলে তার প্রথম ধাপ হতে হবে গাড়িমুখী নয়, মানুষকেন্দ্রিক পরিকল্পনা। পরিবহণ ব্যবস্থার হৃদয়ে থাকতে হবে জনসাধারণের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবেশের স্থিতিশীলতা। শহরকে আবারও মানুষের হাঁটার উপযোগী, শিশুদের খেলাধুলোর উপযোগী, প্রবীণদের শ্বাস নেওয়ার উপযোগী করে তুলতে হবে।আগামী দিনের শহর হবে এক নির্মম যান্ত্রিক মরুভূমি-যেখানে গাড়ির সংখ্যা থাকবে অনেক, কিন্তু মানুষ থাকবে গ্যাস মাস্ক পরে, নীরবে ক্ষয়ে যাওয়া ফুসফুস নিয়ে বেঁচে। সেই ভবিষ্যৎ কেউ চায় না। তাই এখনই সময় সচেতনতা ও সিদ্ধান্তের-না হলে হয়তো ভবিষ্যৎ আমাদের গাড়ির শব্দে নয়, নিঃশব্দ মৃত্যুর ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

অসহিষ্ণুতা ও ভণ্ডামির ছায়ায় আজকের সমাজঃকোথায় যাচ্ছে মানবিকতার ভবিষ্য?

সমাজ এক গভীর মূল্যবোধগত সংকটে পড়েছে। নীতি, সততা, সহানুভূতির মতো গুণগুলো আজ হাস্যকর ভাবে উপেক্ষিত এবং এগুলোর পরিবর্তে স্থান করে নিচ্ছে অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা ও একরকম বক্রক্রতির ভণ্ডামি। আমাদের চারপাশে তাকালেই যে-কোনো সচেতন মানুষ সহজেই বুঝতে পারবেন, সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি পারিবারিক জীবনেও এই দুটি উপসর্গ-অসহিষ্ণুতা এবং ভণ্ডামি-ধীরে ধীরে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এগুলো এখন যেন শুধুই ব্যতিক্রম নয়, বরং সমাজেরই নিয়মে পরিণত হয়েছে।অসহিষ্ণুতার রূপ শুধুমাত্র ধর্ম বা জাতপাত ভিত্তিক বিদ্বেষে সীমাবদ্ধ নেই। এটি আজ সর্বত্র। মতপ্রকাশে, জীবনযাপনে, খাদ্যাভ্যাসে, পোশাকে কিংবা সংস্কৃতি চর্চাতেও আমরা সহনশীল হতে পারছি না। কারও ভিন্নমত শুনলেই আমরা ক্ষিপ্ত হই, আক্রমণাত্মক হই, এবং সমাজমাধ্যমের নোংরা ভাষায় ঝাঁপিয়ে পড়ি এক অন্ধ ক্রোধে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে। শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ। কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

২৫শে জুনঃপুনর্জন্মের দিন না কি সংবিধান হত্যার স্মৃতি? ইতিহাসের পাল্টা পাঠ নিয়ে বিতর্কের রাজনীতি

২৫শে জুন-এই তারিখটি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক জটিল ও বিতর্কিত দিন হিসেবে চিহ্নিত। একদিকে, এটি সেই দিন, যেদিন ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন, যার ফলে ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্র এক গভীর সংকটে পড়েছিল। অন্যদিকে, আরএসএস-এর শতবর্ষের প্রেক্ষিতে এক বিশেষ মত সামনে এসেছে-এই দিনটিকে কেবলমাত্র সংবিধান হত্যার দিন হিসেবে দেখা উচিত নয়, বরং ভারতীয় চেতনার পুনর্জন্ম-এর প্রতীক হিসেবেও ভাবা যেতে পারে। এ ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র বিতর্ক উসকে দেয় না, বরং ইতিহাসকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার রাজনীতিকেও সামনে আনে।এই দ্বৈত উপলব্ধির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ উঠে আসে-ইতিহাস কি কেবল ঘটনার ধারাবিবরণী? না কি তা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শিক অবস্থানের নিরিখে প্রতিনিয়ত নতুন করে লেখা যায়? আরএসএস-এর শতবর্ষ ঘিরে ২৫শে জুনকে পুনর্জন্মের দিন হিসেবে দেখার প্রস্তাব, আসলে সেই বিতর্কিত প্রশ্নেরই অংশ, যেখানে ইতিহাস ও রাজনীতি একে অপরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে।১৯২৫ সালে নাগপুরে গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। আজ শতবর্ষের প্রাক্কালে সংঘ এক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে যে অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতের বর্তমান শাসক দলের মূল আদর্শগত ভিত্তি হিসেবেই আরএসএস বহু দশক ধরে কাজ করে আসছে। তবে ঠিক তেমনই, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিবর্তনে, আরএসএস বরাবরই এক বিতর্কিত সংগঠন হিসেবেই পরিচিত থেকেছে। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় সংঘের ভূমিকা নিয়ে নানা মতামত উঠে এসেছে-কেউ বলেন তারা নির্যাতনের শিকার, কেউ বলেন তারা প্রতিরোধের পরিবর্তে নিঃশব্দে আত্মগোপন করেছিল।তবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যখন বিজেপি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে এবং আরএসএস তার আদর্শগত মস্তিষ্ক, তখন ইতিহাসের নতুন পাঠ সৃষ্টি করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ঠিক এইখানেই ২৫শে জুনকে ভারতীয় পুনর্জাগরণের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ, একটি বৃহ রাজনৈতিক বার্তা হয়ে দাঁড়ায়। এটি শুধু অতীতের মূল্যায়ন নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক হিসেবে ইতিহাসের পুনর্লিখনের এক সচেতন প্রয়াস।এই ঘটনাকে নিছক ' ব্যাখ্যা' বলে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতের দলিল নয়, বর্তমানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার অন্যতম হাতিয়ার। জরুরি অবস্থাকে যদি আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনায় এক অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে স্বীকার করি, তাহলে তা নিয়ে সংশয় তোলা মানেই সংবিধান এবং জনগণের অধিকারকে খাটো করা। আবার সেই দিনটিকেই ' সূচনা' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা মানে, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করা-যার মধ্যে গণতন্ত্রের বহুত্ববাদ ও মতানৈক্যের প্রতি এক ধরনের অসহিষ্ণুতা লুকিয়ে থাকে।এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে-একটি দেশের ইতিহাসকে কীভাবে সংরক্ষণ করা উচিত? তা কি শুধুমাত্র বিজয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা হবে? না কি সমস্ত রাজনৈতিক মত, মতাদর্শ ও জনআন্দোলনের আলো-ছায়া মিলিয়ে একটি যৌথ স্মৃতিরূপ গঠিত হবে?যদি আমরা ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করি, তাহলে ২৫শে জুনের জরুরি অবস্থার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই, সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, বিরোধী দলনেতাদের গ্রেফতার, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার সংকট এবং সাংবিধানিক কাঠামোর উপর এক অঘোষিত আক্রমণ। এসব ঘটনার দলিল স্বরূপ রয়ে গেছে অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, নথিভুক্ত প্রতিবেদন, বিদেশি সংবাদ সংস্থার পর্যবেক্ষণ, এমনকি তকালীন কংগ্রেসের মধ্যেও যারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাদের স্বীকারোক্তি।এমন এক দিনে নবজন্ম বা অভ্যুত্থান-এর ইঙ্গিত দেওয়া, একপ্রকার সেই সংকটকে লঘু করা ছাড়া কিছু নয়। তা যতই আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বা বিকল্প আদর্শ-এর নাম করে উপস্থাপন করা হোক না কেন, এতে গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।তবে এই বিতর্ক আমাদের আরও গভীর একটি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়-আজকের ভারতবর্ষ ইতিহাসের কোন ব্যাখ্যা মেনে নিতে চাইছে? একমাত্রিক, রাষ্ট্রনির্ধারিত ইতিহাস? না কি বহুরৈখিক, বহুস্বরে গঠিত একটি স্মৃতির সমাজ, যেখানে বিতর্ক, মতানৈক্য ও সমালোচনার মধ্যেই টিকে থাকে সত্যের স্প ঃদন?যারা ২৫শে জুনকে শুধু সংবিধান হত্যার দিন হিসেবেই দেখতে চান, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার থেকে উসারিত। আবার যারা একে ' পুনর্জাগরণের সূচনা' বলে মনে করছেন, তারা আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ভিন্ন এক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলি যদি অতীতের সত্যকে মুছে দিয়ে শুধুমাত্র বর্তমান রাজনৈতিক প্রয়োজনে তৈরি হয়, তাহলে ইতিহাস একদিন প্রতিশোধ নেবে-বিস্মরণ নয়, বরং প্রতিবাদ হয়ে।ভারতের মতো বহুত্ববাদী রাষ্ট্রে ইতিহাস শুধু শ্রেণীকক্ষ বা পাঠ্যবইয়ের বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্ন। সেখানে একটি তারিখের মূল্যায়ন মানে বহু মতের সম্মিলিত আলোচনার ফল, কেবলমাত্র এক দলবিশিষ্ট অবস্থানের নয়।সুতরাং, ২৫শে জুনের মূল্যায়ন করতে গেলে দরকার ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বাস্তবতার প্রতি স দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সর্বোপরি সংবিধানের প্রতি নিষ্ঠা। আদর্শের সংঘাত থাকবে, মতাদর্শের দ্বন্দ্ব থাকবে, কিন্তু তাতে যেন গণতন্ত্রের প্রাণটাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।ইতিহাস পুনর্লিখনের প্রবণতা যতই প্রবল হোক, শেষ পর্যন্ত জনতার স্মৃতিই ঠিক করে দেবে-২৫শে জুন মানে ভয় না কি প্রতিরোধ, অন্ধকার না কি আলোর শুরু। সত্য, তর্ক ও প্রশ্ন থাকলেই গণতন্ত্র টিকে থাকে আর তাতেই দেশের ভবিষ্য গঠিত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

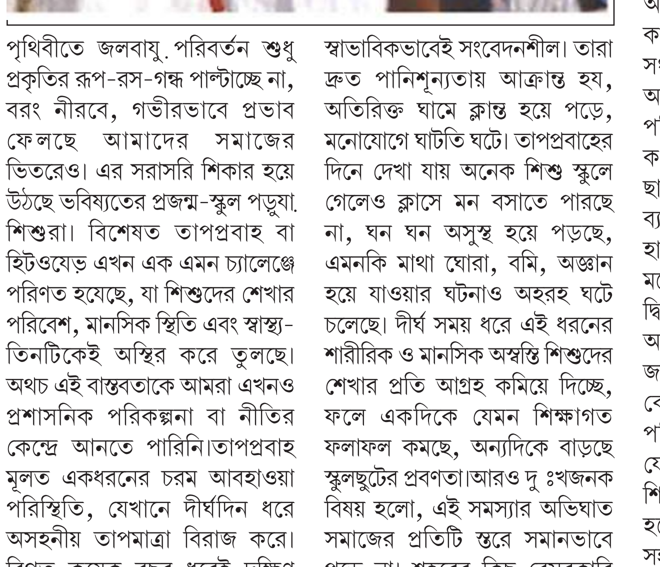

পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টাচ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দু ঃস্বপ্ন।শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দু ঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুয়ারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ' সংকট'-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রযোজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ' হিট আইল্যান্ড' প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দায়িত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ' সোনার বাংলা', তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

ভারতের সঙ্গে ' বৃহৎ বাণিজ্য চুক্তি'-র ইঙ্গিত ট্রাম্পের কূটনীতি না কি নির্বাচনী চাতুর্য?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রধান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছেন। তিনি প্রকাশ্যে ভারতের সঙ্গে এক ' বৃহৎ বাণিজ্য চুক্তি'-র ইঙ্গিত দিয়ে শুধু কূটনৈতিক অঙ্গনেই আলোড়ন তুলেছেন না, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারসাম্যেও নতুন এক প্রশ্নের উদ্রেক করেছেনঃএটি কি নিছকই বাণিজ্যনীতি, না কি এক নিখুঁত নির্বাচনী চাল?আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বরাবরই বিদেশনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, বিশেষ করে যেসব দেশ মার্কিন অর্থনীতির বড় অংশীদার, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা ঘিরে। ভারত এই তালিকার সাম্প্রতিক এবং দ্রুত উন্নয়নশীল অংশীদারদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে প্রবাসী ভারতীযদের ভোটব্যাঙ্ক, বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনা এবং ভারতীয় প্রযুক্তি খাতের প্রভাব আমেরিকার রাজনীতিতে ভারতকে এক আলাদা স্তরে নিয়ে গিয়েছে। ট্রাম্প সেই বাস্তবতাকে আবার সামনে এনে নিজের নির্বাচনী কৌশলে ঝালাই করেছেন বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।ট্রাম্পের ' ট্রেড ডিল'-এর ঘোষণাটি, একদিকে যেমন ভারত-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের ইতিবাচক দিককে সামনে আনে, অন্যদিকে আবার তা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। প্রথমত, ট্রাম্প কি সত্যিই ভারতকে অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে এগিয়ে নিতে আগ্রহী, নাকি এই প্রতিশ্রুতি শুধুই ভোটের মঞ্চে মোহজাল তৈরির কৌশল? ইতিহাস বলে, ট্রাম্প তাঁর প্রথম প্রশাসনিক মেয়াদেও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। একদিকে কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসের চেষ্টা করা হয়েছিল, অপরদিকে আবার ভারতের পণ্যে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক বাড়ানো হয়েছিল। ফলে ' চুক্তি'র ধারণা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।তবে কেবল আমেরিকার রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকেই নয, ভারতের পক্ষে থেকেও এই পরিস্থিতিকে বিচার করা প্রয়োজন। ভারত বর্তমানে যে পরিমাণ প্রযুক্তি, ওষুধ, আইটি পরিষেবা এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমেরিকায় রপ্তানি করে, তাতে কোনো নতুন চুক্তি সম্ভাব্য সুবিধা যেমন নিয়ে আসতে পারে, তেমনই শর্তগুলোর ভিতর দিয়ে ভারতের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। অতীতে ট্রাম্প প্রশাসনের ' ফার্স্ট' নীতি যে ভাবে বিশ্ব বাণিজ্যের চেনা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তাতে ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য একরকম চাপ সৃষ্টি হয়েছিল।বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, এই ধরনের মন্তব্য ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারকৌশলেরই অংশ। মার্কিন মাটিতে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটাররা, যাঁদের সংখ্যা এখন লক্ষাধিক ছাড়িয়ে গেছে, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই বার্তার লক্ষ্য হতে পারে। ট্রাম্প জানেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী শুধু সংখ্যাতেই নয়, তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই তাঁদের আশ্বস্ত করে, ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্কের বার্তা দিয়ে ট্রাম্প নিজের অবস্থানকে মজবুত করতে চাইছেন।তবে এই রাজনৈতিক বক্তব্যের আড়ালে রয়েছে এক জটিল বাস্তবতা-চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যযুদ্ধ এবং বিশ্ব অর্থনীতির নতুন বিন্যাস। ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে তাঁর চীন-বিরোধী অবস্থান যে আরও কঠোর হবে, তাতে সন্দেহ নেই। সেই পরিস্থিতিতে ভারতকে ' উৎপাদন কেন্দ্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, বা দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব বাড়ানোই হতে পারে তাঁর মূল লক্ষ্য। ট্রাম্প সম্ভবত জানেন, ভারতকে পাশে না রেখে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্ত অবস্থান তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই এখন থেকেই কৌশলী বার্তা ছুড়ে দিয়ে ভারতের নেতৃত্বকে অনুকূল করে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছেন।তবে এই ইঙ্গিতের মধ্যেও কিছু গুরুতর সাবধানতার বিষয় রয়েছে। ভারতীয় কূটনীতিকে খেয়াল রাখতে হবে, যে কোনো চুক্তির আগে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার অর্থ এই নয় যে তা অন্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে। চুক্তির শর্ত, রপ্তানির সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তি স্থানান্তরের প্রশ্ন, ভিসা নীতির ন্যায্যতা-সবই হতে হবে স্বচ্ছ আলোচনার আওতায়। নতুবা একতরফা চুক্তি শুধু একপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে অপর পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যেটা অতীতে বহুবার ঘটেছে।আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-ভারতের বর্তমান সরকারও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে অত্যন্ত সক্রিয় এবং আত্মবিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে নিজেদের শর্ত বজায় রেখে আলোচনা করে। এই আত্মবিশ্বাসই ভারতের শক্তি, এবং সেই শক্তির ভিত্তিতেই ট্রাম্পের মতো নেতারাও ভারতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছেন।তবে ভারতের পক্ষে এটাও মনে রাখা জরুরি, আমেরিকান রাজনীতি পরিবর্তনশীল। আজ ট্রাম্প, কাল বাইডেন-পরে হয়তো আরও কেউ। কিন্তু ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান হতে হবে অবিচল ও স্বার্থকেন্দ্রিক। কোনও নির্দিষ্ট দলের বা নেতার সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘমেয়াদে লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে।এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের ' বাণিজ্য চুক্তি'র ইঙ্গিত একদিকে যেমন নতুন সম্ভাবনার জানালা খুলছে, তেমনি খুলছে সাবধানতার দরজাও। এটি এক দৃষ্টান্ত, কীভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী কৌশল পরস্পরকে প্রভাবিত করে। ভারতের পক্ষে এখনই সময় সেই সম্ভাবনা ও সতর্কতার ভারসাম্য রেখে, স্বার্থরক্ষায় পরিপক্ক কূটনীতির পথে হাঁটার।ট্রাম্পের বার্তা যত বড় হোক না কেন, ভারতের বাণিজ্যিক ভবিষ্য নির্ভর করবে তার কৌশলগত স্থিরতা ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতার উপর। ব্যালটের ভাষা যতই চমকপ্রদ হোক, বাস্তব কূটনীতি তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন, এবং তাতে কোনও মোহ নয়-প্রয়োজন বাস্তবতা ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টির।

ব্যালট বাক্সের ক্ষণিক লাভ, অথচ রাজ্যের স্থায়ী ক্ষয়ঃআত্মসমীক্ষার সময় এখনই

রাজনীতি মানে যদি হয় জনসেবার অঙ্গীকার, তবে আজকের বাস্তবতা যেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিটি ভোটের আগে সরকার তথা রাজনীতিকরা নানা প্রকল্প, প্রতিশ্রুতি এবং অস্থায়ী সুবিধা নিয়ে হাজির হন জনতার দরবারে। উদ্দেশ্য একটাই-ভোটারদের মন পাওয়া, ব্যালট বাক্সে কিছু সংখ্যার ফল নিজের পক্ষে টেনে নেওয়া। অথচ এই সাময়িক লাভের পেছনে যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ক্ষতি হয়ে চলেছে, তার দিকে ফিরেও তাকানোর সময় যেন নেই কারোর।রাজনীতির এই লাভ-ক্ষতির সমীকরণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজ্য নিজেই-তার কোষাগার, প্রশাসনিক ভারসাম্য, এবং সর্বোপরি জনগণের মৌলিক অধিকার। ভোটের আগে বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়ছে ভর্তুকি, এককালীন সাহায্য, নতুন প্রকল্পের ঘোষণা-কিন্তু অধিকাংশই দায়সারা ও পরিণতির কথা চিন্তা না করে শুধুই ভোট কৌশলের অংশ হিসেবে গৃহীত। বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতির অর্ধেকও কার্যকর হয় না, আর যেগুলো হয়, সেগুলোর আর্থিক ভার বহনের সক্ষমতা না থাকায় প্রভাব পড়ে মৌলিক পরিষেবার ওপর। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো-সব খাতেই কাটছাঁট করতে বাধ্য হয় সরকার, যার দীর্ঘমেয়াদি ফল ভোগ করে সাধারণ মানুষ।সাম্প্রতিক কালে বহু রাজ্য সরকার এমন প্রকল্প ঘোষণা করেছে যার অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহন করা কার্যত অসম্ভব, বিশেষ করে যখন রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহ স্থবির বা ঋণনির্ভর। কখনও মহিলা ভোটারদের জন্য ' নগদ স্থানান্তর', কখনও আবার শিক্ষার্থীদের জন্য ' ট্যাব' অথবা ' বিতরণ-প্রথমদিকে এগুলো মন কেড়ে নিলেও পরবর্তীতে তা হযে ওঠে কোষাগারে ঘাটতির অন্যতম কারণ। কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থা, অডিট রিপোর্ট কিংবা বিশ্ব ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক পর্যালোচনাতেও এই ধরনের ' বেনিফিট' সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা দেখা গেছে বারবার।কিন্তু প্রশ্ন হলো-এই সাময়িক রাজনৈতিক লাভ কি আদৌ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে খাপ খায়? একটি আধুনিক ও কার্যকর প্রশাসন গঠনের জন্য যেখানে প্রয়োজন স্থায়ী বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নযন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সেখানে সাময়িক খুশি বিলিয়ে রাজস্বের জোগান শুকিয়ে দেওয়া একপ্রকার আত্মঘাতী। আজকের দিনটি হয়তো ভোটে সুবিধা দিলো, কিন্তু কালকের দিনে তা পরিণত হলো আর্থিক দৈন্য ও জনগণের বঞ্চনায়।আরও একটি বিপজ্জনক দিক হলো-এই ভোট-কেন্দ্রিক খুশির রাজনীতিতে প্রশাসনিক কাঠামোও আক্রান্ত হচ্ছে। আমলারা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে রাজনীতিকদের ভোট কৌশলের যন্ত্রে পরিণত হচ্ছেন। প্রশাসনিক প্রকল্প ও প্রক্রিয়া যে নিরপেক্ষভাবে গৃহীত হওয়া উচিত, সেখানে রাজনৈতিক চাপেই অনেক সময় বিনিয়োগের দিশা

বাবা মদনমোহন দেবের রথ যাত্রায় মানুষের ঢল

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ জুন ঃ কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর বাবা মদনমোহন দেবের রথযাত্রা আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির থেকে বাবা মদনমোহন রথে করে আগামী সাত দিনের জন্য কোচবিহারের তার মাসির বাড়ি অর্থাৎ ডাংরাই মন্দিরে যাবেন। বিশেষ পুজোর পর রথের দড়ি টেনে রথযাত্রা শুভারম্ভ করবেন দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। ১৮৮৫-১৮৮৯ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ এই মদনমোহন মন্দিরের স্থাপনা করেছিলেন। এরপর থেকেই রাজ ঐতিহ্য মেনে রথযাত্রার দিন কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর বাবা মদনমোহন দেব রথে করে মাসির বাড়ি ডাংরাই মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই রথযাত্রা উপলক্ষে কোচবিহারের গুঞ্জবাড়ি সংলগ্ন ডাংরাই মন্দিরের সামনে সাত দিনব্যাপী মেলা হয়। ৭ দিন পর পুনরায় বাবা মদনমোহন দেব রথে করে ফিরে আসবেন মদনমোহন মন্দিরে। এই রথযাত্রা উপলক্ষে কোচবিহার শহরসহ প্রচুর মানুষের ভিড়। শুক্রবার বিকেল ৪.৫৫ মিনিটে বাবা মদনমোহন দেবের রথের দড়ি টেনে শুভ উদ্বোধন করেন জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। তার আগে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মদনমোহন বাড়িতে বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং এই পুজো করেন দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের সভাপতি তথা জেলাশাসক। এই বিশেষ পুজোয় অন্য ভোগের পাশাপাশি দেওয়া হয় পায়েস। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য রথের দড়ি ধরে রথযাত্রা উদ্বোধন করেন বরশি আর নেতা তথা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে করা নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল পুরো রাস্তাটি। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। রথের চাকা ঘুরতেই মানুষের ঢল যেন সব বাধা অতিক্রম করে একবার বাবা মদনমোহনের রথের দড়ি ছোঁয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাই ৮ থেকে ৮০ কেউই বাদ যায়নি। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে তাই কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির সামনে বসেছিল মেলার আসর। যদিও আগামী সাত দিন ডাংরাই মন্দিরের সামনে চলবে মদনমোহন দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথের মেলা।

২ ঘণ্টা কম সময়েই বাঁকুড়া থেকে হাওড়া,যাত্রা শুরু ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুন ঃ দু'ঘণ্টা কম সময়েই এবার বাঁকুড়া থেকে সরাসরি হাওড়া, শনিবার, মসাগ্রাম হয়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের যাত্রা চালু হচ্ছে। এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ জানান, পুরুলিয়া- হাওড়া ভায়া মসাগ্রাম নতুন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসটির চালু হবে শনিবার। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাতে সাঁতরাগাছিতে উদ্বোধনের পরই চালু হবে। ট্রেনটি ছাড়বে ১১.১৫ মিনিটে পুরুলিয়া থেকে। বাঁকুড়ার মানুষ উপকৃত হবেন! বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসটির উদ্বোধনের দিন ঘোষণা করেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি জানান, লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর মানুষের আস্থায় বজায় রাখতে বাঁকুড়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম। সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে বাঁকুড়ার। এই ট্রেনের হাত ধরে উপকৃত হবেন বাঁকুড়ার নিম্নভূমির অর্থাৎ ইন্দাস এবং সোনামুখীর এক বড় অংশের মানুষ। পুরুলিয়া থেকে হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের (ভায়া বাঁকুড়া) উদ্বোধনের দিন স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন সৌমিত্র খাঁ। বাঁকুড়া থেকে সরাসরি হাওড়া যাওয়ার ট্রেন চালু হলে আরও কম খরচে মানুষ কলকাতা পৌঁছাতে পারবেন। এর ফলে উপকৃত হবেন সমগ্র দক্ষিণ দামোদরবাসী। দক্ষিণ দামোদর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের তখন বর্ধমান শহরে পড়াশোনা করতে যেতে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা প্রতিদিন খরচ করতে হবে না। সেখানে এর থেকে অনেক কম খরচ হাওড়া হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কলকাতা পৌঁছে যেতে পারবে। মোট কথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ আর্থসামাজিক দিক থেকে এই এলাকার প্রভূত উন্নয়ন ঘটবে বলেই ধারণা সাধারণ মানুষের। বাঁকুড়া থেকে হাওড়া সরাসরি যাওয়া যাবে মসাগ্রামের উপর দিয়ে কর্ড লাইন দিয়ে। মসাগ্রামে মিশছে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ। বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে যেটা বর্তমানে বাঁকুড়া থেকে মসাগ্রাম পর্যন্ত চলে, এবার সেই ট্রেন লাইন সরাসরি সংযুক্ত হয়েছে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের সঙ্গে। এর ফলে যাত্রীদের যেমন ট্রেন বদল করার আর প্রয়োজন হবে না, অন্যদিকে মসাগ্রাম থেকে লাইন পার হয়ে অন্য ট্রেন ধরার ঝুঁকিও থাকবে না।

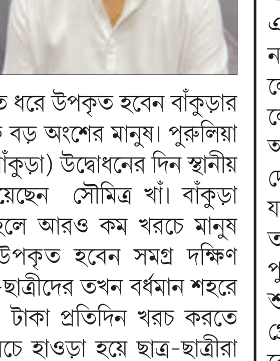

জিলিপির ভোগ নিবেদন, রথযাত্রায় তারাপীঠ পরিক্রমণ তারা মায়ের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ জুন ঃ তারাপীঠের রথযাত্রা এক ভিন্ন ধরনের। এলাকায় আগেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। কেন না এই পথ দিয়েই যে মা তারা রাজবেশে রাজ-রাজেশ্বরী সাজে রথে চেপে বের হবেন। ঘুরে দেখবেন গোটা তারাপীঠ। যদি রথের চূড়া ঠেকে কোথাও, তাহলেই তো ঘটবে বিপত্তি। আর সেই কারণেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মায়ের আগমনে। ঘড়ির কাঁটা দুপুর তিনটে ছুঁতেই চিঁড়ে, পাঁচ রকম মিষ্টি, ফল, কাঁঠাল- আম - আনারস দিয়ে ভোগ নিবেদনের পরে বিশেষ পুজো। রথ উপলক্ষে দেবীকে জিলিপির ভোগও নিবেদন করা হয়। রথ বের করার আগে বেনারসি কাপড় পরানো হয়। প্রাচীন প্রথা মেনে মা তারাকে অপরাজিতা, জবা, রজনীগন্ধা ফুলের বড় বড় মালা দিয়ে সাজান হয়। তারপরে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে মাকে বের করে মন্দিরের মূল প্রবেশ দ্বারের কাছে রাখা সুসজ্জিত রথে চাপান হয়। শুরু হয় যাত্রা। প্রথমে রীতি মেনে মা তারাকে মূল প্রবেশ দ্বার থেকে উত্তরমুখে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তর মুখে রথে চেপে দ্বারকা সেতু সংলগ্ন রামপুরহাট - সাঁইথিয়া রাস্তা ধরে রথ তারাপীঠের তিন মাথা মোড় হয়ে এগিয়ে যায়। এবং মা তারাকে রথে চাপিয়ে আবারও মন্দিরের মূল প্রবেশ দ্বারেই নিয়ে আসা হয়। সোজা এবং উল্টো রথ-দু'দিনই মা তারা অধিষ্ঠিত হন। বছরের এই দুটো দিনে মা তারা মন্দিরের বাইরে পরিক্রমা করেন। আর এর পাশাপাশি দুর্গাপুজোর পরে চতুর্দশীর দিন মা তারাকে বাইরে এনে বিশ্রাম মঞ্চে রাখা হয়। তারাপীঠের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, আনুমানিক ১৭৮০ সালে নাটোরের রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ প্রথম তারাপীঠে রথের প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতার আশালতা সাধুখাঁ নামে এক ভক্ত রথ-ঘর নির্মাণ করেন। সেই সময় কাঠের তৈরি একটি রথে মা তারাকে বসিয়ে গোটা তারাপীঠ প্রদক্ষিণ করানো হত। সেই সময় রথের রশিতে টান দেওয়ার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় করতেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল রেলপথের দ্রুত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করছে লুমডিং-বদরপুর পার্বত্য অংশে সংযোগ

মালিগাঁও, ২৭ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) লামডিং-বদরপুর পার্বত্য অংশের কেএম ১০৮ / ৬-৮ এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটি দ্রুত পুনরুদ্ধারের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, যা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে একাধিকবার ভূমিধসের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের জন্য, এনএফআরের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং মাঠ পর্যায়ের দলগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্য অংশে ট্রেন পরিষেবা দ্রুত পুনরায় চালু করতে সর্বাধিক জনবল এবং যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হোক। নিবিড় পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, ট্র্যাক ফিটিংয়ের জন্য পাহাড়ের ঢাল থেকে প্রায় ২০,০০০ ঘনমিটার মাটি অপসারণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১৪,১০০ ঘনমিটার ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ট্র্যাক এলাকা থেকে ৩,০০০ ঘনমিটার মাটি অপসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২,৮৫০ ঘনমিটার ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও, ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি ঢাল থেকে ১,২৭,০০০ ঘনমিটার মাটি সরানো হয়েছে। ড্রেনেজ উন্নতির ব্যবস্থাও চলছে, যার মধ্যে রয়েছে ৬০০ রানিং মিটার কাঁচা ড্রেন নির্মাণ এবং ৪০০ রানিং মিটার বিদ্যমান পাহাড়ি ঢালের ড্রেন পরিষ্কার করা। ঢাল স্থিতিশীল করার জন্য, ১২,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে জঙ্গল কাটা হয়েছে এবং ১,২০০ বর্গমিটার পাহাড়ি ঢাল অ-বোনা জিওটেক্সটাইল উপাদান ব্যবহার করে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সাইটটিতে একটি বিশাল কর্মী এবং ভারী যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড থাকা সত্ত্বেও, দলগুলি নিরলসভাবে কাজ করছে। পাহাড়ি ঢাল থেকে মাটি অপসারণের জন্য ৮০০ মিটার দীর্ঘ সরু এবং পিচ্ছিল রাস্তার ডাম্পার ব্যবহার করা হয, যা গতিকে ব্যাহত করছে। অতিরিক্তভাবে, ট্র্যাক থেকে পিছলে যাওয়া মাটি অপসারণের কাজ-বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে রাস্তা দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়- সেখানে আটটি খননকারী যন্ত্র ব্যবহার করে একাধিক হ্যান্ডলিং সহ ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। ট্র্যাকের বেশিরভাগ মেশিনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, অবশিষ্ট মাটি এখন ম্যানুয়ালি পরিষ্কার করা হচ্ছে কারণ অ্যাক্সেস করা কঠিন। স্থানে জেনারেল ম্যানেজারের উপস্থিতি জড়িত সকল কর্মীদের মনোবল বাড়িয়েছে, কারণ এনএফআর দৃঢ়তা এবং জরুরিতার সাথে এগিয়ে চলেছে। অসংখ্য লজিস্টিকাল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রেলওয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিভাগে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিরাপত্তা এবং পরিচালনার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়। পুনরুদ্ধার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কিছু ট্রেন বাতিল / আংশিক বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন চলাচল এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য যাত্রীদের অফিসিয়াল রেলওয়ে যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে আপডেট থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ট্রেন বাতিলকরণঃ** ট্রেন নং ১৫৬১৫ (গুয়াহাটি - শিলচর) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৬১৫ (গুয়াহাটি - শিলচর) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৬১৫ (গুয়াহাটি - শিলচর) এক্সপ্রেস। ১৫৬১১ / ১৫৬১২ (রাঙ্গিয়া - শিলচর- রাঙ্গিয়া) এক্সপ্রেস ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেন নং ১৫৬১৬ (শিলচর - গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ১৫৮৮৮ / ১৫৮৮৭ (গুয়াহাটি - বদরপুর- গুয়াহাটি) ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৬৪১ (শিলচর - নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস ২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেন নং ১৫৬৪২ (নিউ তিনসুকিয়া - শিলচর) এক্সপ্রেস ২৯ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করবে। **ট্রেনগুলির আংশিক বাতিলকরণ**-ট্রেন নং ০১৬৬৫ (রানী কমলাপতি - আগরতলা) ২৬ জুন, ২০২৫ তারিখে বিশেষ যাত্রা শুরু হবে- গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ থাকবে এবং গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে। ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করা ট্রেন নং ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ - সাব্রুম) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস লুমডিং-এ সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ থাকবে এবং লুমডিং ও সাব্রুম-এর মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে। ২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করা ট্রেন নং ১৩১৭৪ (সাব্রুম - শিয়ালদহ) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করা ট্রেন নং লামডিং থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ থাকবে এবং সাব্রুম ও লামডিংয়ের মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে। ২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করা ট্রেন নং ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ - সাব্রুম) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস লুমডিং থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ থাকবে এবং সাব্রুম ও লামডিংয়ের মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে। ১২৫০৪ (আগরতলা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) হামসফর এক্সপ্রেস, যা ২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করবে, কামাখ্যা থেকে স্বল্প সময়ের জন্য ছেড়ে যাবে এবং আগরতলা এবং কামাখ্যার মধ্যে আংশিকভাবে বাতিল থাকবে।

মানসাই এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা! দফায় দফায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ জুন ঃ আগ্নেয়াস্ত্র ৩ রাউন্ড গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের মানসাই এলাকা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিঃস্বার্থ মুক্তির দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে দফায় দফায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রাম বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রসঙ্গত গতকাল কোচবিহারের তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বারকোদালি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসাই বাজার এলাকার এক ব্যবসায়ীকে তার দোকান থেকে গ্রেপ্তার করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ জানায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মানসাই এলাকার একটি সারের দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে সারের দোকান থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ওই দোকানের মালিক আবু বক্কর সিদ্দিক নামে ব্যবসায়ীকে। খবর জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়, রাতেই আবু বক্কর সিদ্দিকীর মুক্তির দাবিতে থানায় জড়ো হলেও পরবর্তীতে তারা ফিরে যান তবে শুক্রবার সকাল হতেই আবার তার মুক্তির দাবিতে দুপুরের পর থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ মানসাই পুলিশ ফাঁড়ির সামনে উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নার্গিস পারভীনের দাবি - আবু বক্কর সিদ্দিকীকে গ্রামবাসী ও পরিবারের দাবি আবু বক্কর সিদ্দিকী মানসাই এলাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তিনি এই কাজের সাথে যুক্ত নন। পুলিশ তাকে মিথ্যে ভাসিয়েছে। একজন নিরপরাধ লোককে পুলিশ শুধুমাত্র পয়সার লোভে এবং প্রমোশনের লোভে এ কাজ করেছে। তিনি আরো বলেন গতকাল আমরা রাত বারোটা অবধি থানায় ছিলাম কিন্তু বড়বাবু দেখা করেননি তাই আমরা বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দাদাকে মুক্তি দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে। সরাসরি ভাবে পুলিশকে আক্রমণ করে তিনি বলেন পুলিশ কি চায়? শুধু টাকা খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়েছে। যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি আমরা কোনভাবেই এটা মেনে নিতে পারব না। ধৃত ব্যক্তির ভাস্তা রহমত আলী বলেন - গতকাল বিকেল সাড়ে চারটের সময় একজন কাকার কাছে কিছু নিতে আসে সেই সময় তিনি পুলিশ ইশারা করে আর পুলিশ এসে

একটি বস্তার ভিতর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানায় আমরা দেখতে চাইলে আমাদের দেখানো হয় না আমরা নামাজ পড়ে ফেরার সময় দেখি এই ঘটনা এক মিনিটের মধ্যে টেনে হিচড়ে আমার কাকাকে তুলে নিয়ে যায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে আমরা গতকাল অনেক রাত অব্দি মানসায় ফাড়িতে ছিলাম কিন্তু বড়বাবু দেখা করেননি। পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে পুলিশ যাতে তাকে নিঃস্বার্থভাবে মুক্তি দেয় তারাই দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধে নামেন পরিবারের লোকজন সহ গ্রাম বাসিন্দারা। বর্তমানে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। যদিও শেষ পর্যন্ত চরম অশান্তির পর পথ অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে এলাকা। পানি ও বাসিন্দারা মানসাই ফাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। পরবর্তীতে বিরাট পুলিশ বাহিনী গেলে তাদেরকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। যদিও ধৃত ব্যক্তিকে শুক্রবার তুফানগঞ্জ আদালতে তোলা হলে আদালত তাকে সাত দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে এ বিষয়ে এখনও পুলিশ আধিকারিকদের অনুরোধ কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উদ্ধার মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৭ জুন ঃ বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ। পাশে পড়ে রক্তমাখা বঁটি। স্ত্রী পারিবারিক বিবাদের জেরে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করেছিলেন বলেও খবর। সেই কথা জানার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি! তার থেকেই কি তিনি আত্মহত্যা করেছেন? সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ব্যক্তির নাম আশিস মুখোপাধ্যায়(৪৬)। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানা এলাকায়। আশিস মুখোপাধ্যায়ের একটি ওষুধের দোকান আছে বলে খবর। তাঁর বাড়ি আন্দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহাদিয়া গ্রামে। স্ত্রী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। বছর কয়েক আগে কৃষ্ণা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছিলেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু কিছুতেই ফল হয়নি। উপরন্তু কৃষ্ণা নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বলে আশিস জানতে পেরেছিলেন। তারপর থেকেই তিনি মুষড়ে থাকতেন বলে খবর। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর ওই বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা, দশম শ্রেণির ছাত্র, একমাত্র সন্তানকে নিয়ে থাকছিলেন আশিস।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Lakshmi Mukherjee Mondal W/o Shantanu Mukherjee ঠিকানা 47, Ghanashyam Banerjee Road, North Dumdum, Nimta, North 24 Parganas, Pin-700049 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

রাইটস লিমিটেড (ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
শিখর, প্লট নং ১, সেক্টর-২৯, গুরগাঁও - ১২২০০১
CIN: L74899DL1974GO1007227

নিম্নলিখিত পদ / বিভাগের জন্য পেশাদারদের প্রয়োজন

নিয়মিত ভিত্তিতে

ভিসি নং	পদ	পদের সংখ্যা	স্থান ও তারিখ
RG/16/25	ডিজিএম (সিভিল-বিএলটি বিশেষজ্ঞ)	০১	রাইটস অফিস- গুরগাঁও সাক্ষাৎকারের তারিখ- পরে জানানো হবে।
RG/17/25	ডিজিএম (পরিবহন অর্থনীতিবিদ)	০১	
RG/18/25	ডিজিএম (সিভিল-মেরিন স্ট্রাকচারাল এক্সপার্ট)	০২	
RG/19/25	সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল-প্ল্যানিং)	০২	লিখিত পরীক্ষা - স্থান ও তারিখ পরে জানানো হবে।
RG/20/25	সহকারী ব্যবস্থাপক (এসএইচই এক্সপার্ট)	০৪	
RG/21/25	সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল-হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেয়ার)	০১	
RG/22/25	সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল-রেল অ্যালাইনমেন্ট ডিজাইন)	০২	
RG/23/25	সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল-জিআইএস বিশেষজ্ঞ)	০১	
RG/24/25	সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল-বিআইএম মডেলার)	০৪	

চুক্তির ভিত্তিতে

CL/05-R2/25	সাইট অ্যাসেসর	০৬	লিখিত পরীক্ষা - স্থান ও তারিখ পরে জানানো হবে।

আবেদনের পদ্ধতি, পদ, পারিশ্রমিক, যোগ্যতা, বয়স, তারিখ ও স্থান, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে প্রার্থীরা RITES ওয়েবসাইট www.rites.com-এ ক্যারিয়ার বিভাগের অধীনে পোস্ট করা বিস্তারিত বিজ্ঞাপনটি দেখতে পারেন।

গ্যামাকো লিমিটেড
(পূর্বে ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২৫এ, এস.পি. মুখার্জি রোড, তৃতীয় তলা, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৫
CIN - L57339WB1983PLCO35628 যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩ ২৪৭৫০০৭৩
ই-মেইল- tradevisco@gmail.com ওয়েবসাইট- www.viscotradeassociates.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EOGM) ১৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে EOGM-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, এর অধীনে গঠিত নিয়মাবলী এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) অনুসারে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ /২০২৪, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের অন্যান্য পূর্ববর্তী MCA সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ /২০২৩, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১০২০২২, ৫ মে, ২০২২ তারিখের ০২ /২০২২, ৫ মে, ২০২০ তারিখের নং ২০/২০২০, ১৩ এপ্রিলের ১৭/২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং সহ। ২০২১ এবং নং ১৪/২০২১ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২১ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' নামে পরিচিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') এর সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪, এবং এই বিষয়ে SEBI কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলিকে সম্মিলিতভাবে (সেবি সার্কুলার) নামে পরিচিত করে কোনও সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি শুক্রবার, ২৭শে জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির EOGM নোটিশ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালার ধারা ১০২(১) এবং ধারা ১১০ এবং বিধি ২২ অনুসারে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সম্বলিত, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিরেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত। পূর্বোক্ত MCA এবং SEBI সার্কুলারের মাধ্যমে EOGM নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। EOGM নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.viscotradeassociates.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং CDSL এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪৪ নং নিয়ম মেনে, কোম্পানিটি EOGM-এ লেনদেন করা যেতে পারে এমন ব্যবসার ক্ষেত্রে CDSL-এর মাধ্যমে তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। EOGM-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া সভার নোটিশে পাওয়া যাবে। যে কোনও ব্যক্তি, যার নাম কাট-অফ তারিখে অর্থা শনিবার, ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যসুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে প্রদর্শিত হবে, তিনি EOGM-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে EOGM-এর তারিখ পর্যন্ত নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ইলেকট্রনিক মোডে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা উক্ত নথিগুলি পরিদর্শনের জন্য tradevisco@gmail.com ইমেল ঠিকানায় কোম্পানিকে চিঠি লিখুন।

রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫, সকাল ৯.০০ টা থেকে (১ম)
রিমোট ই-ভোটিং শেষর তারিখ এবং সময়	শুক্রবার, ১৮ জুলাই, ২০২৫, বিকাল ৫.০০ টা থেকে (১ম)

রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি পরবর্তীতে ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক নিষ্ক্রিয় করা হবে। প্রাসঙ্গিক আইন অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটদানের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পোস্ট করা হবে। সদস্যরা মনে রাখবেন যেঃ

ক. ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য ইওজিএমে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং করার পদ্ধতি ইওজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।

খ. ইওজিএম চলাকালীন ভিসি /ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইওজিএমে উপস্থিত সদস্যদের জন্যও ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ করা হবে, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোটদান করেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন।

গ. ইওজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ইওজিএমে যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

ঘ. নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থা শনিবার, ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের মধ্যে শেয়ার ধারণ করেন এমন যেকোনো ব্যক্তি, helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য CDSL-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে বিদ্যমান ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। EOGM চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং ভোটদান সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য মিঃ বাবু লাল পাটনিকে নিযুক্ত করা হয়েছে, যার প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.viscotradeassociates.in এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও প্রকাশ করা হবে। ফলাফল কোম্পানি স্টক এক্সচেঞ্জেও প্রেরণ করবে।

যেসব সদস্য এই EOGM-এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান, তারা ১১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৫.০০ (1ST) এর আগে তাদের নাম উল্লেখ করে DP/ ID এবং Client ID

ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর tradevisco@gmail.com ঠিকানায় তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। EOGM-এর জন্য সময়ের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে কোম্পানি প্রশ্ন এবং বক্তার সংখ্যা সীমিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

সদস্যদের EOGM নোটিশে উল্লিখিত দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। EOGM-এ অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে। ই-সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ভোটদানের জন্য, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ এবং ০২২-২৩০৫৮৫৪২৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যান্য প্রশ্ন/ অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিযা) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা,ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব),মুম্বাই -৪০০০১৩ ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠান অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠান অথবা টোলফ্রি নম্বরে কল করুন। ১৮০০ ২১ ০৯৯১১যেসব সদস্য এখনও পর্যন্ত তাদের ইমেল আইডিব্যাংকের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, অথবা তাদের ইমেল আইডিব্যাংকের বিবরণ আপডেট করতে চান, তাদের EOGM নোটিশ পাওয়ার জন্য তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারীর ক্ষেত্রে) এবং কোম্পানির RTA (ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারীর ক্ষেত্রে) এর সাথে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোলিও নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যান করা কপি এবং কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো ঠিকানার প্রমাণপত্রের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে নিবন্ধনপরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে,
গ্যামাকো লিমিটেডের জন্য
স্বা ।-
ঋষভ কুমার সিংহি
কোম্পানি সচিব
সদস্যপদ নং -A52762

স্থান- কলকাতা
তারিখ-২৮।০৬।২০২৫

পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে নতুন উদ্যোগে বাঘ সংরক্ষণে জোর

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়খণ্ড, ২৭ জুন ঃ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পথে এক বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড। দুই রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে স্থির হয়েছে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নিরাপদ বিচরণ ও প্রাকৃতিক বাসস্থানের সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনটি করিডর সংরক্ষিত করা হবে। এই করিডরগুলি শুধু দুটি রাজ্যের বাঘেদের বাসস্থান সংযোগ করবেই না, পাশাপাশি বৃহত্তর দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় বাঘ প্রজাতির জন্য একটি সুসংহত পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করবে। এই করিডর সংরক্ষণের প্রস্তাব আসে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি-র এক সমীক্ষার পর। সমীক্ষায় দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং ঝাড়খণ্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যবর্তী অরণ্য অঞ্চলগুলিতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গতিবিধির একটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে। তবে এই পথের মধ্যে মানুষজনের চাষবাস, বসতি, রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত বাধা থাকায় বাঘের অবাধ বিচরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এবার সেই সমস্যারই সমাধান করতে উদ্যোগ নিচ্ছে দুই রাজ্য। এই তিনটি করিডরের মধ্যে একটি থাকবে ঝাড়খণ্ডের পালামু টাইগার রিজার্ভ ও পশ্চিমবঙ্গের পিংলা রেঞ্জের মধ্যে। দ্বিতীয়টি ঝাড়খণ্ডের মেদিনীনগর অঞ্চল থেকে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি সংলগ্ন অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় করিডর তৈরি হবে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ও ঝাড়খণ্ডের রাঁচি বনাঞ্চলের মধ্যে। করিডরগুলি নির্বাচনের সময় দেখা হয়েছে, সেগুলি যেন পুরনো হাতি চলাচলের পথের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। কারণ, হাতি ও বাঘ উভয়েরই স্বাভাবিক বিচরণে সাহায্য করবে এই করিডর নেটওয়ার্ক। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দুই রাজ্যের বন দফতর ও পরিবেশবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে একাধিক পর্যায়ে বৈঠক করা হয়েছে। করিডরের মধ্যে যতটা সম্ভব সংরক্ষিত বনাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে যাতে কম সংখ্যক পরিবারকে স্থানান্তর করতে হয়। তবুও, কিছু কিছু এলাকায় বসবাসকারী পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এই পুনর্বাসনের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে। পরিবারগুলিকে নতুন ঘর, কৃষিজমি ও পুনরুজ্জীবনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োচিত। কারণ, সু ন্দরবন বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব এখন ক্রমেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। পাহাড় ও অরণ্য ঘেরা ঝাড়খণ্ড ও পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে একসময় বাঘের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বনভূমির ধারাবাহিক সংকোচন, অবৈধ বৃক্ষচ্ছেদন, খনি প্রকল্প ও রাস্তার সম্প্রসারণের ফলে বাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ও জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। করিডর সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঘদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ফলে নতুন প্রজনন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে বাঘের সংখ্যা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রও আরও সুসংহত হবে। তবে শুধু করিডর চিহ্নিত করলেই দায় শেষ হয় না। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই করিডরগুলির মধ্যে নজরদারি বাড়ানো, অবৈধ প্রবেশ রোধ, বন চোরাচালান আটকানো, গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, বন রক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং করিডরের অভ্যন্তরে রাস্তা নির্মাণ বন্ধের মতো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি বাঘের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে ক্যামেরা ট্র্যাপ ও স্যাটেলাইট মনিটরিং প্রযুক্তি। প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জন-অংশগ্রহণ। সরকার চাইছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা এই প্রকল্পের অংশীদার হোক। তাদের বনজ সম্পদের উপর অধিকার, স্বনির্ভরতা ও জীবিকানির্বাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে খেয়াল রেখেই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার সুযোগ, বনভিত্তিক পর্যটনের সুযোগ তৈরি করেও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রকল্পে সক্রিয় করা হবে।

দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ জুন ঃ বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল রাজেন্দ্রনগরগামী ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস। আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট স্টেশনের কাছে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এরপরেই ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি কোচের মাঝে ব্রেক বাইন্ডিং-এর ঘর্ষনে ধোঁয়া বের হয়। ট্রেনটি মাদারিহাটে থাকার সময় এটি ঘটে। তারপর চালক মুজনাই স্টেশনে নিয়ে যান ট্রেনটিকে। রেল দফতরের পক্ষ থেকে দমকলকে খবর দেওয়া হয়, তবে স্টেশনে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলেন রেলকর্মীরা। আতঙ্কে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন বহু যাত্রী। কিছুক্ষণ মুজনাই স্টেশনে থাকার পর ট্রেনটি ছাড়া হয়। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজি গৌতম জানান, অসম থেকে ট্রেনটি আসছিল। মাদারিহাট, মুজনাই স্টেশনে স্টপেজ নেই। কিন্তু হটা করে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার কারণে থামাতে হয় ট্রেনটি। বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। বড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও ধোঁয়ার কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। যদি কোনও বিপদ ঘটেনি।

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/০৭/২৫-২৬; তারিখ: ২৪-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** এপি-ইএল-০৭-২৫-২৬; **কাজের নাম:** নিউ কোচবিহার-এ বৈদ্যুতিক কাজের জন্য: ড্রেনেজ সহ পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন, সিসিটিভি -এর ব্যবস্থা, পণ্য অফিস সংস্কার এবং উন্নত আলোকসজ্জা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৩৬,৯৩,৬৪৭.৫০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭৩,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৩, তারিখঃ ২৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের এসএসই এসআইজি মালদা টাউনের সেকশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৬,৯৯,৩১৫/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৮৮,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Bedrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill: Dhulauri, P.O.- Bedrabad, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda-732210
eTender Notice

eTender has been floated for 41 (Forty One) Nos. of work under Bedrabad G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, **eTender No.- 05 (e)/BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 06 (e) /BGP/25-26, Dated: 25th June, 2025, 07(e)/BGP/25-26, Dated: 25th June, 2025** Bonafied contractors are requested to visit **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Bedrabad Gram Panchayat

ভ্রমণ

পুরুলিয়া-দিঘার সরকারি বাস একেবারে জঙ্গলের বুক চিরে চলবে

পুরুলিয়া থেকে সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে,দিঘা পৌঁছবে বিকাল তিনটেয়

সরকারি বাস পরিষেবা পাওয়া যাবে জঙ্গলমহল ও সমুদ্র সৈকত দিঘার মধ্যে। এবার জঙ্গলমহল থেকে দিঘার জগন্নাথ ধাম আরও কাছাকাছি হবে পুরুলিয়াবাসীর। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে মাত্র ২৪৫ টাকা ভাড়াতেই একেবারে জঙ্গল পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই সৈকত নগরী-সহ জগন্নাথ ধাম দর্শন হবে জঙ্গলমহলের জেলাগুলির।

সোমবার পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসস্ট্যান্ডের পুরুলিয়া-দিঘা ওই সরকারি বাসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই সরকারি বাসটি চলাচল শুরু করবে আগামী বুধবার থেকে। দিঘার জগন্নাথ ধামে আরও পর্যটক টানতেই রথযাত্রার প্রাক্কালে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের এই উদ্যোগ। তবে শুধু জঙ্গলমহল পুরুলিয়া থেকে জগন্নাথ ধাম বা সৈকত নগরী দিঘা নয়। খুব শীঘ্রই জঙ্গলমহলের জেলা বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম থেকেও সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হবে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডলের হাত ধরে এই সরকারি বাসের উদ্বোধন হয়।

এই অনুষ্ঠানে ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) আদিত্যবিক্রম মোহন হিরানি,

পুরুলিয়ার পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। চেয়ারম্যান বলেন, দিঘা এখন শুধু পর্যটনকেন্দ্র নয়। তীর্থক্ষেত্রও। জঙ্গলমহলের মানুষজন যাতে খুব সহজেই দিঘায় গিয়ে জগন্নাথ ধাম দর্শন করতে পারেন সেই কারণেই আমরা পুরুলিয়া থেকে এই সরকারি বাস পরিষেবা চালু করলাম। খুব শীঘ্রই বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম থেকেও দিঘা সরকারি বাস পরিষেবা চালু হবে। পুরুলিয়া থেকে এই বাসটি সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। দিঘা পৌঁছবে বিকাল তিনটেয়। ওই একই সময়ে দিঘা থেকে ছেড়ে এসে বিকাল তিনটেয় পুরুলিয়া ঢুকবে।

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সংস্থার দক্ষিণবঙ্গ-সহ সমগ্র রাজ্য মিলিয়ে ২৫টি ডিপো টার্মিনাস রয়েছে। প্রত্যেকটি ডিপো থেকেই দিঘা যাওয়ার সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত রয়েছে রাজ্যের। জগন্নাথ ধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বহরমপুর-দিঘা, তারাপীঠ- দিঘা, সিউড়ি-দিঘা, বর্ধমান- দিঘা নাইট সার্ভিস, কাটোয়া-দিঘা, কালনা-দিঘা দুর্গাপুর-দিঘা নাইট সার্ভিস, আসানসোল-দিঘা চালু হয়েছে। বর্ধমান-দিঘা ও দুর্গাপুর-দিঘা আগে থেকে সরকারি বাস পরিষেবা থাকলেও নাইট সার্ভিস সম্প্রতি চালু করেছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম। এবার জঙ্গলমহলের দুই জেলা ছাড়াও কৃষ্ণনগর- দিঘা সরকারি বাস পরিষেবা চালু করবে ওই নিগম। পুরুলিয়া-দিঘা নতুন বাস পরিষেবার উদ্বোধন হওয়ায় এবার এই পুরুলিয়া ডিপোতে মোট রুট হল ২৫ টি। আগে ২৪ টি রুট ছিল।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে দিঘার যেমন সরকারি ভলভো বাস চালু হয়েছে সম্প্রতি। একইভাবে পুরুলিয়া থেকেও একটি সরকারি ভলভো বাস দিঘা যাবে বলে জানিয়েছেন ওই নিগমের চেয়ারম্যান। এই অনুষ্ঠান থেকে পুরুলিয়ার পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি এই দাবি তোলার পরেই চেয়ারম্যান এ কথা ঘোষণা করেন।

পুরুলিয়া-দিঘার এই সরকারি বাসটি একেবারে জঙ্গলের বুক চিরে চলবে। এমনই তার রুট ঠিক করা হয়েছে। বরাবাজার, বান্দোয়ান, বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি, শিলদা, ঝাড়গ্রাম, লোধাশুলি, গুপ্তমনি, কেশিয়াড়ি, বেলদা, এগরা, কাঁথি হয়ে ওই বাশ দিঘা যাবে। এই বাস পরিষেবায় দিঘার পর্যটনের প্রসার হবে শুধু নয়। জঙ্গলমহলের পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে এই সরকারি বাস পরিষেবার মধ্য দিয়ে। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একেবারে জঙ্গলের বুক চিরে অসাধারন ল্যান্ডস্কেপের মধ্য দিয়ে এই সরকারি বাস পুরুলিয়া থেকে দিঘা যাবে। ফলে দিঘার সঙ্গে সঙ্গে এই জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকার পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে।

কটলো জট, রবিবার থেকে শুরু নাথু-লা পাস দিয়ে কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রা শুরু হবে

সিকিমে ধর্মীয় পর্যটনের রুদ্ধদুয়ার ফের খুলছে। আবহাওয়া ঠিক থাকলে রবিবার থেকে পূর্ব সিকিমের নাথু-লা পাস দিয়ে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হবে অভিযাত্রী দলের। ২০২০ সালে শেষ যাত্রা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, রবিবার গ্যাংটকে পৌঁছবেন প্রথম ব্যাচের ৫০ জন অভিযাত্রী। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং 'গার্ড অফ' করে তাঁদের স্বাগত জানাবেন। অভিযাত্রীরা ভারত সীমান্ত পার হবেন ২০ জুন। তার আগে চলবে উঁচু পাহাড়ি পথ পরিক্রমার প্রস্তুতি। সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্যার্থীদের জন্য চিকিৎসা ও নিরাপত্তার সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সিকিম পর্যটন দপ্তরের এক কর্তা জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় চিন সরকারের সম্মতিতে মানস সরোবর যাত্রা পথ খুলে যাওয়ায় ধর্মীয় পর্যটন সমৃদ্ধ হবে।সিকিম রাজ্য পর্যটন দপ্তরের সচিব সিএস রাও জানান, পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা, নিরাপত্তা এবং উচ্চতাজনিত সমস্যা সমাধানের সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্যাংটক ও নাথু-লায় তৈরি করা হয়েছে 'অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টার'। যেখানে অভিযাত্রীরা উচ্চতার ঝক্কি সামলে নিতে পারবেন। সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কৈলাস পর্বত তিব্বতের নাগারি প্রিফেকচারে অবস্থিত। পর্বতের চূড়ার উচ্চতা ২১,৭৭৮ ফুট। অভিযাত্রীরা কৈলাস পর্বতের

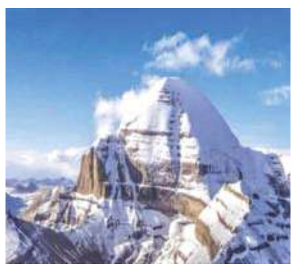

চারপাশের ৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করবেন। প্রদক্ষিণ শুরু হবে দারচেন থেকে। সেখানেই শেষ হবে। এটি ১৫,৩২০ ফুট উঁচু। সর্বোচ্চ বিন্দু দ্রোলমা গিরিপথ, উচ্চতা ১৮,৫৪০ ফুট। এটি প্রদক্ষিণে গড়ে তিনদিন সময় লাগে। প্রথম দিনের ট্রেকিং দারচেন থেকে দিরাপুক গোম্পা পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটার। দ্বিতীয় দিনে দিরপাউক থেকে জুতুলফুক পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটার পথ। শেষ দিনে দারচেনে ফিরে আসা।১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর প্রায় দুই দশক বন্ধ ছিল মানস সরোবর যাত্রা। ১৯৮১ সালে ভারত ও চিন সরকারের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে তীর্থযাত্রা শুরু হয়। এরপর ২০১৭ সালের ডোকলাম সংঘর্ষ, ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড অতিমারির জেরে নাথু-লা রুটে মানস সরোবর যাত্রা ফের বন্ধ হয়ে যয়। এবার সেই জট খু গেল। সিকিম প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাত্রা করবে। প্রতিটি দলে ৫০ জন অভিযাত্রী থাকবেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০টি দল যাবে। যাত্রার আগে প্রতিটি দলের সদস্যদের উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে নির্দিষ্ট সময় নাথু-লায় থাকতে হবে। এরপর অভিযাত্রী দল সীমান্ত অতিক্রম করবেন। নাথু-লা থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এই পথে ৩৫ কিলোমিটার ট্রেকিং রুট। বাকি পথ সড়কপথে গাড়িতে। কৈলাস পর্বতে পৌঁছতে ৫২ কিলোমিটার ট্রেক করতে হবে। সময় লাগে তিনদিন। নাথু-লা দিয়ে অভিযাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে ২১ দিন।

ব্রিটিশ আমলের কৃষ্ণনগরের জমিদার বাড়ি পর্যটনের নয়া ক্ষেত্র

একসময় নীলকর সাহেবরা সেই বাড়িতে রোজ যাতায়াত করতেন। অন্যান্য ইংরেজরাও যেতেন সেখানে। জমিদার বাড়িতে তখন ছিল আলাদা রোশনাই। বিলাসবহুল আসবাব, ঝাড়লণ্ঠন ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্রিটিশ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি বাড়ির দেওয়ালের রং ছিল টকটকে লাল। সাহেবদের ব্যবহার করা বিলাসবহুল জিনিসপত্র ওই বাড়িতে সাজানো থাকত। কৃষ্ণনগরের ওই জমিদারবাড়ির প্রতাপ ছড়িয়েছিল বহু দূর পর্যন্ত। ব্রিটিশ শাসন এখন অতীত। সেই জমিদারিপ্রথাও বিলীন হয়েছে অনেক কাল হল। বাড়ির সেই লাল রঙও এখন অনেকটাই ফিকে। তবু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাসাদ। এখন ওই বাড়িই পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম বিষয়। শুধু বাড়ি কেন? বিশাল বাগানও নজর কা।ে সাধারণ মানুষ ও আগত পর্যটকদের।নদিয়ার কৃষ্ণনগর বরাবরই ইংরেজ শাসনের সময় থেকে চর্চায়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও আন্দোলনের ইতিহাসও রয়েছে। সেই কৃষ্ণনগরের চর শম্ভুনগর গ্রামে আজও আলোচনায় বিশাল আকারের শতাব্দী প্রাচীন জমিদার বাড়ি। জানা যায়, কয়েক যুগ আগে ব্রিটিশ রাজত্বে ওই গ্রামে বসবাস করতেন মাত্র ২০০টি পরিবার। সেসময় গোবর্ধন আগরওয়াল নামে এক জমিদার তৈরি করেছিলেন এই বাড়ি। গ্রামের চেহারা এখন বদলে গিয়েছে। কয়েক হাজার পরিবারের বাস। এলাকার প্রবীণদের কথায় জানা যায়, কথিত আছে নীলকর সাহেবরা এই আবাসনে যাতায়াত করতেন। পরে জমিদারি চলে যাওয়ায় ওই বাড়িও বিক্রি হয়ে যায় বলে খবর। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই আবাসনে যাতায়াত করতেন সরকারি আধিকারিকরাও। কিন্তু পরে কাউকে আর দেখা যায় না। বিলাসবহুল আবাসনটির কিছু অংশ এখন ভগ্নদশা। তবে পর্যটকদের কাছে এই বাড়ির আকর্ষণ অনেকটাই বা।ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের আঁকাবাঁকা পথের চারপাশে রয়েছে খেজুরগাছ, তালগাছ-সহ প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য। পাশেই বয়ে যাচ্ছে জলঙ্গি নদী। পথ পেরিয়ে আবাসনে ঢুকলেই দেখা যাবে দু'পাশে রয়েছে রানি ভিক্টোরিয়ার আবক্ষ মূর্তি। ওই বাড়ির বাগানে রয়েছে ছোটব। অনেক গাছ। বাগানের মধ্যেও রয়েছে বাহারি ফুলের গাছ। বাগানের গাছে রয়েছে অসংখ্য পাখির বাস। বাড়ির মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় ব্রিটিশ আমলের জিনিসপত্র এখনও রয়েছে বলে খবর। এই বাড়িটি এলাকায় গ্রাম বাংলার ভিক্টোরিয়ার বাড়ি হিসেবেও পরিচিত বলে শোনা গিয়েছে। শীতের সময় বহু পর্যটক এখানে হাজির হন। বছরের অন্যান্য সময়েও প্রায় প্রতিদিন পর্যটকদের উপস্থিতি এখানে দেখা যায় বলে খবর।

এসসিও বৈঠকে বক্তব্য রাখার সময়ই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অজিত ডোভাল

বেজিং, ২৫ জুন ঃ নাম না করেই পাকিস্তানকে বিঁধলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। মঙ্গলবার বেজিংয়ে এসসিও-র নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের বৈঠকে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, সন্ত্রাসের সঙ্গে লড়াইয়ে দ্বিমুখী অবস্থান চলবে না। তিনি ইসলামাবাদের নাম না নিলেও মূলত পাকিস্তানকেই যে কাঠগড়ায় তুলেছেন তা পরিষ্কারই বোঝা গিয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। চিনের রাজধানী বেজিংয়ে গিয়েছিলেন ডোভাল। আর সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, সন্ত্রাসের যে কোনও রূপ, বিশেষত সীমান্তপারের হামলা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। লস্কর, জইশ, আল কায়দা, আইসিসের মতো জঙ্গি দলগুলি যে এখনও আন্তর্জাতিক আঙিনায় ত্রাস হয়ে রয়েছে সেকথাও বলেন ডোভাল। জানিয়ে দেন, কেবল জঙ্গি নিকেশেই

এর সমাধান মিলবে না। আর্থিক মদতের পথ থেকে উসকানির পরিকাঠামো সব গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আর সেজন্য একটি ' প্রতিরোধ পরিকাঠামো' গড়ে তোলবার আহ্বান জানান তিনি। এবং বলেন, সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কোনও রকম দ্বিমুখী অবস্থান নেওয়া একেবারেই চলবে না। তিনি বলেন, পহেলগাঁওয়ের হামলার দায় নিয়েছিল দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট যারা আদপে লস্করেরই ছায়া গোষ্ঠী। আর তারপরই ভারত অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে এর জবাবও দিয়েছে। এদিকে এদিনের বৈঠকের ফাঁকেই রুশ প্রতিনিধি আলেকজান্ডার বেনেডিক্টভের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও সারেন অজিত। প্রসঙ্গত, ভারত ছাড়াও এসসিও-র সদস্য দেশগুলি হল পাকিস্তান, চিন, রাশিয়া, ইরান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তেই মূলত এই গোষ্ঠীর গঠন। ২০০১ সালে এই গোষ্ঠীর জন্ম।

শীর্ষ কমান্ডারের মৃত্যু,প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ারি ইরানের

২৭ জন ঃ ইজরায়েলের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের শীর্ষ কমান্ডার আলি শাদমানির। খবরটি নিশ্চিত করেছে তেহরান। সেদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও এটি প্রচার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শাদমানির মৃত্যুর বদলা নেওয়ার হুমকিও দিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি মধ্যপ্রাচ্যে ফের একবার বাজবে যুদ্ধের দামামা? ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের তরফে জানানো হয়েছে, ' আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন শাদমানি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইজরায়েলি সেনা একটি অপরাধমূলক কাজ করেছে। আমরা এর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেব।' ১৩ জুন ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল। সেই সময় থেকেই প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। একদিন পর সেই আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে পালটা হামলা চালায় ইরান।

মার্কিন সেনাঘাঁটিতে প্রত্যাঘাতে আমেরিকাকে সপাটে চড়' হুঙ্কার খামেনেইয়ের

২ জুন ঃ কাতারে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত করে আসলে আমেরিকার গালে সপাটে চড় মারা হয়েছে। যুদ্ধবিরতির পর প্রথমবার মুখ খুলে হুঙ্কার দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। পাশাপাশি, তাঁর স্বগর্বে ঘোষণা, ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধে তেহরান জয়লাভ করেছে। এক্স হ্যান্ডেলে খামেনেই লেখেন, ' আগ্রাসনকে কড়া হাতে মোকাবিলা করেছে ইরান। এই যুদ্ধে তারা সরাসরি প্রবেশ করেছিল, কারণ আমেরিকা মনে করেছিল যে তারা সেরকম না করলে ইহুদি শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে.যাবে। দুর্ভাগ্যবশত এই যুদ্ধ থেকে তারা কিছুই অর্জন করতে পারেনি। এখানেও আমাদের ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিজয়ী.হয়েছে। এর মাধ্যমেই আমেরিকার গালে সপাটে চড় মারা হয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ করেও আমেরিকা কিছুই অর্জন করতে পারেনি। বড়সড় কোনও ক্ষতি আমাদের হয়নি।

১৩ জুন ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল। সেই সময় থেকেই প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। একদিন পর সেই আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে পাল্টা হামলা চালায় ইরান। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। মৃত্যু হয় ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি, ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডার এবং দুই শীর্ষ সেনা আধিকারিকের। প্রাণ হারান ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও পারমাণবিক গবেষণাকারী অন্তত ৯ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়ছে বলে জানিয়েছে ইরান। ইরানের প্রত্যাঘাতে বারবার কেঁপে ওঠে তেল আভিভ-সহ গোটা ইজরায়েল।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয় ২২ জুন। ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। ইরানের তিন পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালায় মার্কিন বায়ুসেনা। জবাবে মিসাইল ছুড়ে ইজরায়েলকে ঝাঁজরা করে দেয় তেহরান। আমেরিকাকে শিক্ষা দিতে সিরিয়া-কাতার-ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতেও হামলা চালায় ইরান। এর মধ্যেই সোমবার ভোর রাতে ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। আর সংঘর্ষবিরতির পর এই প্রথমবার মুখ খুললেন খামেনেই।

গোয়ালিয়র থেকে বেঙ্গালুরুর স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল পর্যন্ত নতুন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ কেন্দ্রী রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গোয়ালিয়র থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত একটি নতুন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি রেল ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।তিনি বলেন যে এই ট্রেনটি গোয়ালিয়র, গুনা এবং ভোপালের মতো মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে, যেখান থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ বেঙ্গালুরুতে যাতায়াত করেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশে ঐতিহাসিক রেলওয়ে অগ্রগতি তুলে ধরেনকেন্দ্রীয়.রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশ রেলওয়ে খাতে ঐতিহাসিক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছে। এক দশক আগে, রাজ্যটি প্রায় ৬০০ কোটি টাকার রেল বাজেট পেত, যেখানে এখন এটির জন্য ১৪,৭৪৫ কোটি টাকার রেল বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যটি ১০০ রেল বিদ্যুতায়ন অর্জন করেছে। গত ১১ বছরে, মধ্যপ্রদেশে ২,৬৫১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে - যা ডেনমার্কের মতো দেশের সমগ্র রেল নেটওয়ার্কের চেয়েও বেশি। রাজ্যের ৮০টি রেলওয়ে.স্টেশনে পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে, যার মধ্যে গোয়ালিয়র স্টেশনও রয়েছে, যা একটি স্বতন্ত্র স্থাপত্য নকশার সাথে তৈরি করা হচ্ছে। শ্রী বৈষ্ণব আরও উল্লেখ করেছেন যে গোয়ালিয়র এবং আগ্রার মধ্যে একটি নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করার প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে বেশ কয়েকটি বড় রেল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ১৮,০৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মনমাড-ইন্দোর নতুন রেল লাইন (৩০৯ কিমি),৩,৫১৪

কোটি টাকা ব্যয়ে ভুসাওয়াল-খাণ্ডোয়া তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন, ১,৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে মানিকপুর-প্রয়াগরাজ তৃতীয় লাইন এবং ১,০১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে রতলম-নাগদা তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন।গত এক বছরেই মধ্যপ্রদেশের জন্য ২৪,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রেল প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, যা রাজ্যের রেল মানচিত্রকে রূপান্তরিত করবে।আসন্ন সিংহস্থ কুম্ভের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে উজ্জয়িন স্টেশনের পুনর্নির্মাণের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে এবং তীর্থযাত্রীদের অসুবিধা এড়াতে অনুষ্ঠানের পরে কাজ শুরু হবে। ইন্দোর সহ আশেপাশের অন্যান্য স্টেশনগুলিতেও পুনর্নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে.চলেছে।নতুন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনের বিবরণট্রেন নম্বর ১১০৮৬ গোয়ালিয়র-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস প্রতি শুক্রবার বিকাল ৩,০০ টা.গোয়ালিয়র থেকে ছেড়ে যাবে এবং নাগপুর, কাচেগুড়া এবং ধর্মভারম অতিক্রম করার পর রবিবার সকাল ৭,৩৫ টায় বেঙ্গালুরুর স্যার এম. বিশ্বেশ্বর্য টার্মিনালে পৌঁছাবে। ফিরতে, ট্রেন নম্বর ১১০৮৫ প্রতি রবিবার বিকাল ৩,৫০ টায় বেঙ্গালুরু থেকে ছেড়ে মঙ্গলবার সকাল ১০,২৫ টায়. গোয়ালিরে পৌঁছাবে।ট্রেনটি নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে থামবে। শিবপুরী, গুনা, অশোকনগর, বিনা, ভোপাল, বেতুল, নাগপুর, সেবাগ্রাম, চন্দ্রপুর, বল্লারশাহ, সিরপুর কাগজনগর, কাজিপেট, কাচেগুড়া, মাহবুবনগর, গাদওয়াল, কুর্নুল সিটি, ধোনে, অনন্তপুর, ধর্মভারম, হিন্দুপুর এবং ইয়েলহাঙ্কা।কোচের গঠন,সাপ্তাহিক ট্রেনটিতে ২২টি এলএইচবি কোচ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ৪টি সেকেন্ড সিটিং কোচ,৪টি এসি ৩-টায়ার কোচ,৩টি এসি ৩-টায়ার ইকোনমি কোচ,২টি এসি ২-টায়ার কোচ,বাকি কোচগুলি স্লিপার ক্লাসের হবে। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন যাদব, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া, মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার স্পিকার শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমার এবং রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সাধারণ জনগণ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তত্ত্বাবধানে ২৯ জন রেল কর্মী ট্রেকিং-এ যাচ্ছে

গোরখপুর, ২৭ জুনঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে ২৯ জন রেল কর্মীর একটি দল হাম্পটা পাস এবং চন্দ্রতাল হিমাচল প্রদেশে ট্রেকিং করতে যাচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং পৃষ্ঠপোষকগERSA, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর তার শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রেকিং দলকে বিদায় জানান। তিনি বলেন যে এই ধরনের অভিযান রেল কর্মীদের মধ্যে দলগত মনোভাব এবং সম্প্রীতি তৈরি করে। এই ধরনের অভিযান রেল কর্মীদের মধ্যে মানসিক শক্তি এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং কম সম্পদে একসাথে কাজ করার এবং টিকে থাকার জন্য ধৈর্য এবং সাহস যোগায়।এই অনুষ্ঠানে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক, শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং দলের সদস্যদের জেনারেল ম্যানেজারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। এই ট্রেকিং অভিযানের সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন যে এই ধরনের অভিযান জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করে এবং জাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই অভিযানগুলি পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা এবং বোঝাপড়া ছড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন যে এতে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আহমেদাবাদে রথের শোভাযাত্রায় বেসামাল হাতি

আহমেদাবাদ, ২৭ জুন ঃ আহমেদাবাদে রথযাত্রায় ভয়ানক কাণ্ড। এ বার সেখানকার রথযাত্রার ১৪৮ তম বর্ষ। খাদিয়া এলাকায় রথের শোভাযাত্রায় থাকা তিনটি হাতি বেসামাল হয়ে বিপত্তি ঘটায়। তাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারেনি মাহুত। প্রাণের ভয়ে দৌড়তে শুরু করেন লোকজন। জানা গেছে, আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ১৪৮তম জগন্নাথদেবের রথযাত্রা চলাকালীন শুক্রবার এক ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল খাদিয়া এলাকায়। রথযাত্রার শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত তিনটি হাতি হঠাৎ বেসামাল হয়ে বিপত্তি ঘটায় বলে খবর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তায়.চলার সময়.হাতিগুলি হঠা করে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে অস্থির আচরণ করতে থাকে। তবে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত পশু চিকিৎসক দল ও বন দফতরের সহযোগিতায় হাতিগুলিকে শান্ত করা সম্ভব হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে সেগুলির অবস্থাও স্থিতিশীল করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এলাকার ভিড় সরিয়ে.দে। এই দ্রুত পদক্ষেপের ফলেই বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

বেপরোয়া ইকো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে এক নাবালক

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৭ জুন ঃ বেপরোয়া ইকো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে এক নাবালক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গোমতী জেলার উদয়পুরে। আহত নাবালকের নাম বিজয় নমঃ। বাড়ি উদয়পুরের চন্দ্রপুরে। বর্তমানে ওই নাবালক গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে টিআর০৭এফ-০৬৫ নম্বরের একটি ইকো গাড়ি চড়িলামের দিক থেকে উদয়পুরের দিকে আসছিল। তখন রাস্তায় ছিল চন্দ্রপুরের হরেকৃষ্ণ নমঃ এর ছেলে বিজয় নমঃ। বেপরোয়া ইকো গাড়িটি বিজয়কে ধাক্কা দেয়। রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত হয় বিজয়। সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজন তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে বিজয় বিপদমুক্ত হলেও তার আঘাত গুরুতর।

হিমাচল প্রদেশের যুবকের রহস্য মৃত্যু

শিমলা, ২৭ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলাতে এক যুবকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে টুটিকণ্ডি এলাকায় হোটেলের পাশের ভাড়া ঘরের সামনে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত যুবকের নাম শাহজাদ আলি (৩২), তিনি শিমলার এক হোটেলে কর্মরত ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন হাসপাতালে পাঠায়। শুক্রবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান , প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়া গেলেও ময়নাতদন্ত রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আহত মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল মেট্রো কর্মীরা

কলকাতা, ২৭জুন ঃ ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে, প্রায় ১১,২৫ ঘন্টায়, শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে প্রায় ২৬ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী গুরুতরভাবে পড়ে যান। তিনি সামান্য আহত হন। তার অবস্থা দেখে, কর্তব্যরত স্টেশন কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীরা তার সাহায্যে ছুটে আসেন। তাকে হুইল চেয়ারে তাৎক্ষণিকভাবে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।কিছুক্ষণ পর, মহিলা যাত্রী সুস্থ বোধ করেন এবং তার সাথে থাকা স্বামীর সাথে স্টেশন ত্যাগ করেন।তিনি এবং তার স্বামী স্টেশন ত্যাগ করার আগে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Name Change

I, Benazir Aman W/o, Mohammad Anishossain residing at R 117, Masjid Talab, Garden Reach, P.O.-Garden Reach, P.S.-Metiabruz, Kol-24, do hereby solemnly affirm that My son's name is Mohammad Ubaidullah, By mistake my son's name has wrongly recorded in my son's passport as Anis Mohammad Obaidullah in place of Mohammad Obaidullah.Henceforth be known as Mohammad Ubaidullah & Anis Mohammad Obaidullah both are same and one identical person vide affidavit no. 7500/25 date 28.06.2025 in the Court of Ld 1st Class Executive Magistrate at Howrah.

নাম পরিবর্তন

আমি Bapi Pandit মাতা Kanchan Pandit, ঠিকানা- গ্রাম- Dastipara ,পোস্ট- Raidogachia, থানা- Nadanghat, জেলা- Purba Bardhaman, রাজ্য- West Bengal ,পিন -৭১৩৫১৩. (আমার Original নাম- Bapi Pandit আমার ভোটার কার্ড গণ- KGX2273316তে আমার নাম Debashish Pandit মাতা Kanchan Pandit উল্লেখ আছে)গত ২৬.০৬.২০২৫ তাং Before the Ld. 1st Class judicial Magistrate at Kalna কোর্টের এর এফিডেভিট বলে আমি- Bapi Pandit মাতা- Kanchan Pandit ও Bapi Pandit এবং Debashish Pandit মাতা- Kanchan Pandit একই ব্যক্তি হলাম।

Same Name

I, BISWAJYOTI ROY CHOWDHURY S/o Late Debabrata Roy Chowdhury resident of Flat 4A, 11 Jodhpur Park, P.S. Lake, Kolkata-700068 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my name is BISWAJYOTI ROY CHOWDHURY as well as Biswajyoti Raychaudhuri which is recorded in my MBBS Degree Certificate, Registration Certificate,Passport(No. S-894132), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 23/06/2025. BISWAJYOTI ROY CHOWDHURY and Biswajyoti Raychaudhuri both are the same and one identical person.

Name Change

I, SK ALFAJ (old name) son of, SK.Asraf Ali residing at Hosenpur,P.O-Kamarkundu,P.S –Singur,District-Hooghly,PIN- 712407West Bengal.I have changed my name and shall henceforth be known ALFAJ ALI(new name) as declared before the vide affidavit in the court of LD.1ST Class Judicial Magistrate, Sadar Hooghly at Chinsurah No.1421 dated 10/03/2025. SK ALFAJ (old name) and ALFAJ ALI (new name) both are same and one identical person.

প্রেমে ছেদ, খুন প্রেমিকা! আত্মহত্যা প্রেমিকের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৭ জুন ঃ প্রেমে ছেদ। প্রেমিকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল প্রেমিক। ঘটনায় ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম ও তারাপীঠ থানা এলাকায়। পুলিশ প্রেমিকের বাবাকে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত প্রেমিকা নাম সুমিতা বায়েন (১৮) এবং প্রেমিক বিক্রম মাল (২০)। সুমিতার বাড়ি মাড়গ্রাম থানার বাতিনা গ্রামে। পার্শ্ববর্তী তারাপীঠ থানার খামেড্ডা গ্রামের বাসিন্দা ছিল প্রেমিক বিক্রম। সুমিতা ছিল বাতিনা সংলগ্ন বুধিগ্রাম হাইস্কুলে পড়াশোনা করত। সেখান থেকেই বিক্রমের সঙ্গে তার পরিচয়। পড়া ছাড়ার পর দুজনের মধ্যে ফোনালাপ চলত। দুই পরিবারও বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা অবগত ছিল। দুজনের ভালোবাসায় ছেদ ফেলেছে বছর দুয়েক আগে একটি খুনের ঘটনাকে নিয়ে। বছর দুয়েক আগে খামেড্ডা গ্রামে একটি খুনের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় নাম জড়ায় বিক্রমের। সুমিতা বিষয়টি জানতে পেরে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরপরই সুমিতার বাড়ি থেকে অন্যত্র মেয়ের বিয়ের ঠিক করে বসে। ঠিক ছিল চলতি বছরের ৬ জুলাই মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার তেলসুন্দি গ্রামে সুমিতার বিয়ে হবে। কিন্তু নাছোড় বিক্রম প্রতিনিয়ত সুমিতাকে ফোনে বিরক্ত করত। এরপর সুমিতার পরিবার খামেড্ডা গ্রামে গিয়ে বিক্রমের বাবা তপন মাল এবং মা মালতি মালকে মেয়ের অমতের কথা জানিয়ে আসে। সেই সঙ্গে জানিয়ে আসে সুমিতার অন্যত্র তারা বিয়ে ঠিক করেছেন। তারপরও বিক্রম ফোনে হুমকি দিয়ে বিরক্ত করতে ছাড়েনি। চারদিন আগে বিষয়টি তারাপীঠ থানা পর্যন্ত গড়ায়। থানায় উভয় পক্ষকে ডেকে মীমাংসা করে দেয়। ঠিক হয় বিক্রম আর বিরক্ত করবে না সুমিতাকে। এরপরেই বৃহস্পতিবার রাত ৯ টা নাগাদ ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাতিনা গ্রামে সুমিতাদের বাড়িতে যায় বিক্রম। সে সময় সুমিতা খেয়ে হাত ধুতে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল। সেই সুযোগে বিক্রম সুমিতাকে ধরে পেটে একের পর এক ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। সুমিতা কোন রকমে রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটে বাড়িতে ঢুকে বিষয়টি জানায়। পরিবারের লোকজন তৎক্ষণাৎ তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে ঘটনার পরেই পালিয়ে যায় বিক্রম। শুক্রবার সকালে তারাপীঠ থানার সাহাপুর গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে থাকা একটি কাঠ মিলের মধ্যে বিক্রমের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সুমিতার কাকিমা অপর্ণা বায়েন বলেন, বিক্রমের পরিবারের মদতে সুমিতাকে বিরক্ত করত বিক্রম। আমরা ওর পরিবারের সকলের শাস্তি চাই। ঘটনার পর দুই পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশের জালে দুই জাল নোট কারবারী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুন ঃ ৫০০ টাকার জাল নোট নিয়ে বাজার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দুই যুবক। ধৃত দুই যুবকের নাম গোলাম খান ও দুলাল

হাসান মল্লিক। ধৃত দু'জনেরই বাড়ি বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার লালবাঁধ গ্রামে। ধৃতদের কাছ থেকে আরও বেশ কয়েকটি জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ঘটনার নেপথ্যে বড় কোনও জাল নোট চক্রের হাত থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল বাঁকুড়ার তালডাংরা বাজারে একটি জাল নোট নিয়ে বাজার করতে যায় ওই ব্লকেরই লালবাঁধ গ্রামের বাসিন্দা গোলাম খান ও দুলাল হাসান মল্লিক। সন্দেহ হওয়ায় দোকানদার বিষয়টি তালডাংরা থানায় জানান। তারপরই পুলিশ দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। চলে তল্লাশি। তল্লাশিতেই দুই অভিযুক্তের কাছ থেকে আরও বেশ কয়েকটি জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এরপরই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ মনে করছে এর পিছনে বড় কোনও জাল নোট চক্রের হাত থাকতে পারে। এই বিষয়ে আরও তথ্য হাতে পেতে চাইছে পুলিশ। এদিনই তাঁদের খাতড়া মহকুমা আদালতে তুলেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ভিনধর্মের বিয়ে! তরুণী গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ জুন ঃ তরুণী গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা পূর্ব বর্ধমানের গলসী ২ ব্লকের কুড়মুনা চন্দনপুর গ্রামে। ঘটনাস্থলে বিরাট পুলিশবাহিনী। এলাকাবাসী বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুই ধর্মের যুবক-যুবতী আজ থেকে আট মাস আগে প্রেম করে বিয়ে করে। ছেলেটির নাম, প্রীতম নন্দী। মেয়েটির নাম, সুলতানা পারভিন(সাথী)। তার বাপের বাড়ি গলসীরই কুরকুবা আস্থরন গ্রামে। তাঁরা জানান, এই বিয়েতে মেয়ের বাড়ির মত ছিল না। বিয়ের পর মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতো। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সম্প্রতি ওই নববিবাহিত বধূ ফোনে বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের অনুমান, মেয়েটি জানিয়েছিল তাঁর উপর অত্যাচার হচ্ছে। গ্রামবাসীরা জানান, সেইমত বৃহস্পতিবার মেয়ের বাবা, মা, পিসি একটি গাড়ি করে খন্ডঘোষ বিধানসভার কুড়মুনা চন্দনপুরে আসে। সে সময় উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ ছেলে, ছেলের বাবা ও বোন গাড়ি ভাঙচুর ও মারধর করে। মেয়েটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। গ্রামবাসী শেখ ইয়াসিন ও মণিরুলের অভিযোগ, পুলিসে খবর দিলেও পুলিস বিষয়টি আদালতে মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দেয়। এদিকে শুক্রবার সকালে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানান, মেয়ে সকালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতার একাংশ ছেলের বাড়ি চড়াও হয়। ছেলেটিকে মারধর করা হয়। সে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অনুমান, মেয়েটির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশবাহিনী এলাকায় উপস্থিত হয়। এলাকায় পুলিস পিকেট রয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিস সুপার অর্ক ব্যানার্জি জানান, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তদন্ত চলছে। সবটাই এখন প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তদন্ত শেষ হলে জানান হবে। এদিকে মেয়ের বাবা- মা গলসী থানায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তার মা মেহেরুন্নেসা খাতুন জানান, পরশু মেয়ে গোপনে ফোন করে। কাল মেসেজ করে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য কাকুতি মিনতি করে। নিয়ে যেতে এলে ছেলে, তার বাবা ও বোন সবাইকে মারধর করে। গাড়ি ভাঙচুর করে। টানাপোড়েনে মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার দাবি, তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চারজন মিলে খুন করেছে। তাদের শাস্তি চাই।

বাঁকুড়ায় তৈরি হচ্ছে দেড় কেজি ওজনের জিলিপি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুন ঃ ইতিহাস বলে, প্রাচীন সময়ে মিশরীয়রা একটি মিষ্টি বানাতেন যার নাম ছিল জালাবিয়া। ১৪০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে

শুরু হয় জিলিপির চল। হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছেন! মিশরের জালাবিয়া-ই হল জিলিপির আদি রূপ। সেই কবে থেকে জিলিপি প্রতিটা উৎসব এবং মেলার মূল আকর্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম, রথযাত্রায় জিলিপি না হলে ঠিক জমে না। সেই কারণে বাঁকুড়ার মিষ্টির দোকানগুলিতে তৈরি হচ্ছে অতিকায় জিলিপি। এক একটি জিলিপির আকার ৭০০ গ্রাম থেকে শুরু করে এক কেজি, দেড় কেজি ওজনের। মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত। রথযাত্রা মানেই এক মহা উৎসব। পুরী ছাড়াও, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রথযাত্রা পালন করা হয়। বিশেষ করে, বাংলার সর্বত্র রথযাত্রা ঘিরে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। পাড়ায়-পাড়ায় রথ টানার ছবিও চেনা। অনেক এলাকায় রথ উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। বাঁকুড়া জেলা তার ব্যতীত নয়। বাঁকুড়া জেলায় রথের উন্মাদনা এক অন্য পর্যায়ে পৌঁছায় প্রতিবছর। সেই উন্মাদনাকে ঘিরে চলে নানান ক্ষুদ্র ব্যবসা। জিলিপি এবং পাঁপড় তার মধ্যে অন্যতম। বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া যাচ্ছে 'জাম্বো জিলিপি'। এক থেকে দু কিলো সাইজের একটি ছোট চাকার সমান অতিকায় জিলিপি তৈরি হচ্ছে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন জুনবেদিয়া গ্রামের এক প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে।

ব্যবসায়ীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুন ঃ মালদার গাজোলে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক আম ব্যবসায়ীর। এরপর ওই মৃত্যু ব্যক্তিকে অ্যাম্বুলেন্সে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে। জানা গেছে মৃতের নাম মানিক সরকার (৪৫)। দুর্ঘটনাটি ঘটে আলাম পুর ১২ নং জাতীয় সড়ক এলাকায় শুক্রবার বেলা ১০ টা নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন শুক্রবার ব্যবসায়ী আম বিক্রি করে টোটো নিয়ে ফিরছিলেন। তার বিপরীত মালদার দিক থেকে গাজোলে পথে একটি ডাম্পার গাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা মেরে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। টোটো চালকের উপর দিয়ে ডাম্পার গাড়িটি চাপিয়ে চলে যায়। আর এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।

১০ ঘণ্টা পাওয়ার ব্লক, টানা ২ দিন বাতিল মোট ২৭ লোকাল!

শিয়ালদহের নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা

কলকাতা, ২৭ জুন ঃ আবার বাতিল লোকাল ট্রেন। টানা ২ দিন শিয়ালদহ-দমদম শাখায় বাতিল থাকবে বহু ট্রেন। নিত্যযাত্রীদের জন্য চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শিয়ালদহ - দমদম সেকশনে ১০ ঘণ্টার ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। যার জেরে বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল ট্রেন। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ২৮ জুন শনিবার রাত সোয়া ১০টা থেকে ২৯ জুন রবিবার সকাল সোয়া ৮টা পর্যন্ত, মোট ১০ ঘণ্টা, শিয়ালদহ ও দমদম জংশনের মাঝে ৩ ও ২৭ নম্বর ব্রিজের গার্ডার বদল সংক্রান্ত কাজ চলবে। ফলে আপ ও ডাউন লাইনে ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক করা হবে পুরো সময়টা। ২৮ জুন শনিবার বাতিল থাকবে ১৪টি লোকাল ট্রেন। আর ২৯ জুন রবিবার বাতিল থাকবে ১৩টি ট্রেন। **২৮ জুন শনিবারের বাতিল ট্রেন**- ১) আপ শিয়ালদহ - নৈহাটি ৩১৪২৯, ৩১৪৩৫, ৩১৪৪৫, ৩১৪৪৭ ও ডাউন ৩১৪৩৬, ৩১৪৩৮, ৩১৪৪৪, ৩১৪৪৬ ২) আপ শিয়ালদহ - রানাঘাট ৩১৬০১, ৩১৬২৩, ৩১৬২৯, ৩১৬৩১ ও ডাউন ৩১৬০২, ৩১৬৩৬ ৩) আপ বিধাননগর - ব্যারাকপুর ৩১২৬১ ৪) আপ শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর ৩১২৩৯ ও ডাউন ৩১২৩৮ ৫) ডাউন বারাকপুর - শিয়ালদহ ৩১২৩৬ ৬) আপ দমদম - বারাকপুর ৩৩২৩১ ও ডাউন ৩৩২৩২ ৭) আপ দমদম - গোবরডাঙ্গা ৩৩২৭১ ৮) আপ শিয়ালদহ - বনগাঁ ৩৩৮৫৯ ৯ ডাউন ৩৩৮৫৮ ৯) আপ শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ৩৩৫৩৩ ও ডাউন ৩৩৫৩৮ ১০) আপ শিয়ালদহ - শান্তিপুর ৩১৫৪১ ও ডাউন ৩১৫৩৮ ১১) আপ শিয়ালদহ - গোবরডাঙ্গা আপ ৩৩৬৮৫ ও ডাউন ৩৩৬৮৬ ১২) ডাউন শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর সিটি ৩১৮৩৮ ১৩) আপ শিয়ালদহ - বারাসাত ৩৩৪০১, ৩৩৪৪৭ ও ডাউন ৩৩৪০২, ৩৩৪৩৬ ১৪) আপ শিয়ালদহ - দত্তপুকুর ৩৩৬২১ ও ডাউন ৩৩৬২৮। **২৯ জুন রবিবারের বাতিল লোকাল**- ১) আপ শিয়ালদহ - নৈহাটি ৩১৪৭১, ৩১৪১৫ ও ডাউন ৩১৪১২ ২) আপ শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর সিটি ৩১৮১৫, ৩১৮১৭ ও ডাউন ৩১৮১২, ৩১৮১৮ ৩) আপ শিয়ালদহ - কল্যাণী সীমান্ত ৩১৩১১, ৩১৩১৩, ৩১৩১৫ ও ডাউন ৩১৩১২, ৩১৩১৪, ৩১৩১৬ ৪) আপ শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর ৩১২১৩, ৩১২২১ ও ডাউন ৩১২১৪ ৫) আপ শিয়ালদহ - শান্তিপুর ৩১৫১৩ ও ডাউন ৩১৫১২, ৩১৫১৪ ৬) আপ শিয়ালদহ - গেদে ৩১৯১৩ ও ডাউন ৩১৯১২ ৭) আপ শিয়ালদহ - রানাঘাট ৩১৬১৫, ৩১৬১৭ ও ডাউন ৩১৬১২, ৩১৬১৪ ৮) আপ শিয়ালদহ - বনগাঁ ৩৩৮১৩, ৩৩৮২১ ও ডাউন ৩৩৮১৮, ৩৩৮২২ ৯) আপ শিয়ালদহ - হাবরা ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩ ও ডাউন ৩৩৬৫২ ১০) আপ শিয়ালদহ - দত্তপুকুর ৩৩৬১৩ ও ডাউন ৩৩৬১২, ৩৩৬১৬ ১১) আপ শিয়ালদহ - হাসনাবাদ UP ৩৩৫১৩ ও ডাউন ৩৩৫১৪ ১২) ডাউন বারাসাত - শিয়ালদহ ৩৩৪৩২ ১৩) আপ বারাসাত - দত্তপুকুর ৩৩৩৫৭ এর পাশাপাশি রুট নিয়ন্ত্রণ করা হবে বেশ কিছু ট্রেনের। শনিবার ডাউন ৩৩২৮২ হাসনাবাদ-দমদম লোকাল সেইদিন শিয়ালদহ পর্যন্ত বর্ধিত রুটে চলবে। শিয়ালদহ থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যে ৭টা বেজে ০৫ মিনিটে। সেটি ৩৩২৭১ দমদম - গোবরডাঙা লোকালের নির্ধারিত টাইমিং অনুযায়ী চলবে। শনিবার ডাউন ৩১৯২৬ গেদে - শিয়ালদহ লোকাল ব্যারাকপুর পর্যন্ত চলবে। রবিবার আপ ৩১৯১১ গেদে লোকাল ব্যারাকপুর থেকে ছাড়বে। শনিবার ডাউন ৩৩৮৫৬ বনগাঁ - শিয়ালদহ লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট চলবে। রবিবার ৩৩৮১৫ বনগাঁ লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে। শনিবার ডাউন ৩১৫৪০ শান্তিপুর - শিয়ালদহ লোকাল নৈহাটি পর্যন্ত চলবে। রবিবার আপ ৩১৫১১ শান্তিপুর লোকাল নৈহাটি থেকে ছাড়বে। শনিবার ডাউন ৩৩৮৬০ বনগাঁ - শিয়ালদহ লোকাল বারাসাত পর্যন্ত চলবে। রবিবার ৩৩৬৫১ হাসনাবাদ লোকাল বারাসত থেকে ছাড়বে। আর আপ ৩১৮০২ শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর সিটি মাতৃভূমি লোকাল শনিবার রানাঘাট পর্যন্ত চলবে।

মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা উৎসবে অসংখ্য ভক্তের সমাগম

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ২৭ জুন ঃ মায়াপুর ইসকন পরিচালিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব

উপলক্ষ্যে অসংখ্য ভক্তের সমাগম মায়াপুর জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন রাজাপুরে। শুক্রবার দুপুরে মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরামের সুসজ্জিত তিনটি রথ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছায় ইসকন মায়াপুর মন্দির প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচায়। সেখানেই জগন্নাথ দেব সুভদ্রা ও বলরামকে নিয়ে থাকবেন সাত দিন। এক সপ্তাহ কাটিয়ে পুনরায় ফিরে যাবেন মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও শুক্রবার সকাল থেকেই ভক্তদের সমাগম ঘটতে থাকে মন্দির নগরী মায়াপুর রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির এলাকায়। ভগবান জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তদের জনজোয়ারে ভেসে যায় মায়াপুর। অপরদিকে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সার্বিক সুরক্ষার দিকে নজর রাখতে সতর্ক ছিল স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। মায়াপুর ইসকন মন্দির পরিচালিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে আগত লক্ষাধিক দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। জগন্নাথ দেবের রথের রশি স্পর্শ ও দর্শন করতে এইদিন বিশেষ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে। ভক্তদের সার্বিক সুরক্ষার দিকে নজর রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি সদা সতর্ক ছিল মায়াপুর ইসকন মন্দিরের নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন সন্ধ্যায় রাজাপুর থেকে জগন্নাথ দেব সহ তিনটি রথ ইসকনের প্রবেশ করার আগেই পুলিশ ও ইসকনের নিজস্ব সুরক্ষা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ সহ গোটা এলাকাকে। এছাড়াও দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় ইসকন কর্তৃপক্ষের তরফে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, সকলের ভালোলাগা এবং ভালোবাসার একমাত্র পাথেয়। রথযাত্রার দিনই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে আসেন রাজপথে। কেননা তিনি যে ভক্তবৎসল। ভক্তদের মনোবাসনা পুরনের জন্য দর্শন দেন। সকলের কল্যাণের জন্য তার এই পন্থার অবলম্বন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য তার কাছে অবারিত দ্বার। বিশ্বের ১০০ টি দেশের প্রায় ৮০০ ছোট বড় শহরের পাশাপাশি এই রাজ্যের শতাধিক জায়গায় রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয় ইসকনের তত্ত্বাবধানে। রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে এই দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নদীয়ার জেলা শাসক এস অরুন প্রসাদ, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, রুক্মিণী মৈত্র, জেলা সভাধিপতি মীর তারান্নুম সুলতানা, জেলা বিচারক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মাইথন ড্যামে ডুবে মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মাইথন, ২৭ জুন ঃ ধানবাদের কুসুমবিহার থেকে ছয়জন বন্ধুর সঙ্গে মাইথন ড্যামে ঘুরতে এসে বিহারের আরঙ্গাবাদের বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সী পিন্টু চৌধুরী। ওই যুবক ড্যামে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মাইথনের ছটঘাটে। জানা যায় ছয় বন্ধু একটি গাড়িতে করে ধানবাদ থেকে মাইথন ড্যামে পৌঁছান ঘুরতে সেখানে ড্যামে স্নান করতে নামেন সবাই মিলে। সেই সময় হঠাৎই পিন্টু চৌধুরী ডুবে যেতে থাকেন। তার বন্ধুরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি। মাইথন পুলিশের সহযোগিতায় স্থানীয় নৌকা চালক এবং ডুবুরিরা প্রায় দুই ঘণ্টার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পিন্টুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মাইথন পুলিশ মৃতদেহটি ডিভিসি-র বিপি নিয়োগী হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। পিন্টুর বন্ধু রোহিত শর্মা এবং শ্রবণ কুমাররা জানিয়েছেন, তারা বিহারের আরঙ্গাবাদ থেকে ধানবাদের তাদের বন্ধু পৃথ্বীরাজ গোছরের বাড়িতে এসেছিলেন। পিন্টু আরঙ্গাবাদে অটো পার্টসের ব্যবসা করতেন। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর পৃথ্বীরাজ গোছর, সন্তোষ শর্মা,ভিকি কুমার-সহ ছয় বন্ধু মাইথন ড্যামে ঘুরতে আসেন। স্নানের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সূত্রের খবর, ছয় বন্ধুই নেশার অবস্থায় ছিলেন, যা এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবহন করে চলেছে সেনবাড়ি

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৭ জুন ঃ বহরমপুরে প্রাচীন দুর্গা পুজো বললে প্রথমেই মনে পড়ে সেন বাড়ির পুজোর কথা। খাগড়া নতুন বাজার এলাকার সেন বা।রি পুজো বংশ পরম্পরায় আজও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। আনুমানিক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পুজোর সূচনা করেন রাধাকৃষ্ণ সেন। ফি বছর সোজারথের দিন প্রতিমার কাঠামো পুজোই এবাড়ির রীতি। সেই রীতি মেনে এবারও সোজা রথের দিন হয়েছে কাঠামো পুজো। খড়ের কাঠামোয় মাটি লেপে দিয়েছেন পুরোহিত ও প্রতিমা শিল্পী। ঠাকুরদালানেই তৈরি হবে প্রতিমা। এক চালার সাবেকি প্রতিমার মহালয়ায় হবে চক্ষুদান।

রূপনগর গ্রামে চারাগাছ বিতরণের অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২৭ জুন ঃ রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়র্ডের অন্তর্গত রূপনগর গ্রামের রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

আয়োজনে আজ অর্থাৎ ২৭ জুন, শুক্রবার, ২০২৫ তারিখে রূপনগর প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সম্মুখে কালিমন্দির প্রাঙ্গণে একটি চারাগাছ বিতরণের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ১০০ টি অত্যন্ত উন্নত মানের পেয়ারার চারা এবং ১০০ টি তিন রকম প্রজাতির গাছ সহ মোট ২০০ টি চারাগাছ বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা শ্রী মনোরঞ্জন পাইক,সভাপতি শ্রী অপূর্ব কুমার যোদ্দার, সহ সভাপতি শ্রী গৌতম কুমার বিশ্বাস, সম্পাদক শ্রী বিজন কুমার মণ্ডল, প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী শান্তিনাথ দে, ঘাসিয়াড়া রূপনগর আশা কালচারাল সোসাইটির সম্পাদক শ্রী তপন মণ্ডল, ১১ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী কৃষ্ণপদ মণ্ডল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, রূপনগর প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সম্পাদক শ্রী রবীন বর্মণ, সোসাইটির বরিষ্ঠ সদস্য শ্রী দেবাংশু মণ্ডল, শ্রী বিধানচন্দ্র মণ্ডল, কল্যাণ দাশ শর্মা সহ আরও বহু বিশিষ্ট সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব উষ্ণায়নকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করতে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা সবার বক্তব্যে ফুটে ওঠে। সবাই অনুরোধ করে বলেন এই চারাগাছ শুধু রোপণ করলে হবে না এর যথাযথ সংরক্ষণ ও যত্ন নিতে হবে। শ্রীমতী রীতা যোদ্দার, শ্রীমতী রীতা সাহা, শ্রীমতী অঞ্জলি মণ্ডল, শ্রীমতী ছায়া রাণী গায়েন, শ্রীমতী সুমনা নস্কর সহ আরও অনেক সদস্যা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সম্প্রতি তার নিজস্ব ভূমি ক্রয় করেছে। এই চারাগাছ বিতরণ শেষ হলে পৌরপিতা সহ সোসাইটির সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেই স্বপ্ন ভূমিতে যান এবং সেখানে ৪ টি দীঘার ঝাউয়ের চারাগাছ রোপণ করেন। রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একটি বিরল ব্যতিক্রমী মানবকল্যাণ অভিমুখী সোসাইটি। সারা বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে মানবিক সেবাকার্য তারা সম্পন্ন করে থাকে। বার্ষিক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক রবীন্দ্র- নজরুল সন্ধ্যা, বস্ত্র বিতরণ, চারাগাছ বিতরণ, মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিজনের পাশে বরাভয় নিয়ে দাঁড়ানো, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান সহ আরও নানাবিধ মানবকল্যাণকর কাজ করে থাকে। আগামী দিনেও সোসাইটি তার এই জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখবে। সভাপতি উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করেন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শুক্রবার হাওড়ার বেলগাছিয়ায় এক অনুষ্ঠানে রথের রশিতে টান দিয়ে সূচনা করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-05/2025-26 (2025_ZPHD_870952_1)
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 2 no works. Last date of documents download & bid submission is **07 th July 2025 at 18:30 p.m.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ডিএলএসএমএলডিটি এনএফআর০২২০২৫-২০২৬, তারিখ ঃ ২৩-০৬-২০২৫। **স্থান সহ কাজের নামঃ** ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ও পক্ষ থেকে "কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ লাভের সময় থেকে (০৩) তিন মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার নথিতে দেওয়া হয়েছে। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৫,২৫,২০০/- টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৩০,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়** ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ, **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যেতে পারে।
সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/০৮/২৫-২৬ তারিখঃ ২৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার নং. এপি/ইএল/০৮/২৫-২৬। কাজের নামঃ** নিউ কোচবিহারের বিদ্যমান রাণিং কক্ষ (পুরোনো এবং নতুন) এবং ক্রু লবীতে সুবিধা ও পরিকাঠামোর বৃদ্ধি/উন্নতকরণের জন্যে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২০,৫৭,৫৭৫.৮৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪১,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২২-০৭-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ২২-০৭-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম /ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সহায়ক ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভয়াবহ ২ পথ দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ২৭ জুন ঃ ফুলবাড়িতে ঘটে গেলো পরপর দুটি মর্মান্তিক ও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। একদিকে দুধ বোঝাই ট্যাঙ্কারের সাথে পাথর বোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ, অপরদিকে পেট্রোল বোঝাই ট্যাঙ্কারে সাথে মালবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ। এখনো পর্যন্ত একজন গাড়ি চালকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত সহকারী চালক সহ তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি জাতীয় সড়কের আমাইদিঘী ও ব্যাটেলিয়ান মোড় এলাকায়। ভিন রাজ্য থেকে আসা গাড়ি চালকরা রাতভর গাড়ি চালানোর ফলে হঠাৎ গাড়ি চালকদের চোখে কিছুটা ঘুমের ঝোঁক লেগে যায়, আর সেই ঘুমের ঝোঁকের ফলে ঘটে যায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা। ঠিক একইরকম ভাবে ফুলবাড়িতে ঘটে গেল এমনই ২টি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। গোটা ঘটনার তদন্তে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১৯, তারিখঃ ২৬.০৬.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **ক্র.নং-১; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৩-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/বালাসোর/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে সেফটি ফেন্সিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, অন রুটে ১৩০ কিমি. প্রতিঘণ্টা বা তার বেশি গতিবিশিষ্ট, খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে হাইট গজ ও ড্রেনের সংস্থান সমেত পুশিং টেকনিক সহ ১০টি আরসিসি বক্স (২.৫মিটার x ২.৫ মিটার) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১৭,৪৩,৯৬,৬৬০.৮৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১০,২২,০০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **ক্র.নং-২; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৪-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** (১) এডিইএন (সাউথ) খড়্গাপুরের অধিক্ষেত্রে সেফটি ফেন্সিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, অন রুটে ১৩০ প্রতিঘণ্টা বা তার বেশি গতিবিশিষ্ট, খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে হাইট গজ ও ড্রেনের সংস্থান সমেত পুশিং টেকনিক সহ ২২টি আরসিসি বক্স (২.৫মিটার ২.৫ মিটার) নির্মাণ। (২) এডিইএন (সাউথ) খড়্গাপুরের অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের খড়্গাপুর-রূপসা সেকশনে পুশিং টেকনিক দ্বারা বর্তমান পাইপড় ব্রিজের (১০টি) বদল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪৩,১৯,৬৫,৫৩৭.৬৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৩,০৯,৮০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ২৪ মাস। **ক্র.নং-৩; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৫-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ) খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে মাইনর ও মেজর ব্রিজের (ওআরএন-৩) ক্যাটিগরি শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৯১,০৪,২০৯.৬৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪৫,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং-৪; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৬-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইন বালাসোর-এর অধিক্ষেত্রে বালাসোর জেলায় রূপসা-রাণীতাল সেকশনে রেলওয়ে জমির মিউটেশন, মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদির যথাযথ পরিবর্তন, মিউটেশন করা রেলওয়ে জমির সমীক্ষা এবং রেলওয়ে লাইন বাউন্ডারি ম্যাপ সরবরাহ (১ম ফেজ) (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪৬,৭৫,০০০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯৩,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **ক্র.নং-৫; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৬-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** ডিইএন ওয়েস্ট খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টরের স্ব-চালিত রেল কাম রোড/মোবাইল এফবিডব্লু প্লান্টস, সরঞ্জাম, উপকরণ ও জিনিসপত্র ব্যবহার করে সেস-এ ৬০ কেজি ৯০ইউটিএস রেলসমূহের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং (৩য় কল)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫২,২৬,৩৩৬.৮১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,০৪,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং-৬; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৭-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/ঝাড়গ্রাম-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-টাটা সেকশনে ৩ বছরের জন্য এএমসি সহ ব্রিজ নম্বর ১১৪ আপ-এর ওয়াটার লেভেল মনিটরিং-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৭৪,৯০১.০৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখঃ** ১৭.০৭.২০২৫ (ক্র.নং ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য) এবং ২২.০৭.২০২৫ (ক্র.নং ৫ ও ৬-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ০৩.০৭.২০২৫ থেকে ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য) ও ০৮.০৭.২০২৫ থেকে ২২.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা (ক্র.নং ৫ ও ৬-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ**- সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-326)

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
Advt. No.: R/06/2025 dated June 12, 2025
ইনস্টিটিউট নিম্নলিখিত পদের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে **অনলাইনে আবেদনপত্র** আহ্বান করছেঃ
(১) **পেশাদার প্রশিক্ষণার্থী (লাইব্রেরি)** - ৮টি পদ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং আপডেট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions
অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ **১২-০৭-২০২৫**
CBC 21255/12/0009/2526
নিবন্ধক/Registrar

দুই নদীর সাঁড়াশি আক্রমণে ভিটে মাটি হারানোর আশঙ্কায় ১৫০ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ জুন ঃ 'নদীর পাড়ে বাস, চিন্তা বারো মাস', এই কথাটি যে কতটা সত্যি, তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ছিট বড়লাউকুঠি গ্রামের চান্দেরমাটি এলাকার বাসিন্দারা। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ারের সংকোশ এবং গঙ্গাধর নদীতে জলস্ফীতির জেরে ব্যাপক পাড় ভাঙন শুরু হয়েছে। তাতেই গ্রামবাসীদের রাতের ঘুম উড়ে গেছে। বর্ষা যত এগিয়ে আসছে, বিপদগ্রস্তদের চিন্তা ততই বাড়ছে। প্রাণে বাঁচতে অনেকেই দু-তিনবার অন্যত্র ভিটে সরিয়ে নিয়েছেন। তবুও রেহাই নেই। নদী ক্রমাগত এগিয়ে আসায় বাসিন্দাদের অনেকের শেষ সম্বল আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। যে জমি খাবারের জোগান দিত, সেও আজ আর নেই। ফলে কৃষিজীবী গ্রামবাসীরা রুটিরুজির তাগিদে নিঃস্ব হয়ে শ্রমিক বনে গেছেন। গ্রামবাসীরা জানান, সেচ দফতরের তরফে অবিলম্বে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে জরুরী ভিত্তিতে ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। স্থানীয় বাসিন্দা কথায়, 'কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয়। দেড় বিঘা আবাদি জমির মধ্যে এ বছর এক

বিঘা আবাদি জমি ফসল সহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরিবার সারাবছর কী খাব তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। প্রশাসন থেকে এর আগে এসে কয়েকবার দেখে গেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এদিকে, তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দফতরের আধিকারিক সৌরভ সেন জানিয়েছেন, ভাঙ্গন রোধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অনুমোদন মিললেই সেই কাজ শুরু করা হবে। অসম সংলগ্ন ছিট বড়লাউকুঠি গ্রাম। সংকোশ এবং গঙ্গাধর নদী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গোটা গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নদী ভাঙনের ফলে অস্তিত্ব সংকটে চান্দের মাটি এলাকার অসংখ্য কৃষিজীবী পরিবার। নদীতে জলস্ফীতির জেরে নতুন করে এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রবল ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙনের জেরে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছে ১৩০-১৫০টি পরিবারের। ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য অনেকে বাড়িঘর কিছুটা দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁদের সামর্থ্য নেই, তাঁরা রয়ে গেছেন নদীর পাড়ে।

ডুরান্ড কাপে অংশ নিচ্ছে না মুম্বই সিটি এফসি

মুম্বই, ২৭ জুনঃ গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নয়া সিজনের জন্য দল গোছাতে শুরু করেছে প্রত্যেকটি ফুটবল ক্লাব। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছে আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগের দল গুলি। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক হাইপ্রোফাইল বিদেশি ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে সকলের। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত করতে মরিয়া প্রত্যেকে। সেক্ষেত্রে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির নাম। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নয়া ফুটবলার চূড়ান্ত করাই নয়লের বেশকিছু ফুটবলারদের বদল করার ও পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। সেটাই হয়েছে পরবর্তীতে। বিশেষ করে গত মরসুম শেষ হওয়ার পর থেকেই একের পর এক ফুটবলারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শুরু করেছিল দেশের বানিজ্য নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদেশি ফুটবলার নয়। সমান ভাবেই দল থেকে বাদ পড়তে শুরু করেছিলেন একাধিক দেশীয় ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই নয়া মরসুমে কিরঘিজ কোচ পেট্র ক্র্যাটকির তত্ত্বাবধানে এবার যে নতুন করে সেজে উঠতে চলেছে রনবীর কাপুরের ফুটবল ক্লাব সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল সকলের কাছেই। সেইমতো গত কয়েকদিনে তাঁদের নজরে থাকা একাধিক ফুটবলারদের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়ে নিতে শুরু করেছিল ম্যানেজমেন্ট। সেইসাথে তাঁদের দলের হয়ে খেলে যাওয়া বেশকিছু ফুটবলারদের ও দলে ফেরানোর পরিকল্পনা ছিল সিটি ম্যানেজমেন্টের। সেইমতো এবার মুম্বই ফিরেছেন জর্জ পেরেইরা দিয়াজ। বছর কয়েক আগে এই ফুটবল দলের জার্সিতেই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার। এবার ও তাঁর উপরেই ভরসা রাখল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল আয়োজিত হওয়া নিয়ে রয়ে গিয়েছে ব্যাপক ধোঁয়াশা। যা নিঃসন্দেহে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সকলকে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এবার আসন্ন ডুরান্ড কাপ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। নয়া তথ্য অনুযায়ী এবারের এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেবে না মুম্বই সিটি এফসি। এমনকি সমস্ত কিছু স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি ও শুরু করবে না আইএসএল জয়ী এই ফুটবল দল। পূর্বে ডুরান্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বেঙ্গালুরু এফসি থেকে শুরু করে এফসি গোয়া, কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়িন এফসি, ওডিশা এফসির মতো ফুটবল দল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল এই হেভিওয়েট দল।

টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার-প্লের নিয়মে রদবদল আনল আইসিসি

দুবাই, ২৭ জুনঃ আইসিসি পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বেশ কিছু নিয়মে সম্প্রতি পরিবর্তন এনেছে। যার মধ্যে অন্যতম বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ধরার নিয়ম। এবার আইসিসি সূত্র জানা গিয়েছে, পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পাওয়ার-প্লেতেও পাল্টানো হয়েছে নিয়ম। এর আগে বৃষ্টি বা অন্য কোনও কারণে ইনিংসের ওভারসংখ্যা কমলে পাওয়ার-প্লে কত ওভারের হবে, সেটা হিসাব করা হতো ওভারসংখ্যার হিসাবে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী ইনিংসে ওভারসংখ্যা কমলে পাওয়ার-প্লে কত ওভারের হবে, সেটা হিসাব করা হবে বলের হিসাবে। আইসিসির বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, মোট ওভারসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ ওভার পাওয়ার-প্লে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ২০ ওভারের ইনিংসে পাওয়ার-প্লে হয় ৬ ওভারের। কোনও কারণে ইনিংসে ওভারসংখ্যা কমলে পাওয়ার-প্লের ওভারসংখ্যাও কমানো হয়। সেটি বলের হিসাবে হত না এতদিন, দেখা হত পূর্ণ ওভার সংখ্যার ভিত্তিতে। এবার ২ জুলাই থেকে পূর্ববর্তী নিয়মের পরিবর্তন হবে বলে জানা গিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী বল সংখ্যার ভিত্তিতে ঠিক হবে পাওয়ার-প্লে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, কোনও ইনিংসে ওভারসংখ্যা কমিয়ে ৮ ওভারে নামিয়ে আনা হল, তখন পাওয়ারপ্লে হবে ২.২ ওভারের। বর্তমান নিয়মে ৮ ওভারের ইনিংসে পাওয়ার-প্লে

থাকে ২.২ ওভার, যেটা ইনিংসে মোট ওভার সংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। নতুন নিয়মেও ইনিংসে কমে আসা মোট ওভার সংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ ওভার পাওয়ার-প্লে হবে, তবে সেটা ওভার সংখ্যার হিসাবে নয়, হবে ইনিংসে মোট বল সংখ্যার হিসাবে। এক্ষেত্রে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, কোনও ইনিংসের ওভারসংখ্যা কমিয়ে ৯ ওভারে নামিয়ে আনা হল। তখন ৯ ওভারের এই ইনিংসে পাওয়ার-প্লে হবে ২.৪ ওভারের, যেটা ইনিংসে মোট ওভারসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। ৯ ওভারের ইনিংসে মোট বৈধ ডেলিভারিসংখ্যা ৫৪, যার ৩০ শতাংশ ১৬.২। পাওয়ার-প্লেতেও (২.৪ ওভার) খেলা হবে ১৬ বল। বর্তমান নিয়মে এই হিসাবটি বল সংখ্যা দিয়ে করা হয় না, ওভার সংখ্যা দিয়ে করা হয়। যেমন ২০ ওভারের ইনিংসে যেহেতু ৬ ওভার পাওয়ার-প্লে, সেটা আসলে ইনিংসে মোট ওভারসংখ্যার ৩০ শতাংশ ওভার। সংশোধিত এই নিয়ম সম্পর্কে আইসিসি তাদের সদস্য দেশগুলিকে বলেছে, এই নিয়ম ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে অনেক বছর ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে ওভারের মাঝে পাওয়ার-প্লে শেষ হলেও খেলোয়াড় কিংবা অফিশিয়ালদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না। ৮ ওভারের উদাহরণ অনুযায়ী, তৃতীয় ওভারের দুই বলের পর আম্পায়াররা জানিয়ে দেবেন শেষ হয়েছে পাওয়ার-প্লে। এরপর আরও তিন ফিল্ডার বৃত্তের বাইরে যেতে পারবেন। এর পাশাপাশি ছেলেদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরও কিছু পরিবর্তন এনেছে আইসিসি। এর মধ্যে রয়েছে টেস্টে স্টপ ক্লক নিয়ম কার্যকর করা, লালা মাখানো বল পাল্টানোর বাধ্যবাধকতা নেই, ডিআরএসে দ্বিতীয় রিভিউ। এর আগে বলে লালা মাখানো হলে সেই বল পরিবর্তন করা হত। নতুন নিয়ম অনুযায়ী এখন থেকে আর বল পরিবর্তন করা হবে না। কিছু নিয়ম ইতিমধ্যে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (২০২৫-২৭) নতুন চক্রে কার্যকর হয়েছে।

সুনীল ছেত্রী ফিরেও হল না শেষ রক্ষা, গোল খরায় ভুগছে ভারত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এক সময় যেই ভারতীয় ফুটবল দলকে এশিয়ার সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে দেখা হতো, আজ সেই দলের অবস্থা গভীর সংকটে। হংকং বিপক্ষে ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ০-১ ব্যবধানে পরাজয় যেন ভারতীয় ফুটবলের ক্রমাবনতির এক নির্মম চিত্র তুলে ধরল। এই হারের ফলে ভারত এখন ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩৩ নম্বরে, যা গত এক দশকে দেশের অন্যতম খারাপ অবস্থান। গত ১৬ ম্যাচের মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র একটিতে। এই ম্যাচে হারের ধাক্কাটা আরও তীব্র ছিল কারণ ভারতের হার নিশ্চিত হয় ম্যাচের ৯৪তম মিনিটে। গোলরক্ষক বিশাল কাইথ বক্সে মাইকেল উডেবুলুজরকে ফাউল করার পর হংকং-এর স্টেফান পেরেইরা সহজেই পেনাল্টি থেকে গোল করেন। ভারতের খেলা ছিল সুযোগের অপচয়। আশিক কুরুনিয়ান এক নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করেন। এমনকি অবসর ভেঙে ফেরা ৪০ বছর বয়সী সুনীল ছেত্রীও কাছ থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। শেষ দুই বছরে ভারতীয় দল মোটে পাঁচটি গোল করতে পেরেছে, যা আক্রমণভাগের দুরবস্থাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ছেত্রীর ফেরাটা কিছুটা আশার আলো জাগালেও, একা তার অভিজ্ঞতা আর লড়াকু মানসিকতা দিয়ে এই দুর্বল দলটিকে তলানি থেকে টেনে তোলা সম্ভব নয়। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে দলের মধ্যে নেই কোনো পরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজি, নেই কোন সৃষ্টিশীলতা কিংবা ধারালো আক্রমণ। এশিয়ার ৪৬টি দেশের মধ্যে ভারত এখন ২৪ নম্বরে

ভিয়েতনাম, কিরগিজস্তান, এমনকি লেবাননের চেয়েও পিছিয়ে। ২০১৮ সালে ভারতের অবস্থান ছিল অনেক উজ্জ্বল। তখন র‍্যাঙ্কিংয়ে তারা ছিল ৯৬ নম্বরে এবং জর্ডান, ওমানের মতো দলের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ত। অথচ আজ সেই জর্ডান বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে এবং এশিয়ান কাপের ফাইনালে খেলছে। ভারত? গোল খুঁজতেই হিমশিম খাচ্ছে। কিন্তু শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও অব্যবস্থা, বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরেছে ভারতীয় ফুটবলকে। জাতীয় দলের কোচিং স্টাফ পরিষ্কার নয়। ক্লাব ও জাতীয় দলের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি যেন ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্মম পরিহাস। সবচেয়ে হতাশার বিষয় হল, ভারতীয় ফুটবলে এখন আর কোনো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। নেই কোন ধারাবাহিক যুব উন্নয়ন কর্মসূচি, নেই প্রতিভা তুলে আনার উপযুক্ত কাঠামো। আইএসএল কিংবা অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো নিয়মিত আয়োজন হলেও, সেই প্রতিযোগিতার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য যথেষ্ট নয়। ভারতীয় ফুটবলের সেই স্বর্ণালী মুহূর্ত ২০১১ এশিয়ান কাপে খেলা, কিংবা ২০১৯ এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্বে থাইল্যান্ডকে হারানো এখন শুধু স্মৃতির পাতায়।

বিরাট-রোহিতকে নিয়ে সিডনিতে উন্মাদনা তুঙ্গে, চার মাস আগেই ময়দান হাউসফুল!

সিডনি, ২৭ জুনঃ অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ট্যুরের শুরুয়াত একদিনের সিরিজ দিয়ে। শেষ টি-২০-তে। হাতে এখনও চার মাস বাকি। কিন্তু তার আগেই তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচ, যা সিডনিতে অনুষ্ঠিত হবে, তার টিকিট ইতিমধ্যে ফাঁকা! সৌজন্যে স্থানীয় ভারতীয়দের অপরিসীম উন্মাদনা? উত্তরঃ না। তাহলে অস্ট্রেলীয় সমর্থকদের উত্তেজনা? জবাবঃ তাও না। আসল নায়ক দুজন। একজন বিরাট কোহলি। অন্যজন রোহিত শর্মা। দুই মহাতারকা টেস্ট ক্রিকেটকে সম্প্রতি বিদায় জানিয়েছেন। টি-২০ থেকেও গত বছর সরে দাঁড়ান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলছেন কেবল একদিনের ক্রিকেট। তাই অস্ট্রেলিয়া সিরিজের নির্ণায়ক লড়াই হতে পারে যে ম্যাচ, সেই সিডনির দ্বৈরথে দুই ক্রিকেটারকে চোখে দেখার সুযোগ হারাতে নারাজ তামাম ক্রিকেট অনুরাগী। আর এই কারণে সিডনি জমজমাট, এসসিজি হাউসফুল! উল্লেখ্য, বিরাট ও রোহিত দুজনেই কেরিয়ারের প্রান্তবেলায়। প্রায় পিঠোপিঠি টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। বিরাট আইপিএল জিতলেও তারপর ক্রিকেট থেকে আপাতত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। রোহিত সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। হাজির থাকছেন বেশ কিছু অনুষ্ঠানে, সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন পডকাস্টে। এককথায়, অবসর-উত্তর জীবনে দুজন দুটো আলাদা ধারা বেছে নিয়েছেন। এই আবহে একদিনের ক্রিকেট একমাত্র লড়াইয়ের মঞ্চ। আর সেখানে 'রো-কো' জুটিকে খেলতে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় অস্ট্রেলিয়া। টিকিট 'সোল্ড আউটে'র খবর তারই প্রমাণ। এই বিষয়ে আয়োজনের দায়িত্বে থাকা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শীর্ষকর্তা জোল মরিসন বলেন, ''ভারতীয় সমর্থকদের উত্তেজনা দেখে আমরাও শিহরিত। বিরাট ও রোহিতকে সামনে থেকে খেলতে দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে রয়েছে। সিডনি ম্যাচের ব্লকব্লাস্টার হওয়ার সমস্ত মশলা রয়েছে।'' বস্তুত, উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছে সিডনির ভারতীয় ফ্যান ক্লাব। একদিকে 'ভারত আর্মি' একাই দায়িত্ব দিয়ে কয়েক হাজার টিকিট বেচেছে, যাতে সিডনির ময়দান টিম ইন্ডিয়ার স্লোগান-মুখরিত ওয়াংখেড়ের মেজাজ ধারণ করে। এ ছাড়া প্রবাসী ভারতীয়দের সংগঠনও (ব্রিসি বানিয়াস, ইন্ডিয়ান কমিউনিটি অফ গোল্ড কোস্ট) হাতে হাত মিলিয়ে টিকিট বেচেছে।

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গোলরক্ষক মিরশাদ মিচুকে দলে টানল ডায়মন্ড হারবার

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২৭ জুনঃ শেষ সিজন থেকেই দারুণ ছন্দে দেখা গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসিকে। বিশেষ করে কলকাতা লিগের শুরু থেকেই তাঁদের পারফরম্যান্স চমকে দিয়েছিল সকলকে। যালফলে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে যার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল তৃতীয় ডিভিশন আইলিগে। দাপুটে পারফরম্যান্স রেখে সেই সুবাদে দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল কিবু ভিকুনার ছেলেরা। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় পাওনা ছিল সকলের কাছে। পরবর্তীতে সেই ধারা বজায় রেখেই এসেছিল সাফল্য। তারপর দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে সাফল্য আসার সুবাদে আসন্ন নয়া ফুটবল মরসুমে এবার দেশের দ্বিতীয় স্তরের সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা প্রথম ডিভিশন আইলিগ খেলতে নামছে কিবু ভিকুনার এই ফুটবল ক্লাব। যারফলে, দেশের প্রথম ডিভিশন লিগের পাশাপাশি দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে ও থাকল বাংলার ফুটবল দল। এক কথায় বলতে গেলে বাংলার ফুটবলে জানিস সন্দেহে বিরাট বড় পাওনা। তবে এই হেভিওয়েট টুর্নামেন্টের কথা মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারের নাম। গত কয়েকদিনে সেইমতো বেশ কিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করেছে ডায়মন্ড হারবার। বলতে গেলে আগের থেকে এবার আরও শক্তিশালী ফুটবল দল নিয়েই টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে মরিয়া

কলকাতার এই ফুটবল ক্লাব। তবে শুধুমাত্র দলের আপফ্রন্ট কিংবা রক্ষণভাগ নয়। তিন কাঠি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রেও এবার এক তারকা গোলরক্ষককে দলে নিশ্চিত করে ফেলল ডায়মন্ড হারবার এফসি। তিনি মিরশাদ মিচু। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। এবার দাপুটে গোলরক্ষককে নিশ্চিত করেছে ম্যানেজমেন্ট। ডায়মন্ড হারবার এফসিতে যোগদান করার আগে আইএসএলের ক্লাব নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি সেখান থেকেই এবার আসছেন কলকাতায়। একটা সময় গোকুলাম কেরালা এফসি হয়ে দাপুটে ফুটবল খেলে সকলের নজরে এসেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে খেলেছেন কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। বলতে গেলে আইএসএলের অভিজ্ঞতা নিয়েই এবার আইলিগে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য এই তারকার।

ডায়মন্ড হারবারে খেলা রাঘব গুপ্তাকে নিতে আগ্রহী চার্চিল ব্রাদার্স

মারগাঁও, ২৭ জুনঃ দারুন ছন্দের মধ্যে দিয়েই গত মরসুম কেটেছিল ডায়মন্ড হারবার এফসির। কলকাতা ফুটবল লিগের শুরু থেকেই তাঁদের পারফরম্যান্স চমকে দিয়েছিল সকলকে। ইমামি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে যার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল তৃতীয় ডিভিশন আইলিগে। দাপুটে পারফরম্যান্স রেখে দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল কিবু ভিকুনার ছেলেরা। যা নিঃ সন্দেহে বড়সড় পাওনা ছিল সকলের কাছে। পরবর্তীতে সেই ধারা বজায় রেখেই সাফল্য ধরা দিয়েছিল

কলকাতার এই ফুটবল ক্লাবের। যারফলে আসন্ন ফুটবল মরসুমে দেশের দ্বিতীয় স্তরের লিগ অর্থাৎ আইলিগে খেলতে নামবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। যারফলে নয়া সিজনে দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে ও থাকছে বাংলার ফুটবল দল। সেইমত অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। গত কয়েকদিন ধরেই এই নিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক তথ্য। শোনা যাচ্ছে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল খেলা একাধিক ফুটবলারদের এবার দলে টানতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার। যারফলে এবার আগের থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে চলেছে কলকাতার এই ফুটবল দল। নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে এবার প্রথম স্তরের আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়াই এখন অন্যতম লক্ষ্য ফুটবলারদের। তবে এক্ষেত্রে দলকে শক্তিশালী করার জন্য শুধুমাত্র নয়া ফুটবলার চূড়ান্ত করা হয় বেশ কিছু ফুটবলার বিদায় জানানোর পরিকল্পনা ছিল ডায়মন্ড হারবার ম্যানেজমেন্টের। সেইমতো এসেছিল বেশকিছু বদল। এবার সেই দলের হয়ে খেলা এক কাশ্মীরের ফুটবলারকে নিতে মরিয়া চার্চিল ব্রাদার্স। তিনি রাঘব গুপ্তা। দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগে দলের হয়ে একাধিক ম্যাচ খেলেছিলেন বছর ছাব্বিশের এই মিডফিল্ডার। কিন্তু তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা খুশি ছিল না ম্যানেজমেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই নয়া মরসুমে তিনি যে অন্য দলে যোগদান করবেন ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল সেই বিষয়টি। এক্ষেত্রে তাঁর দিকে নজর রয়েছে চার্চিল ব্রাদার্সের। খাতায় কলমে গোয়ার এই দলকে গতবারের আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বিবেচিত করা হলেও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি সেই বিষয়টি। আইনি জটিলতা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই হয়তো মিটবে এই সমস্যা।

বুমরাহর থেকে শেখো

প্রসিদ্ধের পরামর্শ ক্ষিপ্ত সামির

হায়দরাবাদ, ২৭ জুনঃ জসপ্রীত বুমরাহের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভারতকে অনেক টেস্ট জিতিয়েছেন বাংলার পেসার মহম্মদ সামি। এবার অবশ্য তিনি ভারতীয় দলের সদস্য হিসাবে ইংল্যান্ড সফরে যাননি। বিসিসিআই নির্বাচকরা জানিয়েছেন, চোটের জন্যই এই তারকা পেসার দলে স্থান পাননি। তবে অনেকেই মনে করছেন, চোট নয়, এর পিছনে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোর্ডের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের মস্তিষ্ক। তারুণ্যে জোর দিতেই বাদ দেওয়া হয়েছে সামিকে। তবে ইংল্যান্ড সফরের প্রথম টেস্টেই মহম্মদ সামির অভাব অনুভূত হয়েছে। বুমরাহ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় পেসারই ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের বিব্রত করতে পারেননি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বুমরাহর পাশে সামি থাকলে প্রথম টেস্টের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় বোলাররা ৩৭১ রানের স্কোর রক্ষা করতে পারেননি। আর এই বিষয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মহম্মদ সামি। ২২৯টি টেস্ট উইকেটের মালিক ভারতীয় বোলারদের উদ্দেশে বলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহের কাছ থেকে শেখা উচিত। তিনি মনে করছেন, অন্যান্য বোলারদেরও বুমরাহকে সমর্থন করা উচিত ছিল। প্রথম টেস্টে ভারত পাঁচ উইকেটে হেরে যায়। হেডিংলি টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে বুমরাহ কোনও উইকেট পাননি। তবে তিনি উইকেট না পেলেও বারবার ইংলিশ ব্যাটারদের বিব্রত করেছেন। প্রথম টেস্টে বাকি তিন ফাস্ট বোলার (মহম্মদ সিরাজ, শার্দূল ঠাকুর এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ) প্রচুর রান খরচ করেছেন। ভারতের দুর্বল বোলিং দেখে সামি রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে দলের বোলারদের বুমরাহ থেকে শেখার এবং তাঁকে সমর্থন করার পরামর্শ দিয়েছেন। সামি বলেন, ''ভারতীয় দলের বাকি বোলারদের বুমরাহর সঙ্গে কথা বলা এবং তার কাছ থেকে শেখা উচিত। তাদের উচিত বুমরাহর সঙ্গে পরিকল্পনা করা এবং তাকে সমর্থন করার চেষ্টা করা। লিডস টেস্টে বাকি বোলাররা যদি বুমরাহকে সমর্থন করত, তাহলে আমরা সহজেই ম্যাচটি জিততে পারতাম।'' সামি আরও বলেন, ''আমাদের বোলিংয়ে আরও একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে শার্দূল পরপর দু'টি উইকেট নিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। আমাদের নতুন বলে উইকেট নিতে হবে। প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের জয়ের একটি বড় কারণ হল আমরা তাদের খুব সহজেই রান করতে দিয়েছিলাম।'' বার্মিংহামের এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২ জুলাই থেকে। এই টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বলে খবর। বুমরাহ যদি বাইরে থাকেন, তাহলে তাঁর জায়গায় আর্শদীপ সিং বা আকাশ দীপকে প্লেয়িং ইলেভেনে জায়গা দেওয়া হতে পারে।

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Bachat Ke Sitare Dost Hamare

গ্রাহকদের সতর্ক করা হচ্ছে!

এই এসি এবং রেফ্রিজারেটরের মডেলগুলি বিইই-এর শক্তি দক্ষতা রেটিং মান পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে

Whirlpool

৩ স্টার
রুম এয়ার কন্ডিশনার
পরিবর্তনশীল গতি
Model No. SAI18B33DEJ0

৩ স্টার
রুম এয়ার কন্ডিশনার
(পরিবর্তনশীল গতি)
Model No. SAI12B32MCD0

T-Series CONSUMER ELECTRONICS
১ স্টার
ডিরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর
Model No. TSR-2WTSF230

T-Series CONSUMER ELECTRONICS
১ স্টার
ডিরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর
Model No. TSR-2SWH100

Hisense
২ স্টার
ডিরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর
Model No. RR94D4SSN

শক্তি রেটিং এবং লেবেলের বৈধতা যাচাই করুন www.beestarlabel.com

এই বিজ্ঞপ্তিটি জ্বালানি দক্ষতা ব্যুরোর প্রবিধানের বিধান মেনে জারি করা হয়েছে - (রুম এয়ার কন্ডিশনার এবং ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর) লেবেলে তাদের প্রদর্শনের বিবরণ এবং পদ্ধতি।

জ্বালানি দক্ষতা ব্যুরো
বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ভারত সরকার, চতুর্থ তলা, সেবা ভবন,
আর কে পুরম, নতুন দিল্লি-১১০০৬৬ (ভারত), ওয়েবসাইটঃ www.beeindia.gov.in /beeindiadigital /beeindiadigital

CBC 34106/12/0008/2526

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com